NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ মাইকের শব্দে লাগাম, প্রকাশ্যে বলি নিষিদ্ধ, পুলিশকে কড়া বার্তা শুভেন্দুর

ভাটপাড়া পুরসভাকে কর্পোরেট অফিস বানিয়ে লুঠপাট চলেছে: অর্জুন সিং ৩

কলকাতা ১৫ মে ২০২৬ ৩১ বৈশাখ ১৪৩৩ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ৩৩২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.05.2026, Vol.19, Issue No. 332, 8 Pages, Price 3.00

উত্তালপ্রদেশ

ঝড়বৃষ্টিতে তছনছ, মৃত শতাধিক

লখনউ, ১৪ মে: ঝড়বৃষ্টিতে লন্ডভন্ড অযোধ্যা, বারাণসী এবং গাজিয়াবাদ-সহ উত্তরপ্রদেশের ৩০ জেলা। কোথাও ৬০-৭০ কিলোমিটার বেগে ঝড়, তার সঙ্গে কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে। আর এই ঝড়বৃষ্টির কারণে গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্য জুড়ে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১০৪ জনের। তবে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ৫০ জনেরও বেশি। বরেলিতে ঝড়ে টিনের একটি ছাউনি-সহ এক ব্যক্তিকে ৪৫ ফুট উঁচুতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ১০০ মিটার দূরে ফেলে। গুরুতর জখম হয়ে সেই ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি।

শুধু ঝড় নয়, ৩০টি জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টিও হয়েছে। মথুরা, উন্নাও এবং প্রয়াগরাজে ঝড়ের পাশাপাশি শিলাবৃষ্টিও হয়েছে। গাছপালা, বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রচুর কাঁচাবাড়ি। এ ছাড়াও ফসলের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। গবাদি পশুরও মৃত্যু হয়েছে কোনও কোনও জেলায়। দেওরিয়া, বারাবাঁকী, সীতাপুরে ২০০০ গ্রাম বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে।

উত্তরপ্রদেশে প্রবল ঝড়ের দাপটে এক ব্যক্তি ৪৫ ফুট উপরে উড়ে গিয়ে ১০০ মিটার দূরে গিয়ে পড়েন।

রাজ্য প্রশাসন জানিয়েছে, সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে প্রয়াগরাজে। সেখানে ২১ জন মারা গিয়েছেন। তার পরেই রয়েছে ভদোহী। সেখানে মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের। ফতেহপুরে মৃত ৯, বদায়ুঁতে ৫, প্রতাপগড়ে ৪, চন্দৌলী এবং কুশীনগরে দু'জন করে মারা গিয়েছেন। সোনভদ্রে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রয়াগরাজ। সেখানে হন্ডিয়া এলাকায় সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। ঝড়ের কবলে ফুলপুরে তিন জন, সোরাঁওয়ে তিন, মেজায় দু'জন এবং সদরে এক জনের মৃত্যু হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, ঝড়বৃষ্টির দাপটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে প্রয়াগরাজ, প্রতাপগড়, ভদোহী, ফতেহপুর, উন্নাও, কানপুর দেহাত, চন্দৌলী, সোনভদ্র এবং বদায়ুঁ জেলায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে উদ্ধারকাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জেলা প্রশাসনগুলিকে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আহতদের চিকিৎসা এবং মৃতদের পরিবারগুলিকে সব রকম ভাবে সহযোগিতা করার কথা বলেছেন।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। তবে শুক্রবার থেকে আবার বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে এবং রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। মে মাসে উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চল এমন তেতে ওঠে যে, তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়। সেই অত্যধিক উত্তপ্ত বাতাস তখন দ্রুতগতিতে উপরের দিকে উঠে যায়, তাকে বলা হয় পরিচলন প্রক্রিয়া। আর এমনটা ঘটার সময় অন্যান্য দিক থেকে অপেক্ষাকৃত শীতল ও আর্দ্র বাতাস ছুটে আসতে থাকে। এই সংঘর্ষের ফলে সুউচ্চ ঝোড়ো মেঘের সৃষ্টি হয়, যা 'কিউমুলোনিম্বাস' নামে পরিচিত। আর এই মেঘগুলিই মূলত বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি এবং প্রবল ঝোড়ো বাতাসের জন্য দায়ী। আর এমনই এক ঝড়ে কার্যতই লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের বহু জেলা।

এবার গড়িয়ায় বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিলজলার আগুনের আঁচ এবার গড়িয়ায়। ভোটের আগে একাধিকবার বাংলায় 'বুলডোজার অ্যাকশনে'র কথা বলেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথগ্রহণ করার পরই কলকাতায় লাগাতার 'বুলডোজার অ্যাকশন'। বৃহস্পতিবার ভাঙা হয় গড়িয়ার মিতালি সংঘের মাঠের পাশে ক্লক টাওয়ার। এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সামনে রেখে হাইড্রা আর বুলডোজার নামল কামদাহারিতে। কয়েক ঘণ্টায় মাটিতে মিশল কলকাতার তৃতীয় উচ্চতম ঘড়িমিনার।

মিতালি সংঘের খেলার মাঠ দখল করে অনুমোদন ছাড়াই মাথা তুলেছিল এই কাঠামো। হাইকোর্ট অনেক আগেই তাকে বেআইনি দাগিয়েছিল। ভাঙার নির্দেশ ছিল। কিন্তু ফাইল চাপা পড়ে ছিল লালবাড়িতে। তিলজলার চামড়া কারখানায় দু'জনের মৃত্যুর পর বদলাল ছবি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করলেন 'শূন্য সহনশীলতা'। অবৈধ নির্মাণে আর রেয়াত নয়। তারপরই নড়েচড়ে বসল পুরসভা। ১১১ নম্বর ওয়ার্ডের বুকে চলল প্রথম বড় অভিযান।

এ শুধু একটা মিনার ভাঙা নয়। ক্ষমতা বদলের পর প্রশাসনের ভঙ্গি বদলের ইঙ্গিত। খেলার মাঠ ফিরিয়ে দেওয়া, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা-বার্তা স্পষ্ট। ঘড়ির কাঁটা থামল, কিন্তু শুরু হল নতুন সময়ের হিসেব। এর আগে বুধবার তিলজলার অগ্নিদগ্ধ বহুতল ভাঙতে যায় বুলডোজার। বাকি অংশ ভাঙতে বৃহস্পতিবার বুলডোজার যায় ওই এলাকায়। এদিকে, এদিন বিকেলে ওই এলাকায় যান আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। তবে তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে বেশ খানিকটা দূরে আটকে দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। তবে পরে এলাকা শান্ত করেন বিধায়ক। নওশাদ বলেন, 'আমি বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে। কিন্তু সকালে বলল, আর রাতে বুলডোজার চলে গেল সেটা যেন না হয়। প্রশাসন ও স্থানীয় কাউন্সিলরেরও দোষ রয়েছে। শুধুমাত্র গরিবদের উপর বুলডোজার চলতে পারে না।' ২০২৩ সালে গড়িয়ার মিতালি সংঘের মাঠের পাশের এই ক্লক টাওয়ার তৈরি হয়। তৎকালীন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এই ক্লক টাওয়ার তৈরিতে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন বলেই দাবি স্থানীয়দের। এমনকী ক্লক টাওয়ারের সামনে নাকি আজও জ্বলজ্বল করছে প্রাক্তন মন্ত্রীর ছবি। অভিযোগ, বেআইনিভাবে কার্যত গায়ের জোর দেখিয়ে সেই সময় ক্লক টাওয়ারটি তৈরি হয়েছিল। তা নিয়ে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয় এলাকায়। অসন্তোষের জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। আদালতের তরফে বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নির্দেশিকা জারি হয়। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, সেই সময় আদালতের নির্দেশ অমান্য করা হয়। কাউন্সিলরের নির্দেশে বেশ কয়েকজন মহিলা আন্দোলনে শামিল হন বলেই দাবি স্থানীয়দের। তবে সরকারের পালাবদলের পর রাজ্যে চালু 'বুলডোজার অ্যাকশন'। আর তাতেই গড়িয়ার ক্লক টাওয়ার ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে। গড়িয়ার মিতালি সংঘের পাশে ক্লক টাওয়ার ভাঙার সিদ্ধান্তে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

'দড়ি ধরে মারো টান...' গড়িয়ায় মাটিতে মিশল ' বেআইনি ' ক্লক টাওয়ার।

হাইকোর্টে 'আইনজীবী' মমতা, শুনলেন 'চোর, চোর' স্লোগান

নিজস্ব প্রতিবেদন: গিয়েছিলেন মামলা লড়তে। হাইকোর্টে সওয়াল করেন প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের এজলাসে। তার পরে এজলাস থেকে বেরিয়েই বিক্ষোভের মুখে পড়লেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে লক্ষ্য করে 'চোর' স্লোগান তুলতে থাকেন আইনজীবীদের একাংশ। ভিড়ের মধ্যে থেকে ভেসে আসে কুকথাও। এই বিক্ষোভের মাঝেই হাইকোর্ট চত্বর ছাড়েন মমতা। আইনজীবীদের একাংশের দিকে হাত দেখিয়ে বলেন, 'ওরা আমাকে মেরেছে।'

বৃহস্পতিবার ভোট-পরবর্তী অশান্তির একটি মামলার শুনানি ছিল হাইকোর্টে। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় একটি জনস্বার্থ মামলা করেছেন। প্রধান বিচারপতি পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের এজলাসে ওই মামলার শুনানি হয় বৃহস্পতিবার সকালে। ওই মামলাতেই আইনজীবী হিসাবে সওয়াল করার জন্য গিয়েছিলেন মমতা। রাজ্যে ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলা নিয়ে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের বেঞ্চ পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে, কঠোর ভাবে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। কোনও নাগরিককে রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে বাড়ি বা দোকান থেকে তাড়ানো হলে তাঁকে নিরাপদে ফিরিয়ে দিতে হবে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় সওয়াল করতে কলকাতা হাইকোর্টে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঁচ সপ্তাহ পরে ওই মামলার পরবর্তী শুনানি। ওই সময়ের মধ্যে সব পক্ষকে হলফনামা দিতে হবে জানিয়ে বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের মন্তব্য, 'হলফনামা দেখে আদালত ঠিক করবে এই মামলাটি পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চে যাবে কি না।'

রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালো কোট, সাদা ব্যান্ড। হাইকোর্টে দাঁড়িয়ে ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় সওয়াল করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরই বিতর্ক। আইনজীবী হিসেবে তাঁর বৈধতা খতিয়ে দেখতে নামল বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া। দিল্লির শীর্ষ সংস্থা দু'দিনের মধ্যে রাজ্য বার কাউন্সিলের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। প্রশ্ন চারটি মমতা তালিকাভুক্ত কি না, প্র্যাকটিসের হাল সক্রিয় না স্থগিত, মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন পেশা মুলতুবির কোনও লিখিত জানান দিয়েছিলেন কি না, আর ফের শুরুর আবেদন জমা পড়েছে কি না। গত ৪ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। নির্বাচনে হারের পর ঘোষণা করেছিলেন, দলের মামলা নিজেই লড়বেন। সেইমতো বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে হাজিরা।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে ভোট-পরবর্তী হিংসার মামলার শুনানিতে অংশ নিতে বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে গিয়েছিলেন 'আইনজীবী' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৫ কোম্পানি বাহিনীতে ভোট ফলতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ঘেরাটোপে আগামী ২১ মে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তা ও নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৪৪ ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে মোতায়েন করা হচ্ছে ৩৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। পাশাপাশি দ্রুত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য থাকছে ৩৫টি কুইক রেসপন্স টিম বা কিউআরটি।

ভোটপ্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ রাখতে প্রতিটি বুথে ওয়েব কাস্টিংয়ের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি বুথের ভিতরে থাকবে দু'টি করে ক্যামেরা এবং বুথের বাইরে থাকবে আরও একটি ক্যামেরা। সেই সব ক্যামেরার মাধ্যমে সরাসরি নজরদারি চালানো হবে। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিটি বুথে ন্যূনতম এক সেকশন করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রতিটি বুথে আটজন করে কেন্দ্রীয় জওয়ান থাকবেন।

গ্রেপ্তার ডিসিপি শান্তনু

■ কলকাতা পুলিশের ডিসি শান্তনু সিংহ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করল ইডি। সোনা পাপ্পুর মামলায় তাঁকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সে শান্তনুকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল ইডি। সাড়ে ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার তাঁকে আদালতে হাজির করানো হবে। উল্লেখ্য, সোনা পাপ্পুর মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কালীঘাটের প্রাক্তন ওসি শান্তনুকে এর আগে একাধিক বার তলব করেছিল ইডি। কিন্তু তিনি বার বার হাজিরা এড়িয়েছেন বলে অভিযোগ। এমনকি, শান্তনুর বাড়িতে তল্লাশিও চলেছে। ইডি সূত্রে খবর, শুধু সোনা পাপ্পু নয়, কলকাতা এবং দিল্লির দপ্তরে একাধিক মামলায় শান্তনুকে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। একটি মামলায় সমন পেয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থও হয়েছিলেন।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

সপ্তাহে ২ দিন ওয়ার্ক ফ্রম হোম দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ১৪ মে: সপ্তাহে দু'দিন করে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' বা বাড়ি থেকে কাজের রীতি চালু করল দিল্লি সরকার। জ্বালানির খরচ কমাতে কিছু দিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীর কাছে এই আর্জি জানিয়েছিলেন। করোনাকালের কথা স্মরণ করিয়ে ফের 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' শুরু করতে বলেছিলেন তিনি। সেই অনুযায়ী দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তর সরকার একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বৃহস্পতিবার তা ঘোষণা করা হল।

মূলত জ্বালানির খরচ কমাতে এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডারের উপর চাপ কমাতে বৃহস্পতিবার একগুচ্ছ পদক্ষেপ করেছে দিল্লি সরকার। বলা হয়েছে, দিল্লি সরকারের অধীন কর্মচারীরা সপ্তাহে দু'দিন বাড়ি থেকে কাজ করবেন।

ব্রিকসের ফাঁকে রুশ-ইরানি বিদেশমন্ত্রীর মোদী-সাক্ষাৎ

নয়াদিল্লিতে ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির ২ দিনের বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এক মঞ্চে ফটোসেশন।

নয়াদিল্লি, ১৪ মে: আমেরিকা-ইরান সংঘাতের আবহে বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রগুলির দু'দিনের বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক। সেই সূত্রেই ভারতে পৌঁছেছেন রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লেভরভ এবং ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচি। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে ব্রিকসের ফাঁকে রুশ ও ইরানি বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে আলাদা করে সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইরান যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবার এই দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে মোদীর সাক্ষাৎ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

উল্লেখ্য, ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বুধবার গভীর রাতে দিল্লি পৌঁছন। বৃহস্পতিবার যেমন মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি, পাশাপাশি হরমুজ প্রণালী খোলা নিয়ে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গেও বৈঠক করেন তিনি।

১৪ ও ১৫ মে নয়াদিল্লিতে বসেছে ব্রিকস গোষ্ঠী ভুক্ত দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীদের শীর্ষ সম্মেলন। এদিন রুশ ও ইরান ছাড়াও অন্য দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে সমবেতভাবে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মোদী। প্রথম দিন সম্মেলনে নিজের ভাষণে আমেরিকার বিরুদ্ধে তোপ দাগেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচি। তাঁর বক্তব্য, কীভাবে ইরানের উপর 'গুন্ডামি' চালিয়েছে আমেরিকা, তা গোটা পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছে। আরাঘাচি বলেন, 'এই কক্ষে উপস্থিত প্রায় সকলের কাছেই মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ কোনও অপরিচিত বিষয় নয়। আমাদের মধ্যে আরও অনেকেই একই ধরনের ঘৃণ্য জবরদস্তির সম্মুখীন হয়েছে।'

কালীঘাটে আক্রান্তরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্ষমতা নেই, তবু কালীঘাটের দরজা খোলা। বৃহস্পতিবার ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে ঘরছাড়া, মার খাওয়া কর্মীদের নিয়ে বসলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলা থেকে আসা তৃণমূল নেতা-কর্মীরা একে একে তুলে ধরলেন অত্যাচারের খতিয়ান।

সকালেই কালো কোট পরে হাইকোর্টে সওয়াল করেছেন তিনি। বিকেলে নিজের বাড়ির বৈঠকখানায় শুনলেন ভাঙা ঘর, পোড়া দোকান, রাতের আঁধারে পালানোর গল্প। আশ্বাস দিলেন, দল পাশে আছে।

আইনি লড়াই থেকে সামাজিক সাহায্য, সব হবে। ২০২৬-এর ধাক্কার পর এটাই তাঁর প্রথম বড় সাংগঠনিক বৈঠক। হারানো মনোবল ফেরানোই লক্ষ্য। কিন্তু এর আড়ালে আছে অন্য অঙ্ক। বিপর্যয়ের পর কে দাঁড়িয়ে, কে সরে গেল, সেই হিসেবও নিচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

নবান্ন নেই, তবু রাস্তাই এখন ঠিকানা। আদালত থেকে কালীঘাট, আইনি লড়াই আর কর্মীদের আগলে রাখা, দুটো হাতিয়ারেই বিরোধী রাজনীতির জমি শক্ত করছেন মমতা। ক্ষমতাচ্যুতির পর দলীয় ঐক্যই তাঁর সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।

উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতীদের সোমে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রকাশিত ২০২৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিকের ফল। উচ্চমাধ্যমিকের ফল বেরোতেই উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবারও মেয়েরা এগিয়ে, টেক্কা দিয়েছে ছেলেদের।

এবার উচ্চমাধ্যমিকে পাশের হার ৯১.২৩ শতাংশ। ৫,৭১,৩৫৫ জন উত্তীর্ণ। তার মধ্যে ছাত্রী ৩,২০,২৩০ জন। মেধা তালিকায় ৬৪ জন। ৪৯৬ নম্বর পেয়ে শীর্ষে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের আদৃত। দ্বিতীয় পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের জিষ্ণু কুণ্ডু -সহ তিন জন। জেলার দৌড়ে এগিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর, পাশের হার ৯৪.১৯ শতাংশ। তারপর হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, নদিয়া। সরকার বদলের পর শিক্ষায় স্বীকৃতির বার্তা দিতে চাইছে নতুন শাসক। কৃতীদের মঞ্চে ডেকে মেধাকেই শাসনের মুখ করার কৌশল স্পষ্ট। ১৮ মে সেই ছবিই দেখবে বাংলা। ১৮ মে সচিবালয়ে বসবে কৃতী-সমাবর্তন। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, সিবিএসই, আইসিএসই-র সফলদের সম্মানিত করবে রাজ্য সরকার। মেধা তালিকায় থাকা পড়ুয়াদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই।

সরকার বদলের পর প্রথম উচ্চমাধ্যমিক। সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু লেখেন, 'তোমাদের কঠোর পরিশ্রম, জেদ আর আত্মবিশ্বাস আজ সাফল্যের রূপ পেল। জীবনের এই বাঁক বড় স্বপ্নের প্রেরণা হোক।' তাঁর আশা, নতুন প্রজন্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরিবার, সমাজ ও রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করবে। ফল প্রকাশের দিনেই মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তা রাজনৈতিক শিষ্টাচারের নজির।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মেধাতালিকায় প্রথম হয়ে এখন গোটা রাজ্যের নজরে বরানগরের ছাত্র আদৃত পাল। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক বিদ্যালয়ের এই কৃতী ছাত্র ৫০০-র মধ্যে ৪৯৬ নম্বর পেয়ে রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ভবিষ্যতে মহাকাশ ও নক্ষত্র নিয়ে গবেষণা করার স্বপ্ন দেখছে আদৃত।

ফল প্রকাশের পর বৃহস্পতিবার আদৃতকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কথোপকথনের সময় মুখ্যমন্ত্রী তাকে 'গো অ্যাহেড' বলে উৎসাহ দেন। শুধু আদৃত নয়, তাঁর বাবা-মা'র সঙ্গেও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সময় আদৃতের বাবা রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শিক্ষার মানোন্নয়নের আবেদন জানান। উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'সব কিছুই দেখা হচ্ছে।'

উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম স্থানাধিকারী আদৃত পালকে ভিডিও কল করে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রীর

এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও ফোনে শুভেচ্ছা জানান মেয়েদের মধ্যে শীর্ষস্থানাধিকারী মেঘা মজুমদার-কে। শ্রীরামপুর রমেশচন্দ্র গার্লস' হাই স্কুলের ছাত্রী মেঘা ৫০০-র মধ্যে ৪৯২ নম্বর পেয়েছে। ফল প্রকাশের পর মুখ্যমন্ত্রী কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি কথাও বলেন এবং তাঁদের অভিনন্দন জানান। শীঘ্রই নবান্নে তাঁদের সঙ্গে সরাসরি দেখা করবেন বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিকে সফল সমস্ত পরীক্ষার্থীকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Surmila Das পিতা শাঁন্তি গোপাল দাস সাং- বৈকুণ্ঠ সড়ক, পোঃ শক্তিনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১০২, পঃ বঃ গত ১৪/০৫/২৬ তারিখে কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেফিট বলে আমার মৃত পিতা শান্তিগোপাল দাস ও শান্তি পদ দাস একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইতেছেন।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, Bapan Ruidas C/o. Haradhan Ruidas গত ইংরাজীর 08/05/2026 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ও নাম পরিবর্তন করিয়া Bapan Mandal নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর 08/05/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী কোর্টে 15 নং এফিডেভিট বলে Bapan Mandal & Bapan Ruidas C/o. Haradhan Ruidas, R/o. Raghunathpur, Jejur, Haripal, Hooghly-712405, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 12/05/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 288 নং এফিডেভিট আমি Susmita Basu (old name) W/o. Sudip Basu, R/o. Chhatagoli, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Susmita Basu নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Susmita Nandi Basu (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Susmita Nandi Basu & Susmita Basu W/o. Sudip Basu, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Tapashi Das (old name) W/o. Sujit Das, R/o. Jugipara Lane, Akhanbazar, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B. do hereby declare that I have changed my name from Tapashi Das to Taposi Das (New Name/ Correct Name) and henceforth I shall be known as Taposi Das in all purpose, vide an affidavit no. 149 sworn before Notary Public, Sadar, Hooghly Court on 08/05/2026. I, Taposi Das & Tapashi Das W/o. Sujit Das, all are the same & one identical person.

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, ১৯.০৬.১৯৬৭ তারিখে সাব রেজিস্ট্রার অফিস, হাওড়ায় রেজিষ্ট্রিকৃত আসল বিক্রয় কোবালা, যাহা শ্রী নিতাই চন্দ্র চৌধুরী ও শ্রী সুভাষ আচার্য্য চৌধুরী-র নামে নিবন্ধিত আছে যেটির বুক নং ১, ভলিউম নং ২৯, পৃষ্ঠা নং ২৩৯ হইতে ২৪২-এর অন্তর্গত ১৯৬৭ সালের ২৫৫৬ নম্বর দলিল হিসেবে নথিভুক্ত রহিয়াছে। উক্ত দলিলটি যে সম্পত্তির পরিচায়ক তাহা হইল— ৩২/২, চৌধুরী পাড়া প্রথম বাই লেন, হাওড়া - ৭১১১০৪। উক্ত মূল দলিলটি আমার মক্কেল শ্রী সঙ্গীত আচার্য্য চৌধুরী-র হেফাজত হইতে হারাইয়া গিয়াছে, যিনি ৩২/২, চৌধুরী পাড়া প্রথম বাই লেন, থানা : চ্যাটার্জীহাট, হাওড়ার বাসিন্দা। এই বিষয়ে গত ১৩.০৫.২০২৬ তারিখে হাওড়া, চ্যাটার্জীহাট থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হইয়াছে (GDE নং-৪৩০)।

যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত মূল দলিলের সন্ধান পান অথবা উক্ত সম্পত্তির উপর কাহারও কোনো প্রকার আইনত দাবি, স্বত্ব, অধিকার, দায়বদ্ধতা বা আপত্তি থাকে তবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তিকে ফেরত দিন বা জানান অন্যথায় তারপরে কোনো দাবি দাওয়া গ্রাহ্য হইবে না।

দিব্যেন্দু চৌধুরী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
(অ্যাডভোকেটস)
ইউনিট নং- ১১ই, ১১ তলা, ওলিশা হাউস,৪ গভর্নমেন্ট প্লেস, কলকাতা- ৭০০০০১

NOTICE

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE (JR. DIV.), KHARAGPUR
J. MISC. CASE NO. 16/2024
Sri Rakesh Kumar Sharma & others .... Petitioner
Vs.
Sri N. Trivikram Rao & others ...Opposite Party

This is for the information of all concerned that **Sri Rakesh Kumar Sharma and others** have filed **J. Misc. Case No. 16 of 2024** before the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Kharagpur against **Opposite Party No.1 Sri N. Trivikram Rao**, S/o N. Bhaskar Rao, of Gayatri Nibas, Malancha Road, P.O. Kharagpur, P.S. Kharagpur (T), Dist. Paschim Medinipur, PIN - 721 301. The Opposite Party No.1 have been avoiding service of notice. As per direction of the Ld. Court this notice is issued thereby calling upon him to appear before the Court on or before **10-6-26**. and submit if he have anything to say in respect of the instant case otherwise the instant case shall proceed exparte against him.

SCHEDULE

Within District Paschim Medinipur, P.S.- Kharagpur (T), Mouza Inda, J.L. No. 232, R.S. Khatian No. 1211, L.R. Khatian No. - 9714, R.S. Plot No. 1512, L.R. Plot Nos. 7657, measuring 0.055 acre, Nature Bastu, L.R. Khatian No. 9714, R.S. Plot No. 1512, L.R. Plot Nos. 7658, measuring 0.0670 acre, Nature Bastu, R.S. Khatian No. 1211, L.R. Khatian No. - 9714, R.S. Plot No. 1591, L.R. Plot Nos. 7667, measuring 0.1094 acre, Nature - Jal, Total transferred area 0.2314 acre, Covered by the Registered Deed of Sale being no. 101000810 for the year 2024, registered on 02.02.2024, Book No. I, Volume No. 1010-2024, Pages from 16950 to 16969 Registered before A.D.S.R., Kharagpur

By order of the Court
Amritendu Adak (Sheristader)
Civil Judge (Jr. Divn.) Kharagpur,
Paschim Medinipur,19-3-26.

PUBLIC NOTICE

I, ATUL DAS, son of Vijay Kumar Das, aged about 28 years, by Occupation: Service, residing at 25, Incinerator Road, Sumana Apartment, Dumdum Cantonment, Kolkata-700 028, West Bengal do hereby declare that I have changed my name from "ATUL DAS" to "ATUL SINGH DAS" and have also changed my religion from from Hinduism to Sikhism by virtue of an Affidavit affirmed before the Learned Judicial Magistrate, First Class at Alipore, Kolkata on April 28, 2026 and henceforth I shall at all times hereafter be known and identified by the name "ATUL SINGH DAS" and profess the religion "Sikhism" for all purposes.

NOTICE

Late Ratna Goswami & Late Ajit Goswami You are being searched for regarding the property at: 6 No. Bidhan Pally, Kolkata–700084, West Bengal The property has been handed over to a promoter for flat construction purposes. If you are alive, or if any of your children or family members are available, please contact the following number within the next 3 months: Contact Number: 9038263796

Thank you.
Biswanath Hore
&
Ashutosh Hore (Ajita Hore)

বিজ্ঞপ্তি

আমি **শ্রী দীপঙ্কর দাস,** পিতা- শ্রী দিলীপ কুমার দাস, সাং- কোতবাজার, পোঃ- মেদিনীপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন নং- ৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে আমার কন্যার নাম দীপান্বিতা দাস ভ্রমক্রমে তাহার আধার কার্ডে দীপানিত্যা (Dipanitya) দাস লেখা আছে। স্কুলেও দীপানিত্যা হিসাবে উল্লেখ আছে আমি গত ইং ২৮.০১.২৬ তারিখ মেদিনীপুর Judicial Magistrate, 1st class আদালতে 20II(A) নং Affidavit করিয়া Dipanitya Das & Dipanwita Das একই ব্যক্তি এবং উক্ত তারিখ হইতে Dipanitya Das, Dipanwita Das হিসাবে পরিচিত হইল।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর
ডিষ্ট্রিক্ট ডিলিগেট আদালত খড়গপুর
Probate Case No-06/2025

শ্রী গৌতম দাস ....দরখাস্তকারী
-ঃবনামঃ-
তকিনগর মৌজার গ্রামবাসীবৃন্দ ...প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানার অন্তর্গত তকিনগর মৌজার বসবাসকারী সর্ব সাধারণকে জানানো যায় যে, উক্ত সাকিনে শ্রী জর্নাদ্দন সাউ, পিতা- ঁভজহরি সাউ বসবাস করা অবস্থায় গত ইং ১৮.০২.২০২৪ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সম্বন্ধে উইল সম্পাদন করিয়াছেন উক্ত উইল সম্বন্ধে দরখাস্তকারী প্রবেট আদির প্রার্থনায় অত্র আদালতে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে।

উক্ত মোকর্দ্দমা ইং ১৯/০৫/২৬ তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত দরখাস্তকারীর প্রবেট আদির প্রার্থনায় কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া স্বয়ং অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে আপত্তি আদি দাখিল করিবেন। অন্যথায়আইনানুগ কার্য্য করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরণ

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা ও সাবরেজিষ্ট্রী দাঁতন এলাকাধীন চাউলিয়া মৌজায় ৮৮ নং জে.এল. ভুক্ত ৬৯৩ নং খতিয়ানে রায়তি ৯৩৫ দাগে জল ০.৪৯ একর .৯৩৬ দাগে জল ০.১২ একর, ৯৫৭ দাগে জল ০.২২ একরের মধ্যে ০.২০ একর পশ্চিমে যমুনা বালা মাইতি উত্তরে- রাস্তা পূর্বে আমার উইল দাতার ৯৬৪ দাগে জল ০.২৭ ডেঃ ঐ এলাকাধীন একতারপুর তকিনগর মৌজায় ৯০ নং জে.এল.ভুক্ত ২২৩/১ খতিয়ানে রায়তি ১১১১ দাগে জল ০.০৮ ডেঃ মধ্যে ০.০৫ ডেঃ উত্তরে-গোকুল শ্যামল ও জগন্নাথ ঘোষ, পূর্বে -বন্দনা + মানস দাস, বন্দনা, অরবিন্দ ত্রিপাটী, পরেশ সাউ ও সুকুমার মাইতি, পশ্চিমে-নারায়ণ হাতি ও জগদীশ হাতি। ১১১২ দাগে জল ০.৩১ ডেঃ মধ্যে উত্তর তরপমধ্যস্থলে ১/২ ডেঃ ১১১৩ দাগে জল ০.৩৫ ডেঃ মধ্যে উত্তরে তরপ মধ্যস্থলে ১/২ ডেঃ মোট -০.০১ ডেঃ উত্তরে গোকুল শ্যামল, দক্ষিণে যতীন্দ্র পালুই পূর্বে-ও.টি রোডও রামলাল বাবুর মৃতা মায়ের সমাধি মন্দির সর্বমোট -১.১৪ একর এক একর চৌদ্দ ডেসিমল।

আদেশানুসারে
Nur Huda Mandal.
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
খড়গপুর।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৫ই মে, ৩১শে বৈশাখ শুক্র বার। ত্রয়োদশী তিথি, জন্মে মেষ রাশি অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল, মৃতে দোষ নাই।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(সাবিত্রীচতুর্দ্দশীব্রত শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণব্রত আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

খোশমেজাজে মুখ্যমন্ত্রী...। বিধানসভায় অদিতি সাহার তোলা ছবি।

বৃহস্পতিবার দু'দফায় মোট ১১ জেলার ১৪০ জন বিধায়ক শপথ নিলেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও রাজ্য বিধানসভায় নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথগ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হল। এদিন সকাল থেকে দু'দফায় মোট ১১ জেলার ১৪০ জন বিধায়ক শপথ নেন। প্রোটেম স্পিকার তাপস রায় তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করান। দু'দিন মিলিয়ে মোট ২৯০ জন বিধায়ক শপথ নিয়েছেন। ২৯৩ জন জয়ী সদস্যের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং হুমায়ুন কবির একটি করে আসন ছাড়েন। অন্যদিকে চণ্ডীতলার স্বাতী খন্দকার পা ভেঙে হাসপাতালে ভর্তি থাকায় তিনি শপথ নিতে পারেননি। ফলে কার্যত ২৯০ জন বিধায়কই দু'দিনে শপথ নিয়েছেন।

এদিনের উল্লেখযোগ্য বিধায়কদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ এবং চৌরঙ্গির বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি পরিচারিকার কাজ থেকে উঠে এসে আউশগ্রাম কেন্দ্রের বিধায়ক হওয়া কলিতা মাঝি-ও এদিন শপথ নেন। বিধানসভায় এদিন এক সময় রাজনৈতিক স্লোগান ঘিরে উত্তেজনার পরিবেশও তৈরি হয়। নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথের আগে বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওঁরাও তাঁকে লক্ষ্য করে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেন। পাল্টা নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় 'জয় বাংলা' স্লোগান দেন। এরপর অবশ্য বিধানসভার রীতি মেনেই তিনি শপথগ্রহণ সম্পন্ন করেন।

এদিকে শুক্রবার রাজ্য বিধানসভার একদিনের বিশেষ অধিবেশন বসছে নতুন স্পিকার নির্বাচনের জন্য। সরকার পক্ষ ইতিমধ্যেই কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক রথীন্দ্র বোস-এর নাম স্পিকার পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অন্য কোনও প্রার্থী মনোনয়ন জমা না দিলে সর্বসম্মতিক্রমেই তিনি অষ্টাদশ বিধানসভার নতুন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হবেন।

জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে থানায় দুর্নীতির বিস্ফোরক অভিযোগ বিজেপির

দেবাশিস দে

ফলতা: আদালতের নির্দেশকে হাতিয়ার করে এবার ফলতার দাপুটে নেতা জাহাঙ্গীর খানের বিরুদ্ধে সরাসরি থানায় এফআইআর দায়ের করলেন ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ফলতার বিজেপি প্রার্থী বিধান পারুই। বুধবার ফলতা থানায় জমা দেওয়া ওই অভিযোগপত্রে আর্থিক দুর্নীতি এবং বেআইনি সম্পত্তি অর্জনের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডায়মন্ড হারবার জেলা জুড়ে ব্যাপক রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগের সূত্রপাত ২০২২ সালে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, জনৈক এক ব্যক্তি ২০২২ সালের ৮ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসকের কাছে জাহাঙ্গীর খানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সেখানে দাবি করা হয়েছিল, ফলতা এলাকার ওই প্রভাবশালী ব্যক্তি গত কয়েক বছরে অবৈধ উপায়ে প্রায় ২০০ কোটি টাকার সম্পত্তি গড়ে তুলেছেন। অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়েছে যে, জাহাঙ্গীর খান কেবল নিজের নামেই নয়, বরং তাঁর ঘনিষ্ঠ একাধিক ব্যক্তির নামে বিপুল পরিমাণ বেনামি সম্পত্তি এবং নগদ অর্থ গচ্ছিত রেখেছেন। তৎকালীন

জেলাশাসক বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ সুপারকে ১৫ দিনের মধ্যে 'অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট' জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, সেই নির্দেশের মেমো নম্বর ছিল ৬৩৩/জেন/পি-জি। কিন্তু বিধান পারুইয়ের অভিযোগ, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

থানা থেকে বেরিয়ে বিজেপি নেতা বিধান পারুই সংবাদমাধ্যমকে জানান, দীর্ঘ চার বছর ধরে প্রশাসনের দরজায় কড়া নেড়েও কোনো কাজ হয়নি। তিনি জানান, পুলিশের এই চরম নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে নিরুপায় হয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। আদালত তাঁর বক্তব্য শোনার পর তাঁকে আইনগতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়েছে। সেই আইনি রক্ষাকবচ ও আদালতের নির্দেশকে পাথেয় করেই আজ থানায় বিস্তারিত অভিযোগ ও তথ্যপ্রমাণ জমা দিয়েছেন তিনি।

আর্থিক দুর্নীতির পাশাপাশি জাহাঙ্গীর খানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের অভিযোগও তুলেছেন বিধানবাবু। তাঁর দাবি, গত এক দশক ধরে ফলতা থানা এলাকায় জাহাঙ্গীর খান 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' কায়েম করেছিলেন। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং সাধারণ মানুষ সর্বদা আতঙ্কে দিন কাটাতেন। নিজের যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি জানান, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের গণনার দিন থেকেই তিনি কার্যত ঘরছাড়া। এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি তাঁকে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দুর্নীতির একাধিক নথি পুলিশের পাশাপাশি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের বা ই ডি'র কাছেও পাঠানো হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। এখন দেখার, আদালতের রক্ষাকবচ নিয়ে দায়ের হওয়া এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ প্রশাসন জাহাঙ্গীর খানের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আপাতত এই আইনি লড়াইকে কেন্দ্র করে ফলতার রাজনৈতিক পারদ ক্রমশ চড়তে শুরু করেছে।

কর্মীসংকটে থমকে কাজ, পঞ্চায়েতস্তরে ৬ হাজার কর্মী নিয়োগের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পঞ্চায়েতস্তরে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কর্মী নিয়োগের সম্ভাবনার কথা জানালেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। এদিন তিনি বলেন, বিভিন্ন দরের আধিকারিকদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার প্রস্তুতি চলছে। মন্ত্রী জানান, প্রায় সাড়ে ৬ হাজার পদের জন্য নামের শর্টলিস্ট তৈরি করা হয়েছিল। আপাতত সেই তালিকা খতিয়ে দেখে নিয়োগের প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তাঁর কথায়, পঞ্চায়েত দপ্তরে পর্যাপ্ত কর্মী না থাকায় বহু কাজ আটকে রয়েছে। একজন কর্মীকে একাধিক পঞ্চায়েতের দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ফলে প্রশাসনিক কাজের গতি ব্যাহত হচ্ছে।

দিলীপ বাবু আরও জানান, মন্ত্রিসভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-কেও পুরো বিষয়টি জানানো হয়েছে। কেন্দ্রের সহায়তায় তৈরি হওয়া বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত কর্মী প্রয়োজন বলেও মত তাঁর। তবে কীভাবে এই নিয়োগ হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, বিধানসভা গঠনের পর ক্যাবিনেট বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। একই সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ভবিষ্যৎ নিয়েও আশ্বাস দিয়েছে সরকার। আগে থেকেই নতুন সরকার জানিয়েছিল, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে যাঁরা 'আউটসোর্স' বা চুক্তিভিত্তিক পদে কাজ করছিলেন, তাঁদের চাকরি যাবে না। রাজ্যে সিভিক ভলান্টিয়ার-সহ প্রায় ৫ লক্ষ চুক্তিভিত্তিক কর্মী রয়েছেন। সরকার পরিবর্তনের পরেও তাঁদের কর্মসংস্থান বজায় থাকবে বলেই স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে বিজেপি সরকার।

মার্কশিট হাতে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কৃতী ছাত্ররা। ছবি- অদিতি সাহা

'আমি ফল চাই', পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শাসনের হাল ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দায়িত্ব নিয়েই কড়া দাওয়াই। মে মাসে প্রথম পুলিশি বৈঠকে রাজ্যের সব সুপার আর কমিশনারকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সাফ কথা, যা বলেছি, ঠিকমতো করুন। আমি ফল চাই। তোলাবাজি, সিন্ডিকেট, সীমান্ত পারাপার; কোনওটাই চলবে না। অপরাধ দমনে 'শূন্য সহনশীলতা'। ঢিলেমির জায়গা নেই। পুরনো সরকারের জমে থাকা ফাইল খুলছে। দুর্নীতি ধরা পড়লে রেয়াত নয়।

আশ্বাসও দিলেন। রাজনৈতিক চাপ ছাড়াই কাজ করুন। নিরপেক্ষ থাকুন। তবে গোলমাল হলে দায় এসপি-সিপির। জবাবদিহি সরাসরি। বার্তার পরেই ময়দানে প্রশাসন। তিলজলা, গড়িয়ায় বেআইনি নির্মাণে চলল বুলডোজার। গাফিলতির জেরে সাসপেন্ড প্রগতি ময়দান দমকল কেন্দ্রের ওসি-সহ একাধিক অফিসার। নবান্নের সুর বদলেছে। আইনের শাসন ফেরানোই এখন প্রথম অগ্রাধিকার। কড়া বার্তা আর তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে বোঝালেন, কথা আর কাজের ফারাক রাখবেন না মুখ্যমন্ত্রী। বাংলার পুলিশ-প্রশাসন নতুন পরীক্ষার মুখে।

হুমকি-ভিডিওর জের, পৈলানে দিলীপ মণ্ডলের বাগানবাড়িতে পুলিশি হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পৈলান: ভোট মিটতেই বিপাকে তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল। বেলাগাম হুমকির ভিডিও সামনে আসার পর জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও র‍্যাফ নিয়ে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার দল হানা দেয় বিষ্ণুপুরের বিধায়কের পৈলানের বাড়ি ও বাগানবাড়িতে। তল্লাশিতে উঠে আসে বিলাসের ছবি। চিকন ঘাসের লন, নীল জলের সুইমিং পুল, ঝরনা, বাঘের মডেল, গুহাঘর। সঙ্গে বিলাসবহুল গাড়ি। ম্যাকাও পাখি, অ্যালসেসিয়ান; কী নেই! অথচ বিধায়কের দেখা মেলেনি। ঘরে উপস্থিত তৃণমূল কর্মীদের দাবি, ভোট-পরবর্তী অশান্তিতে ঘরছাড়া তাঁরা। বিধায়ক বিধানসভায় শপথ নিয়ে ফেরেননি। দিলীপের ফেসবুক পোস্টে শোনা গিয়েছিল, ১৫ বছর শান্তিতে রেখেছিলাম, আর নয়। সেই উস্কানির পরই চারটি ধারায় মামলা, দু'টি জামিন-অযোগ্য। সরকার বদলের পর পুলিশের এই সক্রিয়তা বার্তা দিচ্ছে, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। বিলাসবহুল বাগানবাড়ির আড়ালে হুমকি-রাজনীতি আর কতদিন? পুলিশি অভিযানই এখন তৃণমূলের অস্বস্তির নতুন কারণ।

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে ১ জুন থেকে ৩০০০ টাকা, আবেদন শুধু অনলাইনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের দ্বিগুণ। ১ জুন থেকেই রাজ্যের মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে মাসে ৩০০০ টাকা। প্রকল্পের নাম 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'। মঙ্গলবার শপথের পর নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানালেন, আবেদন হবে সম্পূর্ণ অনলাইনে। দুয়ারে সরকার নয়, সহজ পোর্টালেই ফর্ম পূরণ। ওয়ান-পাস, টু-পাস; ঘরে বসেই মা-বোনেরা নিজেরা আবেদন সারবেন, আশ্বাস মন্ত্রীর। সরাসরি ব্যাংকে যাবে টাকা। তবে যাচাইয়ে অযোগ্য, মৃত বা ভুয়ো নাম বাদ পড়বে। ভোটের আগে বিজেপির প্রতিশ্রুতি ছিল ৩০০০ টাকা। সরকার বদলের পর তা বাস্তবায়নে নেমেছে নবান্ন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধাভোগীরাও ঝুঁকছেন নতুন প্রকল্পে। বিরোধীদের কটাক্ষ, ভোটমুখী ঘোষণা। সরকারের পালটা দাবি, মহিলা ক্ষমতায়নই লক্ষ্য। ২০২৬-এর ভোটে 'অন্নপূর্ণা' বড় হাতিয়ার হবে, মানছে রাজনৈতিক মহল। অনলাইন আবেদন স্বচ্ছতার দাবি তুললেও, গ্রামীণ মহিলাদের হাতে স্মার্টফোন কতটা, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

আকাশবাণীর ৯০ বছরের পূর্তি উদ্‌যাপন

কলকাতা: আকাশবাণীর ৯০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল বিশেষ সংগীত সম্মেলন 'এআইআর ৯০'। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আকাশবাণী কলকাতার উদ্যোগে কলকাতা যাদুঘরের আশুতোষ জন্মশতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শাস্ত্রীয় সংগীতের এক বর্ণময় সন্ধ্যার সাক্ষী থাকলেন সংগীতপ্রেমীরা।

'অ্যান ইভনিং অফ ক্লাসিক্যাল এক্সিলেন্স' শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে আকাশবাণী কলকাতার শিল্পীদের পরিবেশনায় অর্কেস্ট্রাল পারফরম্যান্স অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি ঠুমরি, দাদরা ও টপ্পা পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী বিদুষী আইভি ব্যানার্জি। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সরোদিয়া দেবজ্যোতি বসু এবং তবলায় সঙ্গত করেন কুমার বসু।

'মুসলিম ভোট ছাড়াই বাংলা দখল', মহাগুরুর নতুন অঙ্কে তোলপাড় রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের হিসেব বদলাতে ময়দানে নামলেন মহাগুরু। বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তীর দাবি, সংখ্যালঘু ভোটের ভরসা ছাড়াই বাংলায় সরকার গড়া সম্ভব। ২০২৬-এর নির্বাচন পরবর্তী আবহে তাঁর এই ঘোষণা রাজ্য রাজনীতিতে ঝড় তুলেছে। মিঠুনের যুক্তি, রাজ্যে প্রায় ৯ শতাংশ সনাতনী ভোটার বুথে যান না। এই 'নীরব ভোটার'দের পুরোদস্তুর ভোটকেন্দ্রে আনতে পারলেই খেলার মোড় ঘুরবে। তাঁর সোজা কথা, বুথে পাহারা দিয়ে হিন্দু ভোট সংহত করতে হবে। বিজেপির একাংশের মতে, এই রণনীতি বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে। তাঁদের দাবি, এই ছকেই আসন বেড়েছে, সংগঠন মজবুত হয়েছে। পালটা তোপ দেগেছে তৃণমূল। শাসক শিবিরের অভিযোগ, ধর্মের নামে ভোট ভাগ করে সামাজিক বাঁধন আলগা করতে চাইছেন মহাগুরু। নবান্ন দখলের পর বিজেপির নতুন নকশা স্পষ্ট। সংখ্যালঘু নির্ভরতার বাইরে গিয়ে সংখ্যাগুরুর নিষ্ক্রিয় অংশকে জাগানোই এখন লক্ষ্য। মেরুকরণের এই খেলা বাংলা রাজনীতির ভবিষ্যৎ কোন পথে নিয়ে যাবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৫ মে ২০২৬, ৩১ বৈশাখ ১৪৩৩ শুক্রবার

শপথ গ্রহণের কিছু মুহূর্ত...

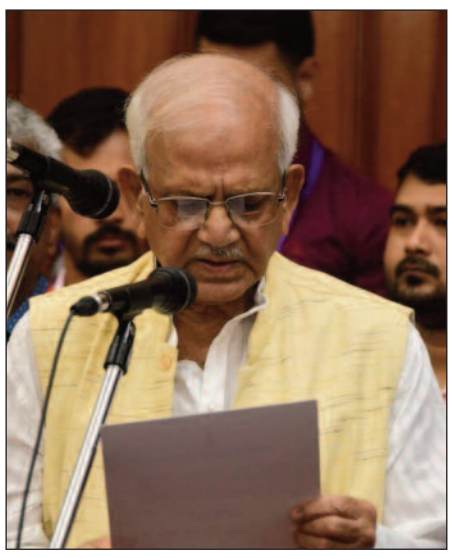

বিধানসভায় বালিগঞ্জের বিধায়ক হিসেবে শপথ নিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

শিবপুরের বিধায়ক হিসেবে শপথ নিচ্ছেন রুদ্রনীল ঘোষ।

কলকাতা বন্দরের বিধায়ক হিসেবে শপথ নিলেন ফিরহাদ হাকিম।

শপথ নিলেন কাশীপুর বেলগাছিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি।

শপথ নিলেন চৌরঙ্গির বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়।

শপথ নিলেন রাসবিহারীর বিধায়ক স্বপন দাশগুপ্ত।

বিধানসভার স্পিকার পদের জন্য মনোনীত হলেন বিজেপি বিধায়ক রথীন্দ্র বোস

শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক রথীন্দ্র বোস অষ্টাদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে শাসকদলের প্রার্থী হচ্ছেন। বৃহস্পতিবার তিনি মনোনয়ন জমা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সমাজমাধ্যমে এই ঘোষণা করে লিখেছেন, তাঁর স্থির বিশ্বাস রথীন বাবু সর্বসম্মতিক্রমে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হবেন। বিধানসভার নিয়ম অনুযায়ী, নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর অধ্যক্ষ পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে রথীন্দ্র বোসের নামের বিরুদ্ধে বিরোধীরা যদি কোনও পালটা প্রার্থী না দেয়, তাহলে ভোটাভুটির প্রয়োজন পড়বে না। সে ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমেই তিনি বিধানসভার নতুন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হবেন। একই সঙ্গে বর্তমান বিধানসভায় শাসক দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় তাদের প্রার্থীর জয়ী হওয়া নিশ্চিত বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে দলের তরফে তাঁকে যে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন বলে রথীনবাবু জানান।

৬৫ বছর বয়সি রথীন্দ্র বসু এই প্রথম বিধায়ক হয়েছেন। পেশায় তিনি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে তিনি তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ দে ভৌমিক-কে ২৩ হাজার ২৮৪ ভোটে পরাজিত করেন। দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি এবং আরএসএস-এর সঙ্গে যুক্ত রথীন্দ্র বসু বর্তমানে বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। উত্তরবঙ্গে সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। শিলিগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে দলের সংগঠন মজবুত করার কাজে সক্রিয় ছিলেন তিনি। বর্তমানে বিজেপির উত্তরবঙ্গ বিভাগের আহ্বায়ক হিসেবেও দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই প্রথম উত্তরবঙ্গের কোনও নেতা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার পদের জন্য মনোনীত হলেন। সংসদীয় রাজনীতিতে নতুন হলেও দলের অন্দরে তাঁকে দক্ষ সংগঠক এবং স্পষ্টভাষী নেতা হিসেবেই দেখা হয়।

ভাটপাড়া পুরসভাকে কর্পোরেট অফিস বানিয়ে লুঠপাট চলেছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়া পুরসভাকে কর্পোরেট অফিস বানিয়ে লুঠপাট চলেছে। এমনই অভিযোগ প্রাক্তন সাংসদ ও নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিংয়ের। প্রসঙ্গত, ৪ঠা মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই পুরসভায় অনুপস্থিত চেয়ারপার্সন, উপ-পুরপ্রধান-সহ কাউন্সিলররা। ফলত, পরিষেবা থেকে বঞ্চিত পুর অঞ্চলের বাসিন্দারা। পরিষেবা সচল করতে বৃহস্পতিবার বেলায় ভাটপাড়া পুরসভা পরিদর্শনে আসেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং এবং জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমার। পুর পরিষেবা সচল রাখতে তাঁরা আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমার এবং ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং তাঁর কাছে পুরসভা সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ জানান। কর্মচারীদের বেতন মিলছে না। ময়লা আবর্জনা সাফাই হচ্ছে না। পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। রাস্তার কাজ অর্ধেক হয়ে পড়ে রয়েছে। সমস্যা দূরীকরণে এক্সিকিউটিভ অফিসার, ফিন্যান্স অফিসার এবং সচিবের সঙ্গে তাঁরা বৈঠক করেন। নোয়াপাড়ার বিধায়ক আরও জানান, বৈঠকে তাঁরা জানতে পেরেছেন ট্রেজারি থেকে যা পেমেন্ট হয়, তার ওটিপি আসে চেয়ারপার্সনের মোবাইল ফোনে। কিন্তু গত ৩০ এপ্রিল থেকে চেয়ারপার্সন পুরসভায় আসছেন না। তাঁর অভিযোগ, ট্রেজারি থেকে

চেয়ারপার্সনের যেই ফোনে ওটিপি আসে। সেই ফোনটা তাঁর ছেলের কাছে থেকে। তিনি ওটিপি দিচ্ছেন না। ফলে পুরসভার কাজ পুরো থমকে গিয়েছে। তিনি জানান, চেয়ারপার্সনের কাছে থাকা মোবাইলের 'সিম' পুরসভার সম্পত্তি। তাই চেয়ারপার্সনের নামে থানায় অভিযোগ জানিয়ে সেই 'সিম' উদ্ধার করতে আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, চেয়ারপার্সনের বিরুদ্ধে মামলা করা উচিত। কারণ, ওটিপি আটকে রেখে কখনই উন্নয়ন ব্যাহত করা যায় না। বেহাল পরিষেবা নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ জানান, জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। লাইট লাগানো-সহ ইলেকট্রিকের সরঞ্জাম ক্রয় বাবদ নির্বাচনের আগে এক কোটি টাকা তোলা হয়েছে। দুর্নীতির তদন্ত করার জন্য দুই বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন। তাঁর অভিযোগ, পুরসভায় কখনও বিধায়কের অফিস তৈরি করা যায় না। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি। জগদ্দলের বিধায়কের অফিস থাকলেও, ভাটপাড়ার বিধায়কের অফিস কেন ছিল না, এদিন তা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুললেন। তাঁর কথায়, যেহেতু দুটি বিধানসভা নিয়ে ভাটপাড়া পুরসভা। সেহেতু দুই বিধায়ককে পুর আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে পরিষেবা সচল রাখতে হবে। জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমার বলেন, কর্মচারীদের বেতন মিলছে না। পুরসভার সমস্ত কাজ থমকে গিয়েছে। চেয়ারপার্সন 'সিম' নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছেন। থানায় অভিযোগ দায়ের করে সেই 'সিম' উদ্ধার করতে হবে। তাঁর হুঁশিয়ারি, পুরসভায় যারা দুর্নীতি করেছে, তাঁরা কেউ ছাড় পাবেন না। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মাইকের শব্দে লাগাম, প্রকাশ্যে বলি নিষিদ্ধ, পুলিশকে কড়া বার্তা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ধর্মস্থানে শব্দের তাণ্ডব নয়। প্রকাশ্যে পশুবলিও নয়। বৃহস্পতিবার পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে সাফ নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি তুলে তিনি জানান, নির্ধারিত মাত্রার বাইরে মাইক বাজানো চলবে না। উপাসনালয়ের নামে জনজীবন ব্যাহত করলে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। একই সঙ্গে যত্রতত্র পশু জবাই বা বলিতে নিষেধাজ্ঞা। গরু, মহিষ, বলদ, বাছুরের ক্ষেত্রে নিয়ম ভাঙলেই দণ্ড। অনুমোদিত জায়গা ছাড়া কোরবানি বা বলি বন্ধ। বেআইনি পশু পরিবহণেও নজরদারি বাড়াতে বলা হয়েছে। প্রশাসনের যুক্তি, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে ১৯৫০-এর আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও আইনশৃঙ্খলার স্বার্থেই এই পদক্ষেপ।

পরিবেশ আদালতের নিয়ম অনুযায়ী, বসতি এলাকায় সর্বোচ্চ ৫৫ ডেসিবেল পর্যন্ত স্বরে বাজানো যায় মাইক। তবে শিল্পতালুক ও ব্যবসায়িক এলাকায় এই মাত্রা কিছুটা বেশি। ধর্মীয় স্থান যেহেতু সাধারণত বসতি এলাকায় তৈরি হয়, তাই এখানকারও সর্বোচ্চ মাত্রা ৫৫ ডেসিবেল নির্ধারিত করেছে পরিবেশ আদালত। তবে বিশেষ উৎসব ও অনুষ্ঠানে ৬৫ ডেসিবেল পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হত এতদিন। কিন্তু রাজ্যে সরকার বদলের পর যাবতীয় নিয়ম কঠোর করা হয়েছে। নির্দিষ্ট মাত্রার বাইরে মাইক বাজানো হলে পুলিশ যাতে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নেয় সেই নির্দেশিকাও দেওয়া হয়েছে।

সমবেতনের দাবি, আশায় পার্শ্বশিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাম জমানায় ন্যূনতম সাম্মানিকে নিয়োগ, তৃণমূলের ১৫ বছরে শুধুই আশ্বাস। বীরভূমের প্রায় দু'হাজার পার্শ্বশিক্ষকের দুরবস্থা ঘোচেনি। এবার বিজেপি সরকারের কাছে সমবেতনের দাবি। সিউড়ির শ্রাবণী চট্টোপাধ্যায় ২০০৮-এ ঢোকেন ৩৫০০ টাকায়। ইংরেজি-বাংলায় স্নাতকোত্তর, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। আজ সাম্মানিক ১৩,১৪১। অথচ স্থায়ী শিক্ষকদের মতোই সপ্তাহে পাঁচ দিন ক্লাস, স্কুলছুট খোঁজা, মিড-ডে মিল, ভোটের কাজ; সবই সামলাতে হয়। ক্ষোভ, কারখানার শ্রমিকও আমাদের চেয়ে বেশি পান।

ইডির হাতে গ্রেপ্তার ডিসি শান্তনু

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্থান যেমন দ্রুত, পতন তেমনই নাটকীয়। বৃহস্পতিবার সিজিও কমপ্লেক্সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরার শেষে ইডির হাতে ধরা পড়লেন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিংহ বিশ্বাস।

কালীঘাট থানার প্রাক্তন ওসি থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্ব, ক্ষমতার অলিন্দে তাঁর যাতায়াত ছিল অবাধ। সেই শান্তনুর বিরুদ্ধেই জাল কাগজে জমি দখল, অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ। বালিগঞ্জের বিতর্কিত ব্যবসায়ী সোনা পাপ্পুর কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়েছে তাঁরও। ৫ মে লুক আউট নোটিস জারি হয়েছিল। এপ্রিলে ফার্ন রোডের বাড়িতে ইডি হানা দেওয়ার পর থেকেই বেপাত্তা ছিলেন ডিসি। বুধবার নিরাপত্তা অধিকর্তাকে চিঠি দিয়ে খোঁজ শুরু করে কেন্দ্রীয় সংস্থা। শেষে হাজিরা, তারপর গ্রেপ্তার। শুক্রবার আদালতে তোলা হবে।

ক্ষমতা বদলের পর একের পর এক ঘনিষ্ঠের গায়ে আঁচ। শান্তনুর গ্রেপ্তারি বুঝিয়ে দিল, পুরনো জমানার রক্ষাকবচ আর কাজ করছে না। পুলিশ-নেতা-প্রোমোটার চক্রের জাল ছিঁড়তে শুরু করেছে। নবান্নের বার্তা স্পষ্ট, আইনের উর্ধ্বে কেউ নয়।

পর পর হাজিরা এড়ানোয় শান্তনুর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করেছিল ইডি। তিনি যাতে দেশ ছেড়ে চলে যেতে না পারেন, তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। সূত্রের খবর, সোনা পাপ্পু এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে শান্তনুর কিছু আর্থিক লেনদেনের যোগ পাওয়া গিয়েছে। আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে ধৃত ব্যবসায়ী জয় কামদারের কাছ থেকে পাওয়া নথিতেও শান্তনুর যোগ ছিল।

প্রসঙ্গত, গত মাসেই সোনা পাপ্পুর মামলার সূত্রে ফার্ন রোডে শান্তনুর বাড়িতে হানা দিয়েছিল ইডি। ভোর থেকে শুরু হয়েছিল অভিযান।

মহিলাদের সুরক্ষায় ইন্টিগ্রেটেড হেল্পলাইন

তোলাবাজি-জঞ্জালে লাগাম

বিকাশ ভবন থেকে কড়া বার্তা অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দায়িত্ব নিয়েই ঝাঁটা হাতে প্রশাসন। নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বিকাশভবনে প্রথম বৈঠকেই হুঁশিয়ারি দিলেন। অবৈধ পার্কিং আর ভুয়ো রসিদে টাকা তোলা এবার বন্ধ। আদায় হওয়া প্রতিটি পয়সা ঢুকবে সরকারি তহবিলে। শুধু ধমক নয়, সমাধানও বাতলেছেন মন্ত্রী। অভিযোগ জানাতে চালু হচ্ছে কল সেন্টার ও সক্রিয় হেল্পলাইন। পাশাপাশি জঞ্জাল সাফাইয়ে আসছে জিও-ট্যাগিং অ্যাপ। কলকাতা-আসানসোল-সহ রাজ্যের যে কোনও প্রান্তে আবর্জনার ছবি তুলে পাঠালেই দু'ঘণ্টায় সাফ করতে বাধ্য পুরকর্মীরা। ১৫ বছরের পুঞ্জীভূত নোংরার বিরুদ্ধে এটাই নতুন সরকারের প্রযুক্তি-অস্ত্র। তিলজলার আগুনের শিক্ষা টেনে বেআইনি গুদাম-বহুতলের বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতা' ঘোষণা। ছাড়পত্র বা অগ্নি-নিরাপত্তার কাগজ না

থাকলেই কড়া নোটিস। পুরনো শাসনে সিন্ডিকেট-তোলাবাজি ছিল নৈমিত্তিক ছবি। সরকার বদলের পর প্রথম ধাক্কাটা সেখানেই। বার্তা স্পষ্ট, শহর চলবে নিয়মে, পকেট ভরবে না দালালের। পুরসভা মানে পরিষেবা, এই বার্তা দিতেই ময়দানে অগ্নিমিত্রা।

এছাড়া মহিলাদের সুরক্ষাকে 'পাখির চোখ' করে একাধিক নতুন উদ্যোগের কথা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। পুর ও নগরোন্নয়ন এবং নারী, শিশু বিকাশ ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, চাইল্ড হেল্পলাইন ও মহিলা হেল্পলাইনকে একত্রিত করে আপাতত একটি ইন্টিগ্রেটেড হেল্পলাইন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে আলাদা মহিলা হেল্পলাইন না থাকায় চাইল্ড হেল্পলাইন নম্বরকেই অন্তর্বর্তীভাবে ব্যবহার করা হবে। ভবিষ্যতে দুটি পরিষেবাকে একত্রিত করে আরও কার্যকর ও সক্রিয় পরিষেবা চালু করা হবে। পাশাপাশি নারী ও শিশু কল্যাণ এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে পৃথক কল সেন্টারও গড়ে তোলা হবে, যাতে সাধারণ মানুষ সরাসরি নিজেদের সমস্যা জানাতে পারেন।

রবিতে উত্তমকুমার-ক্ষুদিরামে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কবি সুভাষ স্টেশনের সংস্কার ও রেক ঘোরানোর সুবিধা চালু করতে আগামী রবিবার, ১৭ মে, মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকবে, জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো। ওই দিন দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার পর্যন্ত মেট্রো চলবে স্বাভাবিক ছন্দেই। গড়িয়া ও শহিদ ক্ষুদিরামমুখী যাত্রীদের সড়কপথ ব্যবহারের অনুরোধ করেছে কর্তৃপক্ষ। মেট্রো সূত্রে খবর, ছুটির দিন দেখেই স্টেশন পুনর্বাসন ও সংস্কারের কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সপ্তাহের কাজের দিনে অফিস যাত্রীদের যাতায়াতের অন্যতম ভরসা মেট্রো। মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, ব্লু লাইনের ভবিষ্যৎ পরিষেবা আরও মসৃণ করতেই কবি সুভাষ স্টেশনে এই জরুরি কাজ। রেক ঘোরানোর ব্যবস্থা চালু হলে যাত্রী সুবিধা বাড়বে। সোমবার, ১৮ মে থেকে দক্ষিণেশ্বর-ক্ষুদিরাম পুরো পথেই ফের চলবে মেট্রো। এক দিনের এই সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। যাত্রীদের আগাম পরিকল্পনা করে বেরোনোর অনুরোধ জানানো হয়েছে।

গেরুয়া ঝড়েও অটুট খিদিরপুর-মেটিয়াবুরুজ, হিন্দিভাষী মুসলিম বলয়ই তৃণমূলের শেষ অক্সিজেন

রাজীব মুখোপাধ্যায়

বাংলায় সংখ্যালঘু ভোটব্যাংককে তৃণমূলের একচ্ছত্র আধিপত্য ভেঙেছে। ২৫ শতাংশের বেশি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ১৪৬ আসনের মধ্যে অর্ধশতাধিক গিয়েছে গেরুয়া শিবিরে। কিন্তু এই ভাঙনের ভিতরেও ব্যতিক্রম বৃহত্তর কলকাতার হিন্দিভাষী মুসলিম বলয়। খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজ, চৌরঙ্গি, বালিগঞ্জ, এন্টালি; বিপর্যয়ের মাঝেও এই আসনগুলি ধরে রেখেছে তৃণমূল। ২০১১-র জনগণনা বলছে, মেটিয়াবুরুজে সংখ্যালঘু প্রায় ৪৫ শতাংশ, কলকাতা বন্দরে ৪৩, চৌরঙ্গিতে ৪১, এন্টালিতে ৩৯, বালিগঞ্জে ৩২। এর বড় অংশই হিন্দি-উর্দুভাষী। সঙ্গে আছেন বাংলাভাষী মুসলিমও। এবারও সেখানে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হয়নি। ফল; মেটিয়াবুরুজে আব্দুল খালেক মোল্লা, বন্দরে ফিরহাদ হাকিম, চৌরঙ্গিতে নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, এন্টালিতে সন্দীপন সাহা, বালিগঞ্জে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের জয়। বন্দরে ফিরহাদ পেয়েছেন ৬৫ শতাংশের বেশি ভোট, এন্টালিতে সন্দীপনের ব্যবধান ৩৪ হাজারের উপর।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ৪০ শতাংশের বেশি সংখ্যালঘু ভোট থাকা ১৭ আসনে বিজেপি জিতেছে হিন্দু ভোটের মেরুকরণে। সংখ্যালঘু ভোট বিভাজিত হওয়ায় সেখানে পদ্ম ফুটেছে। কিন্তু খিদিরপুর থেকে বালিগঞ্জে সেই অঙ্ক খাটেনি। এখানে সংখ্যালঘু ভোটের সম্পূর্ণ একত্রীকরণ হয়েছে। কসবায় ২৫ শতাংশ সংখ্যালঘুর বড় অংশ হিন্দিভাষী। জাভেদ খান সেখানে ৪৮ শতাংশ ভোট পেয়েছেন, বিজেপি পেয়েছে ৪০ শতাংশের বেশি। সিপিএম-কংগ্রেস মিলিয়ে ৮ শতাংশ।

বেলেঘাটাতেও ২৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট। সেখানেও জয়ী জোড়াফুল। ব্যতিক্রম জোড়াসাঁকো। ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু থাকলেও হিন্দু ভোটের ঢল

এবং সংখ্যালঘু ভোটের কিছুটা বাম-কংগ্রেসে যাওয়ায় সাড়ে পাঁচ হাজারে হেরেছে তৃণমূল। দলের নেতাদের মতে, এই কাটাকাটি না হলে আসনটি থাকত। কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিজেপি জয়ী রীতেশ তিওয়ারির কথায়, হিন্দিভাষী সংখ্যালঘু ভোটের ৯৯.৯৯ শতাংশ তৃণমূল পেয়েছে। আমার কেন্দ্রেও তাই। এন্টালির সন্দীপন সাহার বক্তব্য, এখানে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হয়নি। হিন্দু সমর্থনও মিলেছে। তাই বড় ব্যবধানে জিতেছি। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, ইটাহারেও হিন্দিভাষী মুসলিম প্রভাব। করণদিঘি, হেমতাবাদে ভোট ভাগ হলেও বাকি পাঁচ আসনে সংখ্যালঘু ভোট তৃণমূলমুখী থাকায় জোড়াফুল ফুটেছে। সংখ্যালঘু ভোটে চিড় ধরলেও হিন্দি-উর্দু বলয় তৃণমূলের শেষ আশ্রয়। এই ভোটব্যাংক ভাষা, সংস্কৃতি আর নিরাপত্তার প্রশ্নে এখনও জোড়াফুলেই আস্থা রাখছে। গেরুয়া শিবিরের কাছে এটাই নতুন চ্যালেঞ্জ; খিদিরপুরের গলি থেকে মেটিয়াবুরুজের বস্তি, এই দুর্গে ফাটল ধরানো।

সম্পাদকীয়

বাসভাড়ার নামে বেসরকারি বাসমালিকদের ‘তোলাবাজি’ এবার বন্ধ হোক

নামেই বাসভাড়া। শহর থেকে জেলা। বেসরকারি বাসে উঠলেই ইচ্ছে মতো ভাড়া হাঁকছে বাস কন্ডাকটর। বেশিরভাগ যাত্রীরাই নিরবে ভাড়া দিয়ে নেমে যান। প্রতিবাদ করলেই কন্ডাকটরের রক্তচক্ষু, ক্ষ্মওটাই ভাড়া, দিন, না হলে নেমে যান।ক্ষ্ম ফেয়ার চার্ট কই? দেখাতে পারবে না। অথচ মোটর ভেহিকেলসের নিয়ম বলে নির্ধারিত প্রতিটি বাসে সরকার অনুমোদিত ফেয়ার চার্ট থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু সে সবের পাট এই রাজ্য থেকে কবেই উঠে গিয়েছে। ভাড়ার নামে চলছে এক শ্রেণির বেসরকারি বাসমালিকদের ক্ষ্মতোলাবাজিক্ষ্ম। সৌজন্যে পূর্বতন সরকার। তাঁরাই এই ব্যবস্থা চালু করেছিল এই রাজ্যে। করোনাকালের পর বাস পরিষেবা চালু হওয়ার পর থেকেই বুক ফুলিয়ে উচ্ছে মতো ভাড়া নেওয়ার সংস্কৃতি চালু হয় এই রাজ্যে। কারণ, রাজ্য সরকার করোনার দোহাই দিয়ে বন্ধ চালু করতে দেয়নি লোকাল ট্রেন পরিষেবা। অগত্যা বেকায়দায় পড়া মানুষ এই জুলুমবাজি নীরবে সহ্য করে নিয়েছিল। কালক্রমে সেটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেল। সরকারও নিজের জেদে অনড় রইল, ক্ষ্ম বাস ভাড়া বাড়ানো হবে নাক্ষ্ম। ব্যস বেসরকারি মালিকরা ষোলো আনা সেই মওকার সুযোগ নিয়ে নিজেদের মতো ফেয়ার চার্ট বানিয়ে নিল। আর সব জেনেও চোখ বন্ধ করে নিল প্রশাসন। যে ব্যবস্থা এখনও বুক ফুলিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। মেটামুটি একই ছবি অটো, টোটোর ক্ষেত্রেও। সত্যি কথা, পরিবহণনের হালচাল দেখলে মনে হয় না রাজ্যে কোনও সরকার ছিল, আইনের শাসন ছিল। এখন এই অবস্থার যাঁতাকলে পেষাই হচ্ছে আম জনতা। একদিকে দেদার ইচ্ছে মতো ভাড়া বেসরকারি বাসে, উল্টোদিকে দিনের পর দিন রাস্তায় কম, ডিপোতে বেশি সরকারি বাস। কমছে নন এসি বাস। তার জায়গা নিচ্ছে ঝকঝকে এসি বাস। ভাড়া প্রায় তিনগুণ। গরিব মানুষ কোথায় যাবে? বাধ্য ১০ টাকার রাস্তা যেতে ৩০ টাকা গুণছে! আর মা, মাটি, মানুষের সরকার ক্ষ্মগরিবের স্বার্থে ভাড়া বাড়ানো হবে নাক্ষ্ম, পণ করে গরিবদের লোটার লাইসেন্স পাইয়ে দিলেন বাসমালিকদের। রাজ্যে পালাবদলের পর এর সুরাহার দিকে তাকিয়ে মানুষ।

শব্দছক ১৬০

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. কীর্তি ৩. লক্ষ্মীদেবী ৫. কঙ্কণ ৬. গরুর দুধ থেকে প্রস্তুত ঘি ৯. দশের দশগুণ ১০. ভিন্নতাহীন ১১. বেদনাক্লিষ্ট ১৩. পৃথিবী ১৪. পৃথিবীপৃষ্ঠের রেখাচিত্রণ ১৮. ঘন ১৯. পাষাণ ২০. সংবাদ

ওপর-নিচ: ১. আগুন ২. বিনামূল্যে বিতরণ ২. রম্ভা ৪. আগ্নেয়গিরি নিসৃত গলিত তরল ৫. রক্তজনিত ব্যামো ৬. মৃত ৭. ঘৃণা করা হয়েছে থাকে ৮. রুচি অনুযায়ী ইচ্ছা ৯. ধ্বনি ১১. জেলখানা ১২. লক্ষ্মীদেবী ১৫. দৃষ্টি ১৬. তিনের সমষ্ঠি ১৭. কম্পনকরা

সমাধান ১৫৯ — পাশাপাশি: ১. লিপস্তের ৩. বাস ৫. কপি ৬. মানা ৮. অতি ১০. নাপিত ১২. পরপর ১৪. রঙ্গ ১৫. তরি ১৬. লকলকে ১৮. বেনচি ১৯. রিম ২০. তট ২২. ভাব ২৩. নটি ২৪ কর্মকার

ওপর-নিচ: ১. লিপি ২. রমা ৪. সতত ৫. কলাপ ৭. নানারকম ৮. অপরিচিত ৯. তির ১১. পিঙ্গল ১৩. রতন ১৬. লরি ১৭. কেশব ১৮. বেতন ২১. টক ২২. ভার

আজকের দিন

■ ১৯৪৩ — নাৎসি বাহিনী কর্তৃক ওয়ারশ ঘেটো বিদ্রোহ দমন হয়।
■ ১৯৪৮ — ইসরায়েলের স্বাধীনতা ঘোষণার পর আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হয়।
■ ১৯৭০ — বিটলসের সর্বশেষ এলপি, লেট ইট বি, প্রকাশিত হয়েছিল।

জন্মদিন

১৮১৭ *বিশিষ্ট দার্শনিক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।*
১৯০৭ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শুকদেব থাপারের জন্মদিন।*
১৯৬৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিতের জন্মদিন।*

মাধুরী দীক্ষিত

‘দে তোরা আমায় নূতন ক’রে দে...’

শান্তনু রায়

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের গৌরবময় ইতিহাসের কথা সকলেই অল্পবিস্তর অবগত; একই পরিবারের অনেকগুলি কীর্তিমান মানুষের বড়ই দূর্লভ সে সমাবেশে সমৃদ্ধ হয়েছে বঙ্গভূমি বিভিন্নভাবে ।সে অর্থে ঠাকুর পরিবার সত্যই অনন্যসাধারন। বস্তুত বাংলার সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক নবজাগরনে ঠাকুরবাড়ির যে এক মুখ্য ভূমিকা ছিল তা আজ সর্বজনবিদিত। তার মধ্যেও বাঙ্গালির হৃদয় মননকে রাঙিয়ে রবিঠাকুর অনন্য সাধারন- তাঁরই উজ্জ্বল উত্তরাধিকারে বিশ্বের অঙ্গনে বাঙালি সগৌরব আত্মপরিচিতির অধিকারী।

১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হলে তা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িকেও প্রভাবিত করেছিল গভীরভাবে। স্বদেশী মেলায় ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের সক্রিয় ও সোৎসাহে অংশগ্রহণ ইতিহাসের এক অধ্যায়। রবীন্দ্রনা্থও সমর্থন করেছিলেন এই আন্দোলনকে. অন্তত একটা পর্যায়ে ।তবে তার আগেও কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে আমন্ত্রিত হতেন রবীন্দ্রনাথ সহ ঠাকুর বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা-যোগদানও করতেন।

প্রসঙ্গত ১৮৯৬এ কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কোলকাতায় ।সে সময় ব্রিটিশ সরকার ময়দানের দিকে কোথাও রাজনৈতিক সমাবেশ করতে দিত না ।সেজন্য স্থির হয়েছিল বিডন স্কোয়ারে কংগ্রেস অধিবেশন হবে ।সেইমতো সেখানেই প্যাণ্ডাল হলো যেখান থেকে আবার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি খুব কাছে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘পিতৃস্মৃতি’তে লিখছেন-‘ আমাদের বাড়িতেও তাই কংগ্রেসের আয়োজন নিয়ে বেশ হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল্, বাবার উপর ভার পড়ল গানের ব্যবস্থা করবার ।রিহার্সেল চলতে লাগল’। রবীন্দ্রনাথ তখন ৩৫,তিনি এ উপলক্ষে সুর দিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম’ এ এবং অধিবেশনের আরম্ভে একা গানটি গাইলেন-সঙ্গে অর্গান বাজিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন ভাগ্নী, স্বর্নকুমারী দেবী ওবিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা জানকীনাথ ঘোষালের সুযোগ্যা কন্যা সরলা দেবী ।তখন মাইকের ব্যবহার ছিল না, কিন্তু রথীন্দ্রনাথের বিবরন অনুসারে-‘বাবার গলা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই প্যাণ্ডেলের বিপুল জনতার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল। পরের বছর ১৮৯৭এ বঙ্গীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন হয় রাজশাহীর নাটোরে। নিমন্ত্রন কর্তা ছিলেন নাটোরের মহারাজা আমন্ত্রনে নাটোরে উপস্থিত হয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ির পুরুষেরা সবাই-রবীন্দ্রনাথও। তবে তাঁর দাবি ছিল সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে হবে বাংলায়।

রবীন্দ্রনাথ নিজে এ সম্পর্কে বলেছেন- রাজশাহী সম্মিলনীতে নাটোরের পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে সভায় বাংলা ভাষা প্রবর্তন করাবার প্রথম চেষ্টা যখন করি ,তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি সমসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রুপ করেছিলেন, ...পর বৎসরে রুগ্ন শরীরে ঢাকা কনফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল ।আমার এই সৃষ্টিছাড়া উৎসাহ উপলক্ষ্যে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে ইংরেজি ভাষায় আমার দখল নেই বলেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদযোগ করেছি।...বাঙ্গালির ছেলের পক্ষে যে গালি সবচেয়ে লজ্জার সেইটেই সেদিন আমার প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ইংরেজি আমি জানি নে।

রথীন্দ্রনাথের কথায় ,স্বদেশপ্রেম আমাদের সকলের মজ্জাগত ছিল। তখনকার দিনে ভারতীয় আই সি এস’রা উগ্র রকমের সাহেব বনে যেতেন। মেজ জ্যাঠামশায় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রনী ছিলেন তবু তাঁর মধ্যে সাহেবিয়ানা মোটেই ছিলনা ।তিনিই প্রথম ভারতের জাতীয়সঙ্গীত লেখেন-‘মিলে সবে ভারতসন্তান’। বাংলায় যখন স্বদেশী আন্দোলন শুরুহল তখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তার সাড়া পড়তে বাধা পায়নি ,সকলেই এই আন্দোলনে পুরোমাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন ।স্বদেশী আন্দোলন যদি কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন হত তাহলে জ্যাঠামশায়রা বা বাবা এত উৎসাহ পেতেন কিনা সন্দেহ আছে’।

স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ শান্তিনিকেতনেও এসে পৌছেঁছিল। রথীন্দ্রনাথের বিবরনে পাওয়া যায় যে দিনেন্দ্রনাথ ও অজিত চক্রবর্তী কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্র নিয়ে প্রত্যহ ভোরবেলায় গ্রামে চলে যেতেন উষা কীর্তন করতে। রবীন্দ্রনাথ-রচিত সেসময়ের স্বদেশিগানগুলি দেশময় ছড়িয়ে যাবার আগেই দিনেন্দ্রনাথ ও অজিত চক্রবর্তী তাঁর কাছ থেকে সেগুলি শিখে নিয়ে শান্ত্নিকেতনের চারদিকের গ্রামে পরিবেশন করে আসতেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হলে রবীন্দ্রনাথও সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন এর সাথে। গিরিডিতে থাকাকালীন তিনি ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’এবং আরও কিছু সঙ্গীত রচনা করেছিলেন যেগুলি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সাধারণ মানুষের মুখেও ভাষা যুগিয়ে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৭ই সেপ্টেম্বর সাবিত্রী লাইব্রেরিতে এক সভায় সভাপতির ভাষণে তিনি ১৬ই অক্টোবর ‘অরন্ধন’ পালন করে উপোষের মাধ্যমে প্রতিবাদ করার এবং বাঙালি জাতির ঐক্যের প্রকাশ হিসেবে রাখীবন্ধন উৎসবের আহ্বান করেন।

কিন্তু এই স্বদেশী আন্দোলনে বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন পায় নি বললে কম বলা হয়,তিনি এর তীব্র বিরোধী ছিলেন।

রথীন্দ্রনাথের ভাষ্যে- বাংলার অগ্নিযুগে ব্াবা যেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের একবারে সামনের সারিতে এসে দাঁড়ালেন। গদ্যে কবিতায় বক্তৃতায় কার্জনের ভেদনীতির তীব্র বিরোধিতা করে ছিলেন। বাংলাদেশে তিনি রাখিবন্ধন উৎসবকে এক নুতন তাৎপর্য দিলেন’। কিন্তু এরপর স্বদেশি আন্দোলন যখন সন্ত্রাসবাদের চোরাগলির দিকে পা বাড়াল বাবা বুঝলেন তার পথ স্বতন্ত্র। স্বদেশি আন্দোলনর সময় থেকে শুরুকরে একেবারে অসহযোগের যুগ অবধি বাবাকে দেখেছি তিনি বারবার দেশ গড়বার উপর জোর দিয়েছেন ভাঙবার দিকে নয়’। যদিও ‘স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ’ গ্রন্থের রচয়িতা হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় এর মতে- বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সত্যকার রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু হবার পূর্বে ‘বয়কট’ নীতি বাংলাদেশে প্রায় সার্বজনিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু সংগ্রাম আরম্ভ হলে কোনও কোনও ব্যক্তি ‘বয়কট’ এর ভয়াবহ শক্তি লক্ষ্য করে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান এবং এই বলে অভিযোগ করেন যে,এজাতীয় স্বদেশনিষ্ঠা বিশ্বপ্রেমের বিরোধী, অতএব নিন্দনীয়। ১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথও এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধি ছিলেন ।তখন তিনি ‘বয়কট’কে আর সমর্থন করতে পারলেন না এইবলেযে,এর সর্বাঙ্গে জড়ানো রয়েছে বিজাতীয় বিদ্বেষ ,যা মানবধর্মের বিরোধী’।

রবীন্দ্রনাথের এমন প্রতীতির প্রকাশই হয়ত পেয়েছে ১৯১৬ য় প্রকাশিত ‘ঘরে বাইরে’এবং অনেক পরে ১৯৩৪ এ প্রকাশিত ‘চার অধ্যায়ে’।

আসলে রবীন্দ্রনাথসর্বদা দেশের মানুষের আত্মশক্তি ও আত্মনির্ভর স্বায়ত্বশাসনের উপর গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন ।কারণ তাঁর অনুভবে ইউরোপ তথা পাশ্চাত্যে রাষ্ট্র হলো জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি কিন্তু ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের প্রধান আধার হলো সমাজ । তাঁর কল্পনার বা ইঙ্গিত ভারতবর্ষের যে রূপ তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় ১৯০৯ এর অক্টোবরে অজিত কুমার চক্রবর্তীকে লেখা পত্রে- বর্তমান ভারতবর্ষে যাদের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিকুলতা আছে এ রাখি তাদের কাছ থেকেও নিরস্ত হবে না ।তারা যদি প্রত্যাখান করে আমরা প্রত্যাখান করব না-আমরা বারম্বার সহস্রবার সকলকেই প্রীতির বন্ধনে ঐক্যে বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করব-এইটেই আমাদের একটা দায়। অন্যদেশের পোলিটিকাল ইতিহাস থেকে এ সম্বন্ধে আমি কোন শিক্ষা নিতে প্রস্তুত নই-আমাদের ইতিহাস স্বতন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথের সর্ববৃহৎ ও জটিল উপন্যাস ১৯১০ এ প্রকাশিত ‘গোরা’। অনেকে উপন্যাসের গোরার সঙ্গে একদা রবীন্দ্রসুহৃদ ব্রহ্মবান্ধব উপা ধ্যায় এবং সুচরিত্র সাথে নিবেদিতার চরিত্রের কিছু সাজুয্য খুজে পান ।প্রসঙ্গত নিবেদিতার চাওয়াতেই যে উপন্যাসের বিয়োগান্ত সমাপ্তি করতে পারেননি এবং উপন্যাস সমাপ্ত করার পরও সেকারণে পরিবর্তন করতে হয়েছিল সেকথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বনফুল বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সাথে কথপোখনে এবং উইলিয়াম পিয়ারসনকে এক পত্রে এভাবে-She was quite angry at the idea of Gora being rejected even by his disciple Sucharita owing to his foreign origin. উপন্যাসের চরিত্র বিনয় যেন রবীন্দ্রনাথের প্রচ্ছন্ন সত্তা ।বিনয় হয়ত সে কারণেই বলে-আমরা দেশকে বলি মাতৃভূমি কিন্তু দেশের সেই নারীমূর্তির মহিমা দেশের স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি প্রত্যক্ষ না করি ,তাহলে কখনোই দেশের উপলব্ধি আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না’। ঠিক তেমনই রবীন্দ্রআলোকে ও ভাবদর্শে সৃজিত আনন্দময়ীই যেন ভারতমাতার প্রকৃত রূপ-জাত ধর্ম বর্ণের ভেদাভেদের উর্ধে এক মমতাময়ী যাঁর স্নেহের আঁচলতলে সকলের নির্ভয় নির্ভার স্থান।

বিষয় দৃষ্টিভঙ্গী ও আখ্যান নিয়ে ‘ঘরে বাইরে’ কিংবা ‘চার অধ্যায়’-এ রাজনৈতিক উপন্যাসদ্বয়ের মত ‘গোরা’ বাঙ্গালীর মনীষার বিতর্কের উপজীব্য না হয়েও আজও প্রাসঙ্গিক বাঙ্গালী মননে, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনার দ্যোতনা হিসেবে। সক্রিয় রাজনীতির অঙ্গনে বিচরনে তাঁর আগ্রহ না থাকলেও দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । তাঁর বিশ্বভাবনাও স্বদেশভাবনা ব্যতিরেকে নয়; যখনই ডাক এসেছে তাঁর প্রতিবাদী সত্তা, অন্তরের অপরিসীম মমত্ব তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ অবস্থায়ও মানুষের পাশে ,ন্যায়ের পাশে এককভাবে হলেও, দাঁড়াতে শক্তি যুগিয়েছে। যখনই কোন অন্যায় অনৈতিকতা তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে বা তাঁর অনুভবে এসেছে স্রোতের অনুকূলে ভাসতে অনাগ্রহী তিনি সমালোচিত হওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও নিজের অনুভব সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁর বক্তব্যে ও লেখনীতে।

তিনি আজও প্রাসঙ্গিক ও দিশারী বঙ্গজীবনে । তাঁর আবির্ভাব তিথি যে বঙ্গঅস্মিতার দ্যোতক তা যেন ‘নুতন করে দেখা দিল নুতন আভরণে’ শাশ্বত সনাতন ‘চিরসুন্দরের অভিবন্দনায়’ পুনর্জাগরিত এই বঙ্গভুমে একশ পয়ষট্টিতম জন্মবার্ষিকীতে।

ঘরের ছেলে বুবাই বঙ্গবাসীর হৃদয়ের শুভেন্দু

প্রদীপ মারিক

দুর্নীতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার একজন অকুতভয় মানুষের প্রয়োজন ছিল, যে সাহসী মানুষ হবেন , সমগ্র বঙ্গবাসীর নির্ভীক কন্ঠস্বর হয়ে উঠবেন। সেই কন্ঠস্বরই হয়ে উঠলেন শুভেন্দু। পাড়ার সেই হার না মানা ছেলেটাই আজ বঙ্গবাসীর হৃদয়জুড়ে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেই ছুটে গেলেন মায়ের কাছে। মায়ের আশীর্বাদ নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়বেন আপামর বঙ্গবাসীর সেবার কাজে। ১০ ই মে ছিল মাতৃদিবস। মা নিজের হাতে রান্না করলেন প্রিয় বুবাইয়ের জন্য। মেনুতে ছিল, ভাত, করলা সেদ্ধ, মোচার ঘণ্ট, সরষে ইলিশ, পোনা কালিয়া, মুরগির মাংস। শেষ পাতে ছিল টক দই। মা গায়ত্রীদেবী আগেই জানিয়েছিলেন, ইলিশ মেজো খোকা অর্থাৎ বুবাইয়ের বড় পছন্দের। তবে এদিন শেষ পাতে ছিল না মিষ্টি। কারণ, শুভেন্দুর কাঁধে এখন গোটা বাংলার দায়িত্ব। তাই সুস্থ থাকতেই হবে। খাওয়াদাওয়া সেরেই কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিলেন মায়ের বুবাই বঙ্গবাসীর হৃদয়ের শুভেন্দু।

আবেগ তাড়িত শুভেন্দুর ছেলে বেলার বন্ধুরা স্মৃতি রোমন্থন করে বলতে লাগলেন, চোখ বন্ধ করলেই মনে হয়, এই বুঝি সে দিনের ঘটনা, অথচ, ভাবলেই অবাক হই এর মধ্যেই কেটে গিয়েছে কতগুলো বছর। আমাদের ছোটবেলার খেলার সঙ্গী, আমাদের পড়শি বুবাই এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এই কথা ভাবলেই গর্বে বুক ভরে যাচ্ছে। শুভেন্দুর ছেলে বেলার আর এক বন্ধুর কথায়, বুবাই আমার চেয়ে বয়সে সামান্য ছোট, তবে একসঙ্গেই খেলতাম। আমাদের ছোটবেলায় চোর, পুলিশ খেলার খুব চল ছিল। ও বরাবর পুলিশ বা গোয়েন্দা হতো। শান্ত স্বভাবের হলেও হেরে যাওয়াটা ওর না,পসন্দ ছিল। হেরে গেলেই বলত, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত না জিতব ততক্ষণ খেলা হবে।’ বাস্তবে করতও তাই। এই জেদই ওকে রাজনীতিতে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বুবাই বন্ধুদের খাওয়াতে খুব ভালোবাসত। খেলার পরে বন্ধুদের নিয়ে হইহই করে কোথাও খেতে চলে যেত। এখনও পাড়ার লোকজন, বন্ধু,বান্ধবদের সঙ্গে আগের মতোই সম্পর্ক বজায় রেখেছে। কেউ সমস্যায় পড়লে আগেও যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ত, এখনও তার অন্যথা হয় না। সেই বুবাই মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে বলে বন্ধুরা খুব খুশি, এক বন্ধুর কথায়, শনিবার বুবাই শপথ নিল, কলকাতা যেতে পারিনি তবে টিভিতে পুরো অনুষ্ঠানটা দেখেছি। এখন বুক ফুলিয়ে বলতে পারব, আমাদের কাঁথির ছেলে, ছোটবেলার খেলার সঙ্গী এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

শুভেন্দুর বাবা শিশির অধিকারীর কথায়, ‘বাড়ির সকলে ও বন্ধুবান্ধবরা ওকে বুবাই বলেই ডাকে, তবে ও আমার কাছে আদরের বুড়ি। শুভেন্দুর বিশেষ কিছু গুণ আমাকে খুব মুগ্ধ করে। ছোট থেকেই ওর নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা মারাত্মক। একদম শান্ত স্বভাবের। কারও সাথে ঝামেলায় জড়াতে চাইত না। তবে কেউ ঝামেলার চেষ্টা করলে প্রতিরোধ করতে জানত। আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের ওঠাপড়া, মান অপমানের সাক্ষী বুড়ি। হয়তো এ সব দেখতে দেখতে ও এক জন দক্ষ নেতা হয়ে ওঠে। আমার দেখা এক জন অত্যন্ত দক্ষ সংগঠক। যেটা একবার করবে বলে ঠিক করে, সেই কাজ শেষ না করা পর্যন্ত থামে না।’

শুভেন্দু অধিকারী এ বার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কথায় কথায় গায়ত্রী দেবী বললেন, ‘ছাদে এত্ত বড় বড় পদ্মফুল ফুটেছে। তখনই বুঝেছি এ বার পদ্ম আসছেই।’ গায়ত্রী দেবী দেবীর কথায়, কলেজ থেকেই সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন শুভেন্দু। তার পর আর তাঁকে ফিরে তাঁকাতে হয়নি। কিন্তু সেই শুভেন্দুই নাকি স্কুলে পড়াকালীন মাধ্যমিক পর্যন্ত ঘর থেকেই বেরোতেন না। মুখ্যমন্ত্রীর মা বলেন, ‘তখন একটা শাবল আর বালতি নিয়ে চলে যেত বাগানে। কত কিছু আছে আমাদের বাগানে, ফুলকপি, বেগুন, লঙ্কা, শাক, টমেটো, কত গাছ।’ ছেলের গল্প করতে করতে গায়ত্রী দেবী বলে চললেন, শুভেন্দু পান্তাভাত, পস্তি ভাত খেতে বড়ই ভালোবাসেন। গরমে রাতে মাকে বলতেন, মা ভাতে জল ঢেলে দাও। তার সঙ্গে কখনও আলুভাজা। কখনও আবার মাছ ভাজা বা ডিমের অমলেট। গায়ত্রী দেবী জানান, ছোট থেকেই ঠাকুরভক্ত শুভেন্দু। যেখানেই পুজো হতো, চলে যেতেন, মিশনেও যেতেন। স্বামী বিবেকানন্দের বড় ভক্ত শুভেন্দু। গায়ত্রী দেবীর কথায়, বাড়িতে অনেক মহারাজরাও আসতেন। তাদেরকে খুব শ্রদ্ধা করতেন শুভেন্দু।

শিশির অধিকারীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ শুভেন্দুর কাছে দাবি যুবকদের কর্মসংস্থান হোক। যাঁদের চাকরি চলে গিয়েছে, তাঁদের কথা ভাবা হোক। বাংলার ছেলেমেয়ে দু’মুঠো পেট পুরে খাক, সোনার বাংলা তৈরি হোক। শুভেন্দু অধিকারী ছোট থেকেই পড়াশোনায় ভালো ছিলেন। ছোটো থেকে তার মনে জেদ ছিল খুব। শিশির অধিকারী বললেন, ‘আমাদের পরিবারে সন্ন্যাসী হওয়ার ট্র্যাডিশন রয়েছে। শনিবার রুমালে খুচরো পয়সা বেঁধে রামকৃষ্ণ মিশনে চলে যেত, ওখানে দুপুরে যা হতো তাই খেত। শুভেন্দু অধিকারী বরাবর সাধারণ জীবনযাপন পছন্দ করেন বলে জানালেন বাবা শিশির অধিকারী। তিনি বলেন, ‘শুভেন্দু সিম্পল থাকতে ভালোবাসে, শ্রী রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদকে পথেও করে শুভেন্দু জীব সেবাকেই শিব সেবা রূপে নিতে চায়। শুভেন্দুই দুর্নীতি মুক্ত একটা স্বচ্ছ প্রশাসন দিতে পারবেই এটা আমি একপ্রকার নিশ্চিত।’

দুই-তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে বঙ্গে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মোদি শুধু উপস্থিত হলেন না, তিনি স্রাষ্ঠাঙ্গে সমগ্র বঙ্গবাসীকে প্রণাম করে বুঝিয়ে দিলেন তিনি প্রতিশ্রতি রাখতেই এসেছেন, কারণ মোদি যা বলেন সেটাই করে দেখান। শুধু বঙ্গবাসী কেন সমগ্র ভারতবর্ষ তাকিয়ে ছিল এই ঐতিহাসিক ব্রিগেড ময়দানের দিকে। থাকবেই না কেন বঙ্গ কুরুক্ষেত্রে প্রকৃত ধর্ম-প্রতিষ্ঠিত হল। মনে পড়ছে সেই গত দুই বছর আগের কথা, যে দিন লক্ষ কন্ঠে গীতা পাঠ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই ব্রিগেডে। এক লক্ষের লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে প্রায় দুই-লক্ষ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অনুভূতির ত্রিবেণী সঙ্গমে উচ্চারিত হয়েছিল, শ্রীমৎ ভাগবত গীতার ধ্যান শ্লোক, ‘পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্ / ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্ / অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্ / অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্ গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ‘ ভগবদ্গীতার আর এক নাম গীতোপনিষদ। এটি বৈদিক দর্শনের সারমর্ম এবং বৈদিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপনিষদ। আজ বঙ্গবাসী দীর্ঘ্য পনেরো বছরের নারক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেল। আর সেটা সম্ভব হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির সনাতনী সংগ্রামী কর্মীদের জন্য। প্রতিটি বিজেপির বুথ কর্মীরাই ছিলেন মোদিজীর হৃৎপিন্ড। মোদি বলেছেন, কিছু কিছু দল আছে, যারা শুধুমাত্র নিজেদের দলের উন্নতি চায়। তাদের রাস্তা সহজ। তুষ্টিকরণ, ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি করলেই চলে। কিন্তু, এর ফলে দেশের উন্নতি থমকে যায় এবং সমাজে ভেদাভেদ বেড়ে যায়। অন্যদিকে, বিজেপির সংকল্প অনেক বড়। মোদি বলেছেন, ‘আমাদের অগ্রাধিকার দল নয়, আমাদের অগ্রাধিকার বাংলা তথা দেশ। এই বিকশিত বাংলা হলেই সবার উন্নতি সম্ভব হবে। আমাদের রাস্তা হল সমস্ত বঙ্গবাসীকে পরিষেবা দেওয়া।’ বঙ্গে এই প্রকৃত পরিবর্তন কিন্তু সহজে আসে নি, অনেক রক্ত-ক্ষরণে এসেছে এই সংগ্রাম। প্রায় কয়েক-শো বিজেপি কর্মী সমর্থকদের প্রাণের বিনিময়ে এসেছে এই সংগ্রাম। এত বিজেপি কর্মীর আত্মবলিদানেই বঙ্গে আজ প্রকৃত স্বাধীনত্তর নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। আজ বঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন সফল হল। ভারতের রাষ্ট্রনেতারা ইংরেজের রাজনৈতিক জুয়া খেলার সঙ্গে মেতে রাজা গোপালাচারীর পরিকল্পনাকে (ঞ্চ.ট্র.চদ্রন্দ্বন্ডস্থ) স্বীকারপূর্ব্বক ভারতবর্ষকে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান দুই ভাগ করার পরিকল্পনা এবং সমগ্র বাংলা ও পাঞ্জাবকে পাকিস্তানে ঠেলে দেবার বাবস্থ্যা করলো। কিন্ত বাংলা মায়ের বীর সন্তান শ্যামাপ্রসাদ সেই চক্রান্তের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেন। তার জন্যই এই পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত। শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন কে সফল করে ডাবল ইঞ্জিন সরকার ই সমগ্র বঙ্গবাসীকে ধর্ম-বর্ন নির্বিশেযে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার নিঃশ্বাস দিল। আমরা বঙ্গবাসীরা চেয়েছিলাম এমন একটা বাংলা যেখানে সবাই মাথা তুলে দাঁড়াবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে এই বঙ্গভূমি রূপান্তরিত হবে সোনার বাংলায়। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েই শুভেন্দু বলেছেন, ‘আমি সবার মুখ্যমন্ত্রী’। শিশির অধিকারী, মা গায়ত্রীদেবীর প্রিয় বুবাই আজ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। বাংলার আপামর মানুষ অপেক্ষা করে আছে শুভেন্দুর নেতৃত্বে উন্নয়নের বাংলা দেখতে।

চর্চাবাসর ১৪৮

বাংলা শব্দ ‘হরিহরআত্মা’ (বা হরিহরআত্মজ) সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত, যা হরি ও হরের পুত্রকে বোঝাতে তিনটি স্বতন্ত্র উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এটি প্রধানত দেবতা আয়াপ্পা (হরিহরআত্মজ)-এর উল্লেখ হিসেবে পরিচিত, যার অর্থ ‘হরি (বিষ্ণু) ও হর (শিব)-এর পুত্র’। হরি (হরি) বিষ্ণুকে বোঝায়। হার (হর) শিবকে বোঝায়। আত্মজ (Atmaja) অর্থ ‘পুত্র’ বা ‘নিজের থেকে জন্ম নেওয়া’ (আত্মন থেকে উদ্ভূত)।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সদ্যোজাত পরিবর্তন, পরবর্তীতে শিশুর মৃত্যু, চরম গাফিলতির নজির বারাসাত মেডিক্যালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: সদ্য নতুন সরকার রাজ্য শাসনের দায়িত্ব নিয়েছেন। তার মধ্যেই স্বাস্থ্য পরিষেবায় চরম উদাসীনতা ও গাফিলতির নজির মিলল বারাসাত গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটালে। সদ্যোজাত শিশু পরিবর্তন ও পরবর্তীতে তাদের মধ্যে একটি শিশু কন্যার মৃত্যু নিয়ে ব্যাপক জটিলতা তৈরি হল বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটালে। যদিও হাসপাতালের এমএসভিপি ডা. অভিজিৎ সাহা খবর পাওয়া মাত্রই তিন সদস্যের একটি দল তৈরি করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেন এই গাফিলতি? এই ঘটনার জন্য দায়ী কে তাও ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবেও বলে জানিয়েছেন ডাঃ অভিজিৎ সাহা।

তবে কি ঘটনা ঘটেছিল? এককথায় বললে বলতে হবে, অসুস্থ বাচ্চাকে অন্যত্র চিকিৎসায় পাঠানোর জন্য তার বাবা মায়ের কাছে না দিয়ে তাকে অন্য বাবা মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল বলেই জানিয়েছেন হাসপাতালের এমএসভিপি। হাসপাতালে বাচ্চা পরিবর্তন নিয়ে জটিলতা তৈরি হতেই উত্তেজনাও ছড়ায়। জানা গেছে, আমডাঙার শফিকুল শেখের সদ্যোজাত মেয়ের শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়াতে তাকে চিকিৎসকেরা কলকাতায় স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেন। সেই মত আমডাঙার শফিকুল শেখ বা তার পরিবারকে খবর না দিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দেগঙ্গার অন্য একটি পরিবারের হাতে সদ্যোজাত শিশু কন্যাটিকে তুলে দেয়। তারা কলকাতায় নিয়ে গেলে ওই সদ্যোজাত শিশুকন্যার মৃত্যু হয়। তারা মৃত শিশুটি বাড়ি নিয়ে এসে দেখতে পারে ওই সদ্যোজাত মেয়ে। তখন হাসপাতালে যোগাযোগ করলে হাসপাতাল থেকে বলা হয়, 'আপনাদের বাচ্চা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আপনারা আসুন আপনাদের শিশু পুত্রকে নিয়ে যান।' কিন্তু যে পরিবারের শিশুকন্যা চেঞ্জ হয়েছে এবং চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়ে মারা গিয়েছে তারা হাসপাতালে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। তাদের দাবি, যদি সঠিক সময় কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হতো তাহলে হয়তো শিশুকন্যাটি মারা যেত না। এই বিশাল গাফিলতিতে এরকম ঘটনা ঘটলো পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করছেন তারা।

বুদবুদে গ্রেপ্তার পঞ্চায়েতের উপপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: এক তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করল বুদবুদ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রুদ্র প্রসাদ কুণ্ডু ওরফে মনা কুণ্ডু। এই মনা হলেন বুদবুদ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান। তৃণমূলের আমলে ইনি বুদবুদের ত্রাস ছিলেন। বুদবুদ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান মনাকে গভীর রাতে বুদবুদ থানার পুলিশ তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। এই মনা বুদবুদ এলাকা জুড়ে কার্যত সন্ত্রাস চালাতো বলে অভিযোগ। তাঁর দাপটে বিরোধীদের কোনও কর্মসূচি করারও সুযোগ ছিল না। শুধু বিরোধী দলের কর্মীরা নয় সাধারণ মানুষও তার অত্যাচারের শিকার ছিল বলে অভিযোগ। তাকে তোলা না দিয়ে কোনও রকম কাজ করা যেত না। যে দিতে রাজি না হত তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলাও ফাঁসিয়ে তাকে জেল খাটানো হতো। তার ভয়ে বহু বিজেপি কর্মী দীর্ঘ দিন ধরে বাড়ি ছাড়া ছিল। ভোটের পরে তারা বাড়ি ফেরে। কিছুমাস আগে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা কর্মীরাও তার অত্যাচারে অত্যাচারিত হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসে। রাজ্যে পালাবদলের পর পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়, ভয়ে তিনি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। রাজ্যে পালা বদলের পরেই ওত পেতে ছিল বুদবুদ থানায় পুলিশ। বাড়ি ফিরতেই গভীর রাতে তার বাড়িতে পুলিশ হানা দেয়। বাড়ি থেকে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বুদবুদ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। একাধিক মামলা ছিল তার বিরুদ্ধে। তাঁর গ্রেফতারি খবর ছড়িয়ে পড়তেই বুদবুদ জুড়ে খুশির হাওয়া। এই বিষয়ে বর্ধমান সদরের বিজেপি নেতা রমন শর্মা জানান, 'বিজেপি সরকার গঠন হতেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা শুরু হয়েছে। তাই যাদের বিরুদ্ধে থানায় নানান অভিযোগ আছে, আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কাজ শুরু করেছে পুলিশ।'

বিজেপির উদ্যোগে ঘরে ফিরলেন তৃণমূলের বুথ সহ-সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: খবরের জেরে বড়সড় প্রভাব পড়লো জামালপুরে। খবরের জেরে অবশেষে ঘরে ফিরলেন জামালপুরের ঘরছাড়া তৃণমূল নেতা নাসির মোল্লা। ভোট গণনার দিন থেকে এলাকা ছাড়া ছিলেন বেড়ুগ্রাম অঞ্চলের ১০ নং বুথের এই তৃণমূল সহ-সভাপতি। তাঁর ঘরছাড়া হওয়ার খবর প্রকাশিত হতেই উদ্যোগী হয় বিজেপি নেতৃত্ব। খোদ বিজেপি জেলা সম্পাদকের উপস্থিতিতে এদিন ঘরে ফেরেন তিনি।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। প্রায় দীর্ঘ সময় পর নিজের চেনা উঠোনে পা রাখলেন জামালপুর ব্লকের বেড়ুগ্রাম অঞ্চলের তৃণমূলের বুথ সহ-সভাপতি নাসির মোল্লা। সৌজন্যের রাজনীতি নাকি খবরের চাপ? কারণ যাই হোক না কেন, ঘরছাড়া এই তৃণমূল নেতাকে ঘরে ফেরাতে এগিয়ে এলেন খোদ বিজেপি কর্মীরাই। ভোট গণনার সেই উত্তপ্ত দিন থেকেই ঘরছাড়া ছিলেন নাসিরবাবু। বারংবার আবেদন জানিয়েছিলেন বাড়ি ফেরার জন্য। তাঁর এই ঘরছাড়া হওয়ার খবর তুলে ধরা হয়েছিল। খবর প্রকাশিত হওয়ার পর আর দেরি করেনি বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন বিজেপির কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সৌমেন হাজরা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে দেন। সাথে ছিলেন স্থানীয় মন্ডল সভাপতিও। নাসিরবাবু জানিয়েছেন, যারা তাকে ভয় দেখাচ্ছিল, হুমকি দিচ্ছিল। তারা কেউ বিজেপি কর্মী না। কিন্তু তারা নিজেদেরকে বিজেপি কর্মী বলে হুমকি দিচ্ছিল। সেই ভয়েই তিনি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরেই যারা এলাকায় বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত তারই তার সাথে যোগাযোগ করে তাকে বাড়ি ফিরতে বলেন। সেই মত তিনি বাড়ি ফেরেন। বিজেপি নেতা সৌমেন হাজরা জানিয়েছেন, তারা খবর পেতেই যোগাযোগ করে ঘরছাড়া তৃণমূল নেতাকে বাড়ি ফেরান। আগামী দিনে কোনো সমস্যা হলে তারা ওই তৃণমূল কর্মীর পাশে থাকবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

রাজ্যের সেরা দশে বীরভূমের ৩ কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: ফল প্রকাশ হল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার। রাজ্যের মেধা তালিকায় প্রথম দশে বীরভূমের তিন ছাত্র। ৪৯৪ পেয়ে রাজ্যে যৌথভাবে তৃতীয় সিউড়ি চন্দ্রগতি হাই স্কুলের ছাত্র সুভায়ন মণ্ডল। সারাদিন স্কুল এবং টিউশন পড়ার পাশাপাশি দৈনিক গড়ে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা করে পড়াশোনা চালিয়ে গেছে পরবর্তীতে তার ইচ্ছা চিকিৎসক হওয়ার। সিউড়ি পাবলিক এন্ড চন্দ্রগতী মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাই স্কুলের আরেক ছাত্র তাঁতিপাড়ার তপব্রত দাস ৪৮৯ পেয়ে রাজ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকা এবং লেখালেখি করা তাঁর শখ। ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার কিংবা রিসার্চ করার ইচ্ছে আছে তপব্রতর। ইলামবাজারের নিউ ইন্টিগ্রেটেড গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে রাজ্যে অষ্টম স্থানে পুষ্পিতা বাসুরি, তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯। রাজ্যের প্রথম দশে স্কুলের দুই কৃতি ছাত্র এমন ভালো ফলাফলের পিছনের রসায়ন জানালেন সিউড়ি পাবলিক এন্ড চন্দ্রগতী মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুমন্ত রাহা। তিনি বলেন, 'শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি এবং অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দলগতভাবে এই সাফল্য। টিম চন্দ্রগতি স্কুল এই ধারা বজায় রাখার জন্য গত কয়েক বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছে।' শুধু তাই নয় দুর্নীতি মুক্ত শিক্ষাঙ্গন করতে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলে জানিয়েছেন।

তৃতীয় স্থান অধিকার সৌম্যর

নিজস্ব প্রতিদেন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান শহরের তেলমারুইপাড়া এলাকার ছেলে সৌম্য রায়। এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৯৪ নম্বর পেয়ে রাজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। এই সাফল্যে খুশির জোয়ার নামে বৃহস্পতিবার গোটা পরিবার থেকে শুরু করে এলাকাজুড়ে। সৌম্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে পড়াশোনা করত। বাবা শ্যামল রায় একজন পোস্ট অফিসের এজেন্ট এবং মা পার্বতী রায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের স্টাফ। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের এই ছেলের অসাধারণ সাফল্যে গর্বিত সবাই। ফল প্রকাশের পর আবেগঘন কণ্ঠে সৌম্য জানায়, 'এত ভালো ফল হবে, এমনকি র‍্যাঙ্ক করব, সেটা ভাবিনি। নিজের মতো করে পরীক্ষা দিয়েছিলাম। ফল নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবিনি।' ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছার কথাও জানায় সে। আগামী রবিবার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অ্যাডভান্স পরীক্ষাতেও বসবে সৌম্য। উল্লেখ্য, মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও সে ৬৬৩ নম্বর পেয়েছিল। ছেলের সাফল্যে বাবা শ্যামল রায় বলেন, 'সকাল থেকেই ভীষণ চাপের মধ্যে ছিলাম। বাইরে বেরোলেই সবাই ছেলের রেজাল্ট জানতে চাইছিল। কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু ফল প্রকাশের পর এখন মনে হচ্ছে বুক ফুলিয়ে বাইরে বেরোতে পারব। আমরা অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত।' মা পার্বতী রায়ও ছেলের কৃতিত্বে আপ্লুত। তিনি বলেন, 'এই আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমাদের একটাই স্বপ্ন ছিল, আমাদের ছেলে যেন মানুষের মতো মানুষ হতে পারে।' সৌম্যর এই সাফল্য শুধু পরিবারের নয়, বর্ধমানেরও গর্ব হয়ে উঠেছে।

উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যের দ্বিতীয় জিষ্ণু কুণ্ডু। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছাত্র। প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৫। বাড়ি ঘাটালের কুশপাতা এলাকায়।

আহমেদ সুহান ৪৮৯ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। সুহান হুগলির বলাগরের নাটাগড় হাই স্কুলের ছাত্র।

অনুরাগ গাঙ্গুলি উচ্চমাধ্যমিকে ষষ্ঠ স্থান পেয়েছে। শ্রীরামপুরের মাহেশ রামকৃষ্ণ আশ্রমের পড়ুয়া। তার মোট নম্বর ৪৯১।

মেঘা মজুমদার উচ্চমাধ্যমিকে পঞ্চম। শ্রীরামপুরের রমেশচন্দ্র গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯২।

উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে তৃতীয় স্থানে দেবপ্রিয় মাজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। সেই প্রবাদকে পাথেয় করেই উচ্চমাধ্যমিকে সায়েন্সের ছাত্র তথা পুরুলিয়ার পাড়া ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকার আনাড়ার চাপুড়ির ফুসরাবাইদ গ্রামের বাসিন্দা দেবপ্রিয় মাজি রেজাল্ট বেড়তেই পুজো দিতে পৌঁছয় মৌতড়ের মা বড়কালীর মন্দিরে। সদ্য প্রকাশিত এবারের উচ্চ মাধ্যমিকে দেবপ্রিয় মাজি ৪৯৪ নম্বর পেয়ে রাজ্যে তৃতীয় স্থান দখল করেছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে তার মাকে নিয়ে পুজো দিলেন মন্দিরে।

প্রতিকূলতা কোনও বাধাই হতে পারে না, প্রমাণ করল বর্ধমানের গর্ব গৌতমী দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: প্রকাশিত হয়েছে এদিন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৬ এর ফলাফল। প্রতিকূলতা থাকার সত্ত্বেও নীলপুরের বাসিন্দা গীতা দাসের মেয়ে গৌতমী দাস ৯৩ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে। গৌতমী একাধারে যেমন যোগাসনে জেলা রাজ্য জাতীয় স্তরে স্বর্ণপদক নিয়েছে পাশাপাশি অস্মিতা খেলো ইন্ডিয়া এবং খেলো ইন্ডিয়াতে অংশগ্রহণ করেছে সাফল্যের সাথে।

আবর সেই রকমই এবারে গৌতমী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৩ শতাংশ এর বেশি নম্বর পেয়ে সাফল্য লাভ করেছে বর্ধমান মিউনিসিপাল গার্লস হাই স্কুল থেকে। গৌতমীর এই ফলাফলের খুশি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা-সহ সকলেই। গৌতমীর ইচ্ছে, আগামী দিনে প্রতিযোগিতামূলক পড়াশোনা জন্য তৈরি হবে, যাতে আগামী দিনে ভালো জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিয়ে গৌতমী তার পড়াশোনা এবং যোগাসন চালিয়ে নিয়ে গেছে। তার পাশে সর্বত্রভাবে তার মা গীতা দাস থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে মেয়েকে আগামী জীবনের তৈরির জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছে। ইচ্ছে থাকলে প্রতিকূলতা কোনও বাধা হতে পারে না এমনটাই প্রমাণ করে দিল বর্ধমানের মেয়ে গৌতমী দাস।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
ফর্ম ইউআরসি-২

একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন
[কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৪(১) অনুসারে]

১. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপধারা (২)-এর অনুসরণে, [illegible] আবেদন করা হয়েছে যে [illegible] লজিস্টিক পার্ক এলএলপি (এলএলপিআইএন: [illegible]১১)-কে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম ভাগের অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমিত কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত করা হোক।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য হল গুদামজাতকরণ, লজিস্টিকস, পরিবহন এবং মাল পরিবহণ পরিষেবা প্রদান করা।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন এবং আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনের একটি অনুলিপি [illegible], হেমন্ত বসু সরণি, [illegible] নং ৩০৬, কলকাতা ৭০০০০১ ঠিকানায় অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, এই আবেদনের বিষয়ে কোনো ব্যক্তির আপত্তি থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ (২১) দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, নিউ টাউন, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৩৫ ঠিকানায় লিখিতভাবে তাঁর আপত্তি জানাতে পারবেন এবং এর একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসেও পাঠাতে পারবেন।

তারিখ ১৫ মে, ২০২৬

আবেদনকারীর নাম(সমূহ)
স্বা/-
১. সুশীল কুমার আগরওয়াল
২. বন্দনা আগরওয়াল

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার: L27100WB2010PLC144405
রেজিস্টার্ড অফিস: বিকানীর বিল্ডিং, ৮/১ লালবাজার স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১
ই-মেল: info@malcoindia.co.in; ওয়েবসাইট: www.manaksiaaluminium.com
ফোন: +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪

ভৌত শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় দাখিলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া তার ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 ("সার্কুলার") এর মাধ্যমে "ভৌত সিকিউরিটিজ হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ সুযোগ" এর ব্যবস্থা করেছে। তদনুসারে, ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর পূর্বে বিক্রি/ক্রয়কৃত সমস্ত ভৌত শেয়ার, যার মধ্যে সেই সমস্ত শেয়ারও অন্তর্ভুক্ত যা ভৌত হস্তান্তর পদ্ধতি বন্ধ হওয়ার পূর্বে, অর্থাৎ ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে, হস্তান্তরের জন্য কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে দাখিল করা হয়েছিল এবং নথিপত্রের ঘাটতির কারণে কোম্পানি/আরটিএ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত/ফেরত দেওয়া হয়েছিল, সেগুলিকে নির্ধারিত শেষ তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথি সহ পুনরায় দাখিল করতে হবে। এই ধরনের হস্তান্তর দলিল, অর্থাৎ ৩১ মার্চ, ২০২১ তারিখের পুনঃদাখিলের ক্ষেত্রে, ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের একটি বিশেষ সময়সীমার মধ্যে কোম্পানি/আরটিএ-এর কাছে তা দাখিল/পুনঃদাখিল করার সুযোগ দেওয়া হবে। তবে, সকল ক্ষেত্রে, দাবিদারদের কাছে অবশ্যই মূল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং উক্ত শেয়ারগুলি কোনো কারণে ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি-তে হস্তান্তর করা হয়ে থাকলে চলবে না। অধিকন্তু, একবার হস্তান্তরিত সিকিউরিটিগুলি বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে হস্তান্তরগ্রহীতার অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন-এর অধীনে থাকবে এবং উক্ত লক-ইন সময়কালে এই ধরনের সিকিউরিটিগুলি হস্তান্তর / লিয়েন-মার্ক / বন্ধক রাখা যাবে না।

আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনি কোম্পানির কোম্পানি সেক্রেটারি অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট, অর্থাৎ মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা- ৭০০০০১ (পশ্চিমবঙ্গ), টেলিফোন নং (০৩৩-২২৪৮ ২২৪৮), ই-মেইল আইডি mdpldc@yahoo.com-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

এই সার্কুলারের একটি অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiaaluminium.com-এও পাওয়া যাবে।

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
অভিষেক চক্রবর্তী
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
এম নং- এ৬০১৩৪

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৫.০৫.২০২৬

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস্ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27100WB2010PLC144409
রেজিস্টার্ড অফিস : বিকানীর বিল্ডিং, ৮/১ লালবাজার স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০০১
ই-মেল: info@mcmil.in ওয়েবসাইট: www.manaksiacoatedmetals.com
ফোন নং: +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩/৫০৫৪

ভৌত শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় দাখিলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 ("সার্কুলার") এর মাধ্যমে "ভৌত সিকিউরিটিজ হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ সুযোগ" এর ব্যবস্থা করেছে এবং তদনুসারে, ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর পূর্বে বিক্রি/ক্রয় করা সমস্ত ভৌত শেয়ার, যার মধ্যে সেই সমস্ত শেয়ারও অন্তর্ভুক্ত যা ভৌত হস্তান্তর পদ্ধতি বন্ধ হওয়ার পূর্বে, অর্থাৎ ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে, হস্তান্তরের জন্য কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে দাখিল করা হয়েছিল এবং নথিপত্রের ঘাটতির কারণে কোম্পানি/আরটিএ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত/ফেরত দেওয়া হয়েছিল, সেগুলিকে নির্ধারিত শেষ তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথি সহ পুনরায় দাখিল করতে হবে। এইরূপ হস্তান্তর দলিল পুনঃদাখিলের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ৩১ মার্চ, ২০২১ তারিখের দলিল দাখিলের ক্ষেত্রে, ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের একটি বিশেষ সময়সীমার মধ্যে কোম্পানি/আরটিএ-এর কাছে তা দাখিল/পুনঃদাখিল করার সুযোগ প্রদান করা হবে। তবে, সকল ক্ষেত্রে, দাবিদারদের কাছে অবশ্যই মূল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং উক্ত শেয়ারগুলি কোনো কারণে ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটির কাছে হস্তান্তর করা যাবে না। অধিকন্তু, একবার হস্তান্তরিত সিকিউরিটিগুলি বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে হস্তান্তরগ্রহীতার অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন এর অধীনে থাকবে। উক্ত লক-ইন সময়কালে এই ধরনের সিকিউরিটিগুলি হস্তান্তর/লিয়েন-মার্ক/বন্ধক রাখা যাবে না।

আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনি কোম্পানির কোম্পানি সেক্রেটারি অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, অর্থাৎ, মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা- ৭০০০০১ (পশ্চিমবঙ্গ), টেলিফোন নং (০৩৩-২২৪৮ ২২৪৮) ই-মেইল আইডি mdpldc@yahoo.com।

এই সার্কুলারের একটি অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiacoatedmetals.com-এও পাওয়া যাবে।

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
শ্রুতি আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
এম নং- এফ১২১২৪

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৫.০৫.২০২৬

দি সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাংক লি.
শাখার ঠিকানা : আল আমিন ভবন, পারবিরহাটা শ্রীপল্লী, বর্ধমান ৭১৩১০৩
শাখার ই-মেইল আইডি : br0774@sib.bank.in

সমপরিমাণ স্বর্ণ নিলামের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ একাধিকবার সতর্ক করা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ে জামিনদত্ত দায়বদ্ধ/মুদ্রা এবং স্বর্ণ অলংকার, রত্ন ফিরে পাওয়ার জন্য ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। স্বর্ণ অলংকার, রত্ন এবং মুদ্রা/জামিনদত্ত দায়বদ্ধতা উক্ত ঋণ অ্যাকাউন্টের জন্য নিম্নোক্ত তালিকা অনুযায়ী বিক্রি করা হবে সাধারণ নিলামে কঠোরভাবে 'যেখানে যা আছে ভিত্তিতে' এবং 'যেমন আছে ভিত্তিতে' এবং 'পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' আমাদের সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বর্ধমান শাখা প্রেমিসেসে ২৬.০৫.২০২৬ তারিখে বর্ধমান শাখায়।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম	বকেয়া পরিমাণ	মোট ওজন গ্রামে
১.	৭৭৪৬৫৩০০০০০১৯২২	দীপক রাম ডোম	১৩০০৩ টাকা	২.১১ গ্রাম

নিয়ম এবং শর্তাদি : ১) ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও ডাক গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে। ২) ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেকিয়েই নিলামের তপশিল পরিবর্তন/সংশোধন/বাতিলের অধিকার রাখে। ৩) জামিনদত্ত স্বর্ণ নিলামের পর কোনও দাবিই গ্রাহ্য হবে না।
নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী ব্যক্তিগণ আরও বিস্তারিত জানতে ২৬.০৫.২০২৬ তারিখে যোগাযোগ করতে পারেন ৯০৩৮০৯১৮৫০ এর সঙ্গে।

অনুমোদিত অফিসার
দ্য সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, কাকদ্বীপ শাখা
ললিত ভিলা গ্রাম এবং পোস্ট - কাকদ্বীপ, থানা - কাকদ্বীপ, জেলা - ২৪ পরগনা (দ), পিন - ৭৪৩৩৪৭
ইমেল আইডি : kakdwi@bankofbaroda.co.in

পরিশিষ্ট ৪ রুল [৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, কাকদ্বীপ শাখা,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১০.০২.২০২৬** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী প্রণব বারিক কাকদ্বীপ বাজার, রথতলা পুলিশ ব্যারাক, কাকদ্বীপ দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩৪৭** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১২,০৪,৬৯০.০০ টাকা (বারো লাখ চার হাজার ছশো নব্বই টাকা) ১০.০২.২০২৬ অনুযায়ী** অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১৪ মে ২০২৬** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, কাকদ্বীপ শাখার** নিকট বকেয়া **১২,০৪,৬৯০.০০ টাকা (বারো লাখ চার হাজার ছশো নব্বই টাকা) ১০.০২.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ২ ডেসিমেল বাস্তু জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত আরএস দাগ নং ৩৬৪১, এলআর দাগ নং ৪৪১৬, আরএস খতিয়ান নং ২৬৪২, এলআর খতিয়ান নং ১৪৮৭৪, মৌজা - গণেশপুর, জেএল নং ১১, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৩৪৭।
চৌহদ্দি : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড। **দক্ষিণে :** শ্রীমতি কাবেরী বেরা এর সম্পত্তি। **পূর্বে :** ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি চওড়া সাধারণ চলার পথ। **পশ্চিমে :** শ্রীমতি সুষমা বেরা।

তারিখ : ১৪.০৫.২০২৬
স্থান : কাকদ্বীপ

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

অ্যাক্সিস ব্যাংক লি.
স্থানীয় অফিস : এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ শেক্সপিয়ার সরণি,কলকাতা-৭০০০৭১
রেজিস্টার্ড অফিস : "ত্রিশূল", ৪র্থ তল, সমর্থেশ্বর মন্দির ল গার্ডেনের বিপরীতে, এলিসব্রিজ আহমেদাবাদ - ৩৮০০০৬

স্থাবর সম্পদের বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সলের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস এর রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তিটি, যার গঠনমূলক দখল সুরক্ষিত ঋণদাতা অ্যাক্সিস ব্যাংক লি. -এর অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, তা ৩০.০৫.২০২৬ তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে অ্যাকাউন্ট নং **************৪৮৩৯-এর অধীনে **২২.০৮.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** প্রদেয় **২,৩১,৩১,৪৮৬ টাকা (দুই কোটি একত্রিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার চারশত ছিয়াশি টাকা)** আদায় করা হবে (প্রকৃত পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অর্জিত অতিরিক্ত চুক্তিভিত্তিক সুদসহ পরিশোধযোগ্য)। এর সাথে বকেয়া পরিশোধ/আদায়ের তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ, এবং **শ্রীমতী ললিতা শ্রী মূর্তির** কাছ থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতার প্রাপ্য পরবর্তী সুদ ও খরচও পরিশোধ করতে হবে। প্রয়োজনীয় বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে সংযুক্ত নিলামের সময়সূচী দেখুন :

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা (যদি কিছু থাকে) *	নির্ধারিত জামিনযুক্ত ঋণদাতার জ্ঞাত নয়। প্রযোজ্য মতে ক্রয়কারীকে নির্ধারণ করতে হবে অপ্রদেয় বিদ্যুৎ, রক্ষণাবেক্ষণ, কর বা অন্য কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া এবং/বা বকেয়া, দায়বদ্ধতা, আইনিজটিলতা ইত্যাদি যদি কিছু থাকে। * বিচারাধীন বিষয়, যদি কিছু থাকে আগ্রহী ক্রেতাদের নির্ধারণ করতে হবে। নিলাম অধীন সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত।
সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)	**১,৮৯,৩৯,০৫০ টাকা** (এক কোটি উননব্বই লাখ উনচল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা)
বায়না জমা দাখিল (টাকায়)	**১৮,৯৩,৯০৫ টাকা** (আঠারো লাখ তিরানব্বই হাজার নয়শো পাঁচ টাকা) ডিডির আকারে 'অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি ' এর অনুকূলে প্রদেয়।
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	**২০,০০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা)
ইএমডি সহ ডাক/ টেন্ডার দাখিলের স্থান এবং শেষ তারিখ এবং সময়	২৯.০৫.২০২৬ বিকেল ৪ টার মধ্যে স্থানীয় অফিসে কলকাতায়।
সাধারণ ই-নিলামের জন্য স্থান এবং তারিখ এবং সময়	৩০.০৫.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টার মধ্যে অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে ওয়েবপোর্টাল https://www. bankeauctions. com মাধ্যমে, ই-নিলাম টেন্ডার নথি -ই-নিলাম ডাক ফর্ম, ঘোষণা ইত্যাদি সমন্বিত পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ওয়েবসাইট থেকে।

তপশিল - বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তির বিবরণ : জমির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দায়মুক্ত বাস্তু জমি আনুমানিক এরিয়া ৩ কাঠা ৪ ছটাক ২৭ বর্গফুট জমি, তৌজি নং ২৯৯৮, সিএস দাগ নং ৪১১, আরএস দাগ নং ৪১৭ (নতুন), জেএল নং ১২, মৌজা- মাদুরদহ, সিএস খতিয়ান নং ১৫৯, আরএস খতিয়ান নং ১৫৩/১, থানা : টালিগঞ্জ বর্তমানে তিলজলা থানা বর্তমানে অধিক্ষেত্রে কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, সাব রেজিস্ট্রার, আলিপুর, বর্তমানে অতিরিক্ত সাব রেজিস্ট্রার শিয়ালদহ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংখ্যায়িত প্রেমিসেস নং ১৫২৫ মাদুরদহ, কলকাতা-৭০০১০৭, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২০ ফুট চওড়া সড়ক। **দক্ষিণে :** স্কিম প্লট নং পি-২/১/৩০। **পূর্বে :** স্কিম প্লট নং পি-২/১/২৭। **পশ্চিমে :** স্কিম প্লট নং পি-২/১২৫।

ভবনের বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দায়মুক্ত বাস্তু জমি আনুমানিক এরিয়া ৩ কাঠা ৪ ছটাক ২৭ বর্গফুট, কমবেশি এবং তদস্থিত একতলা সহ ৩ তলা ভবন ভবন বসবাসের জন্য ব্যবহৃত ঢাকা এরিয়া আনুমানিক ৪৯০০ বর্গফুট লিফট সহ নির্মিত অবস্থিত তৌজি নং ২৯৯৮, সিএস দাগ নং ৪১১, আরএস দাগ নং ৪১৭ (নতুন), জেএল নং ১২, মৌজা- মাদুরদহ, সিএস খতিয়ান নং ১৫৯, আরএস খতিয়ান নং ১৫৩/১, টালিগঞ্জ থানা অধিক্ষেত্রে বর্তমান থানা : তিলজলা বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, সাব রেজিস্ট্রার, আলিপুর, বর্তমানে অতিরিক্ত সাব রেজিস্ট্রার শিয়ালদহ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্রেমিসেস নং ১৫২৫ মাদুরদহ, কলকাতা - ৭০০১০৭।

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জন্য অনুগ্রহ করে জামিন অধীনে ঋণদাতার প্রদত্ত লিঙ্ক এর জন্য ওয়েবসাইট https://www.axisbank.com/auction-retail দেখুন এবং ব্যাঙ্ক অনুমোদিত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড এর ওয়েব পোর্টাল https://BidDeal.in দেখুন।
নিলাম অনলাইনে ব্যাঙ্ক অনুমোদিত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা মেসার্স ভ্যালু ট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড এর ওয়েবপোর্টাল মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।
আরও সহায়তা, যেমন পর্যবেক্ষণ আগ্রহী ক্রেতাগণ যোগাযোগ করবেন শ্রী মহ শাদাব আলম (মো : নং ৯৯০৩৬১০৩১৯), ব্যাঙ্কের অফিসার এর সঙ্গে অফিসের কাজের সময়ে সকাল ৯.৩০ টা থেকে বিকেল ৪ টার মধ্যে।

তারিখ : ১৫.০৫.২০২৬, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাংক লি.

SBI
হোম লোন সেন্টার কল্যাণী (৬৪২২০)
কল্যাণী, ২য় তল, বি/৯/১৩৯ সিভিক সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক, পোস্ট - কল্যাণী
জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫ পশ্চিমবঙ্গ **ইমেল :** sbi.64220@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - মন্দিরা ভট্টাচার্য, ই-মেল আইডি - sbi.64220@sbi.co.in মোবাইল নং - ৬২৯৬৯৩০২৬৪

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সাথে পঠিত রুল ৯(১)-এর শর্তাধীনে জারি করা হয়েছে।
এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের জানানো যাচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক/চার্জকৃত নিম্নোক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিসমূহ, যার ভৌত দখল সুরক্ষিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা গ্রহণ করেছেন, তা ৩০.০৫.২০২৬ তারিখে সকাল ১১০০ টা থেকে বিকাল ০৪০০ টার মধ্যে **https//www.baanknet.com** ওয়েবসাইট পোর্টালের মাধ্যমে "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" এই ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ৩০.০৫.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতার নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রী সুকল্যাণ দাস** পিতা শ্রী শঙ্কর কুমার শান্তিলতা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং এ, একতলা, বি-১২/১২৭, কল্যাণী, জেলা : নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাপ ঢাকা এরিয়া ৩৮৪ বর্গ ফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৮০ বর্গফুট শান্তিলতা অ্যাপার্টমেন্টে ফ্ল্যাট নং এ, একতলায় অবস্থিত বি ১২/১২৭ ব্লক নং বি কল্যাণী, নদিয়া, পিন -৭৪১২৩৫, দলিল নং ১-৪২৮৬/১৬, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৩০৩-২০১৬, পৃষ্ঠা ৮০৮৭০ থেকে ৮০৮৮৬ -২০১৬ সালের। সম্পত্তি শ্রী সুকল্যাণ দাস, পিতা **শ্রী শঙ্কর কুমার দাস** এর নামে। **সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**	**১৪,৫৯,১৪৭.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ উনষাট হাজার একশ সাতচল্লিশ টাকা) ২৮.০১.২০২৫ অনুযায়ী** অধার্য সুদ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ	ক) ২০,৪৭,৫০০.০০ টাকা খ) ২,০৪,৭৫০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ ২১.০৫.২০২৬ সময় - দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১৫.০৫.২০২৬
স্থান : কল্যাণী

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

নিটের প্রশ্ন ফাঁসের ষড়যন্ত্র বন্ধের ডাক উচ্চমাধ্যমিকে ষষ্ঠ স্থানাধিকারী আদৃতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: ডাক্তারির সর্বত্র ভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটের প্রশ্ন ফাঁসের ষড়যন্ত্র বন্ধ হোক। উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে ষষ্ঠ স্থানাধিকারি আদৃতা পাল দাবি করেছেন। বহরমপুর কাশিশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী আদৃতা এবার নিট পরীক্ষায় বসেছিলেন। পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় তিনি অখুশি এবং হতাশ হয়েছেন। আদৃতা পাল বলেন, 'বারবার নিটের প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে। এই ষড়যন্ত্র বন্ধ হওয়া দরকার। আগামী দিনে যাঁরা ডাক্তার হতে চান বা ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখে সেই স্বপ্ন অর্থ আর ষড়যন্ত্রের কাছে যেন হেরে না যায়।' পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি গল্পের বই পড়া এবং নৃত্যের শখ রয়েছে আদৃতার। আগামী দিনে মলিকিউলার বায়োলজি নিয়ে পড়াশোনা করে গবেষক হতে চান আদৃতা। উচ্চ মাধ্যমিকে আদৃতার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯১। ৯৮.২ শতাংশ নম্বর পেয়েছে।

মাধ্যমিকে মেধা তালিকায় দশে আসতে না পারায় হতাশ হয়েছিলেন বাবা মা। তবে মাধ্যমিকে জেলায় প্রথম হয়েছিলেন আদৃতা। বাবা মা দুজনেই আশা করেছিলেন মেয়ে মাধ্যমিকে এক থেকে দশের মধ্যে স্থান পাবে। এক থেকে কুড়ির মধ্যে ১৬তম হিসাবে রাজ্যে তালিকায় ছিলেন। বাবা অলোক পাল বহরমপুরের এক উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ভূগোল বিষয়ের শিক্ষক। মা অনুদয়া ভট্টাচার্য বহরমপুরের এক প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। তবে আদৃতার লেখাপড়ার সব বিষয়ে কড়া নজর দিতেন তাঁর মাসি। অলোকবাবু বলেন, মাধ্যমিকে এক থেকে দশের মধ্যে থাকবে আশা করেছিলাম। কিন্তু আশাপূরণ হয়নি। উচ্চ মাধ্যমিকে এই ফল আশা করিনি। অনুদয়াদেবী বলেন, 'আমার ক্ষীণ আশা ছিল মেয়ের ফল ভালো হবে। ওর ডিটেলে লেখা দেখেই আমি বুঝেছিলাম এবার হতাশ হব না।' বহরমপুর মহারানি কাশিশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকেই মাধ্যমিকে বসেছিলেন আদৃতা। উচ্চ মাধ্যমিকও একই স্কুল থেকে। তবে তৃতীয় সেমিস্টারে ৭ নম্বর কম আসায় বেশ হতাশ হয়েছিলেন। সেখান থেকে নিজেকে টেনে তোলেন। নির্দিষ্ট সময় ধরে পড়তেন না বলে জানালেন। তবে রুটিন করে একটা চ্যাপ্টার, শেষ করতে যতটা, সময় লাগত প্রতিদিন সেই হিসাবেই পড়া করতেন। বাড়ির আলমারি ভর্তি পুরস্কারে। জানালেন, ছোট থেকে বিতর্ক, কবিতা, ছোট গল্প লেখায় অংশ নিতেই। এসব সেই পুরস্কার। কি হতে চান? বললেন, মলিকিউলার বায়োলজি নিয়ে পড়তে চান। ভবিষ্যতে গবেষক হওয়ার ইচ্ছা। এনার সর্বভারতীয় ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেছিলেন। কিন্তু সেই পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় তিনি যথেষ্ট আশাহত হয়েছেন। নিটের প্রশ্ন ফাঁস চক্র বন্ধ হোক চান। ফল ঘোষনার পর বহরমপুরের ইন্দ্রপ্রস্ত এলাকার বাড়িতে আত্মীয় স্বজনের ভিড় পড়ে গিয়েছে। চলছে মিষ্টি মুখের পালা। কৃতি মেয়েকে নিয়ে উচ্ছাসে ভাসছেন বাবা মা।

বাবা টোটোচালক, উচ্চমাধ্যমিকে ৪৭০ নম্বর পেয়ে চমক সুমির

পুরাতন মালদায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: টোটো চালকের মেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৭০ পেয়ে পুরাতন মালদা ব্লকের বিভিন্ন স্কুলকে পিছনে ফেলে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করেছে। বৃহস্পতিবার সকালে উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশের পর পুরাতন মালদা ওই ছাত্রীর রেজাল্ট দেখেই আনন্দে কেঁদে ফেলেন তাঁর বাবা ও মা। গরীব ঘরের ওই ছাত্রীর এরকম ফলাফল দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ পাড়া প্রতিবেশীরাও। ওই ছাত্রীকে শুভেচ্ছা জানান, সংশ্লিষ্ট এলাকার কাউন্সিলর বাসন্তী রায়। পাশাপাশি ওই ছাত্রীর স্কুল কর্তৃপক্ষ উচ্চ মাধ্যমিকের এমন ফলাফলেও খুশি প্রকাশ করেছেন। যদিও আগামীতে আইনজীবী হয়েই ভবিষ্যৎ গড়তে চান পুরাতন মালদার ওই ছাত্রী সুমি পাল বলে জানিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরাতন মালদা পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁশহাট্টা এলাকার ছাত্রীর সুমি পাল। তাঁর বাবা উত্তম পাল, পেশায় টোটো চালক। মা রাখি পাল গৃহবধূ। ওই ছাত্রীর নাবালক এক ভাই রয়েছে। এবারে সুমির প্রাপ্ত নম্বর ৪৭০ এর মধ্যে, বাংলায় পেয়েছে ৯৫, ইংরেজিতে পেয়েছে ৯০, ভূগোলে পেয়েছে ৯৪, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পেয়েছে ৯৪, এডুকেশনে পেয়েছে ৯৭। কোনও গৃহ শিক্ষক ছাড়াই ওই ছাত্রীর এমন ফলাফলেও যেন হতবাক সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ।

ওই ছাত্রীর সুমি পাল বলেন, 'অনেক কষ্ট করে বাবা-মা আমাকে মানুষ করছেন। টাকার অভাবে গৃহ শিক্ষক রাখতে পারেনি। স্কুলের দিদিমনিরা বেশিরভাগ সময় আমাকে সহযোগিতা করেছে। আরও বেশি ভালো ফলাফল করার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু যতটা পেয়েছি তাতে আমি খুশি। আগামীতে আইনজীবী হওয়ার ইচ্ছা রয়েছে।'

ওই ছাত্রীর বাবা উত্তম পাল বলেন, 'সামান্য টোটো চালিয়ে কোনরকমে সংসার চলছে। এরমধ্যে মেয়েকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। মেয়ে আইনজীবী হতে চায়। তার জন্য আগামী উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সবরকম ভাবে লড়াই চালিয়ে যাব।' আহ্লাদমণি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুস্মিতা দাস জানিয়েছেন, 'পুরাতন মালদার পুরসভা এবং এই ব্লকের যতগুলো স্কুল রয়েছে তার মধ্যেই আমাদের স্কুলের ওই ছাত্রী সর্বোচ্চ ৪৭০ নম্বর পেয়েছে। এতে আমরা খুব খুশি। গরিব ঘরের ওই ছাত্রীকে স্কুলের কিছু শিক্ষিকারাও অনেক সময় সহযোগিতা করেছে। প্রয়োজনে শিক্ষার ক্ষেত্রে আগামীতে ওকে সহযোগিতা করব।'

দ্য গ্রোব টি কোং লিঃ

CIN : L15494WB1895PLC000963
রেজিঃ অফিস: "হাউটি স্ট্রিট" ১০তম তল, ৮৬এ, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০৪৬
দূরভাষ নং. +৯১-৩৩-৪০০৩-১৩২৫/২৬
ই-মেল: grobtea@rawalwasia.co.in, ওয়েবসাইট : www.grobtea.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৬	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/১২/২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৫	আর্থিক বর্ষ সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৬	আর্থিক বর্ষ সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৫
	(উল্লেখ্য নীচের দ্রষ্টব্য)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	৯৭৫.৬৬	৪৭৮০.৮৪	১৬১৪.১০	১১৪৩৭.৭৮	১১৮৫১.৪৪
২	নিট লাভ সময়কালের জন্য, কর, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফাপূর্ব	(১৭১৭.১১)	৭০৯.৪৮	(১৭০৬.৫২)	৭৫৯.৪৪	১২১৩.৭৫
৩	নিট লাভ সময়কালের জন্য করপূর্ব, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী	(১৭৬৭.৩৭)	৭০৯.৪৮	(১৭০৬.৫২)	৭০৯.১৮	১২১৩.৭৫
৪	নিট লাভ সময়কালের জন্য কর, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী	(১৯০১.৩১)	৭০৯.৪৮	(১৯১৪.৬৪)	৫৭৫.২৪	১০০৫.৬৩
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ কর পরবর্তী এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় কর পরবর্তী]	(১৮৫১.৩৮)	৬৪৫.৮১	(২০৬৭.৩৮)	৫৪০.০৯	৯৩১.৩০
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মুল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত পূর্ব হিসাব বর্ষের ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো)	-	-	-	৯১৬৪.৭৩	৮৬৫৯.৫১
৮	ক) শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি, চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) :					
	১. মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব (বার্ষিকীকৃত নয়)	(১৬৩.৫৯)	৬১.০৪	(১৬৪.৭৩)	৪৯.৪৯	৮৬.৫২
	২. মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী (বার্ষিকীকৃত নয়)	(১৬৩.৫৯)	৬১.০৪	(১৬৪.৭৩)	৪৯.৪৯	৮৬.৫২

দ্রষ্টব্য :
১. উপরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলো অডিট কমিটি পর্যালোচনা করেছে এবং পরবর্তীতে ১৩ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদ তা অনুমোদন করেছে। সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক এই ফলাফলগুলো নিরীক্ষা করেছেন এবং একটি অপরিবর্তিত মতামত প্রদান করেছেন।
২. কোম্পানির এই আর্থিক ফলাফলগুলো কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) রুলস, ২০১৫ (যা সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়েছে) এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ইন্ড এএস -এর স্বীকৃতি এবং পরিমাপের নীতি অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে।
৩. চলতি বছর এবং পূর্ববর্তী বছরের শেষ ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলো মূলত ৩১ মার্চ সমাপ্ত পুরো আর্থিক বছরের হিসাব এবং ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত অনিরীক্ষিত হিসাবের মধ্যে সমন্বয়কারী বা ভারসাম্য রক্ষাকারী সংখ্যা, যা লিমিটেড রিভিউ-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।
৪. বর্তমান সময়ের হিসাবের সাথে তুলনামূলক করার সুবিধার্থে পূর্ববর্তী বছরের পরিসংখ্যানগুলোকে যেখানে প্রয়োজন পুনর্গঠিত বা পুনরিবিন্যস্ত করা হয়েছে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ মে, ২০২৬

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
প্রদীপ কুমার আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN : 00703745)

চন্দ্রকোনায় পঞ্চম স্থানে ত্রিদেব চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: ঘাটাল মহকুমায় প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পেয়েছে তিনজন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে ঘাটালের বাসিন্দা জিষ্ণু কুণ্ডু। অন্যদিকে চন্দ্রকোনার বাসিন্দা ত্রিদেব চক্রবর্তী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। ত্রিদেব চক্রবর্তী চন্দ্রকোনায় নার্সারিতে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে তারপর মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশনে পড়াশোনা শুরু করে। পরবর্তীতে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করে। বাড়ি চন্দ্রকোনায়। বাবা পেশায় স্টেশনারি ও মুদিখানা দোকান মালিক। মা, জয়শ্রী চক্রবর্তী গৃহবধূ। দুই দিদি এক ভাই। দাদু প্রাক্তন সেনা কর্মী পাঁচকড়ি চক্রবর্তী। মুদিখানা দোকান থেকেই চলে সংসার এবং ত্রিদেবের পড়াশোনার খরচ। বাবা মা থেকে এলাকার মানুষজন প্রত্যেকেই ত্রিদেবের সাফল্যের খুশি। পড়াশোনার পাশাপাশি ত্রিদেব দাবা খেলতে ভালবাসে। ত্রিদেব বাড়ির মধ্যেই পড়াশোনা করছিল। ত্রিদেবের মায়ের চোখ ছিল টিভির পর্দায় সেখানেই জানতে পারে ছেলে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে রাজ্যের মধ্যে। ত্রিদেবকে প্রথম তার মা-ই খুশির সংবাদটি পৌঁছান। ত্রিদেব ১০-১২ ঘন্টা প্রতিদিন পড়াশোনা করত। আগামী দিনে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় সে। পড়াশোনার পাশাপাশি ত্রিদেব গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে। সাফল্যের পিছনে মা-বাবার ভূমিকায় সব থেকে বেশি পাশাপাশি শিক্ষকদের ভূমিকা কথাও স্বীকার করেন ত্রিদেব। সে বলে, 'বিশেষ করে বন্ধুরা এবং শিক্ষকরা এই দুটো গ্রুপ যদি আমার পাশে না থাকতো, তাহলে এত বড় সাফল্য আসতো না। পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের শিক্ষকরা রাতেও আমাদের সমস্যার সমাধান করে দিতেন। আগামী দিনের ত্রিদেব সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই।'

বন্ধ তোলাবাজির 'টোল'

খুশি গাড়িচালক থেকে সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রাজ্য সড়ক হোক বা শহর, গ্রামের ছোট বড় রাস্তা, ব্যাঙের ছাতার মত যত্রতত্র গজিয়ে উঠেছিল টোল। আর এই টোলকে সামনে রেখে ঘুরপথে তোলা তুলতো তৃণমুল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা বলে অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশের পর এই টোল আদায় বন্ধ হওয়ায় আনন্দিত বাদুড়িয়া ও বসিরহাটের গাড়ি চালক, মালিক থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই।

উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া এবং বসিরহাটে একাধিক জায়গায় ২৪ ঘন্টার জন্য ছোট মালবোঝাই ইঞ্জিন ভ্যান থেকে বড় বড় ট্রাক ২০ টাকা থেকে শুরু করে ২০০ টাকা পর্যন্ত গাড়ি প্রতি নেওয়া হত এই টোল আদায়ের নামে। এই টোল আদায়ের নামে তোলাবাজির টাকা দিতে চালক বা মালিক দিতে অস্বীকার করলে তাদের গাড়িতে লাঠি, বাঁশ দিয়ে বাড়ি মারা হতো, রাস্তায় গাড়ি চালাতে দেওয়া হবে না বলেও হুমকি দেওয়া হত। টাকার পরিমান অনুযায়ী শাস্তি নির্ধারণ করা হত। পর্যাপ্ত টাকা না দিলে অনির্দিষ্টকালের জন্য গাড়ি বন্ধ করে দেওয়া হত বলে অভিযোগ চালক ও মালিক পক্ষের। আর এইসব তোলাবাজি গুলো হত তৎকালীন শাসকদলের মতদেই। বাদুড়িয়ার রথতলা এলাকায়, বসিরহাটের জেলখানার মোর, রেজিস্ট্রি অফিস মোড়, এস এন ব্যানার্জি রোড, বসিরহাট পুরসভার একাধিক জায়গায় এই টোল আদায়ের নামে তোলাবাজি চলতো বলে অভিযোগ। রাজ্যে নতুন করে পালা বদলের পর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশের পর সেগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রীতিমতো আনন্দিত গাড়ি চালক থেকে শুরু করে গাড়ি মালিক এবং সাধারণ মানুষ। তাঁদের দাবি, এই তোলাবাজি বন্ধ যখন করেছে এই সরকার, তাহলে আর জেন এই অবৈধ তোলাবাজি শুরু না করে। এই বিষয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা কর্মীরা সুর চড়িয়েছে। তাদের দাবি, 'আগে তো মা মাটি মানুষের সরকার ছিল। আর সেই মানুষদেরই বোকা বানিয়ে উন্নয়নের নামে তোলাবাজি করে সেই টাকায় মস্তি করে বেড়িয়েছে দলের কর্মীরা। এবার সেই দিন শেষ হল।' যদিও পুরসভার চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, 'এই টোল বৈধ, এটা কোনও অবৈধ কাজ নয়। পুরসভার টেন্ডার ডেকে এগুলো দেওয়া হতো, পুরসভার আর্থিক তহবিলের উন্নয়নের জন্য টোলগুলি তৈরি করা হয়েছিল। এখন বন্ধ করতে বললে বন্ধ করে দেব।'

পোদ্দার প্রোজেক্টস লিমিটেড

CIN: L51909WB1963PLC025750
১৮ রবীন্দ্র সরণি পোদ্দার কোর্ট ১০ম তল কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং : ০৩৩-২২২৫০৩৫২/৪১৪৭ **ইমেল:** investors@poddarprojects.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ১২ মাসের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
	৩১.০৩.২০২৬	৩১.১২.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৫
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
চলতি কার্যাদি থেকে মোট আয়	২,১৯৯.০৩	২,৬৬৫.০৬	১,৬৮৫.৬২	৭,৮৯৭.২৯	৭,৩৮৩.৫২
কার্যাদি থেকে লাভ [+]/ক্ষতি [-] ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব	২২৮.৮৩	২৪৩.৭৪	(১১৭.১০)	৬৪৮.২০	১,০৩২.১৯
কার্যাদি থেকে লাভ [+]/ক্ষতি [-] কর পূর্ব চলতি কার্যাদি থেকে	২২৮.৮৩	২৪৩.৭৪	(১১৭.১০)	৬৪৮.২০	১,০৩২.১৯
চলতি কার্যাদি থেকে লাভ [+]/ক্ষতি [-] সময়কালের জন্য	১৭০.৬৭	১৬৪.৬৭	(৪৭.৬৯)	৪৫৩.৭৮	৮৬৯.৬৫
মোট ব্যাপক আয়					
চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫
অন্যান্য ইক্যুইটি					১৮,৪২৯.৬১
শেয়ার প্রতি আয় ১০/- টাকা প্রতিটি (বার্ষিকীকৃত নয়) চলতি এবং অচলতি কার্যাদি থেকে					
মৌলিক (টা.)	৫.৭৪	৫.৫৪	(১.৬০)	১৫.২৬	২৯.২৫
মিশ্রিত (টা.)	৫.৭৪	৫.৫৪	(১.৬০)	১৫.২৬	২৯.২৫

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হওয়ার পর **১৪ মে, ২০২৬** তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদন করা হয়েছে।
২. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.poddarprojects.com -তেও পাওয়া যাবে।
৩. কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) রুলস, ২০১৫ এর অধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড এএস) এবং এর অধীনে জারি করা প্রাসঙ্গিক সংশোধনী বিধি অনুসারে ফলাফলগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে।
৪. বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিভাগ নিশ্চিত করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী সময়ের চিত্রটি পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ/পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
পোদ্দার প্রোজেক্টস লিঃ -র পক্ষে
স্বা/-
অরুন কুমার পোদ্দার
চেয়ারম্যান
DIN : 01598304

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪.০৫.২০২৬

ডহরকুণ্ডুর অরিত্রর উচ্চমাধ্যমিকে ঐতিহাসিক সাফল্য, রাজ্যে চতুর্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হুগলি জেলার আরামবাগের বড় ডোঙ্গল রমানাথ ইনস্টিটিউশনের ছাত্র অরিত্র কুমার চক্রবর্তী এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করে গোটা জেলার মুখ উজ্জ্বল করল। রাজ্যজুড়ে মেধা তালিকায় চতুর্থ স্থান অধিকার করার পাশাপাশি আরামবাগ মহকুমার মধ্যেও প্রথম স্থান অর্জন করেছে সে। অরিত্রের প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৩। তার এই অসামান্য কৃতিত্বে আনন্দের আবহ ছড়িয়েছে গোটা আরামবাগ মহকুমা জুড়ে। আরামবাগের সালেপুর ২ অঞ্চলের ডহরকুণ্ডু এলাকার বাসিন্দা অরিত্র সাধারণ পরিবারের সন্তান। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় মেধাবী অরিত্র কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং আত্মবিশ্বাসের জোরে এই সাফল্য অর্জন করেছে। জানা গিয়েছে, মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও সে অত্যন্ত ভালো ফল করেছিল। অরিত্রের বাবা সন্দীপ চক্রবর্তী কলকাতার একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত এবং মা পুষ্পিতা চক্রবর্তী গৃহবধূ। দুই ভাইয়ের মধ্যে অরিত্র বড়। বৃহস্পতিবার ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই তার বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও শুভানুধ্যায়ীদের ভিড় জমতে শুরু করে। ছেলের এই সাফল্যে খুশিতে আত্মহারা পরিবার। পাশাপাশি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও অরিত্রের বাড়িতে পৌঁছে তাকে শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জানান। পড়াশোনার পাশাপাশি অরিত্রের সৃজনশীল নানা বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে। ছবি আঁকতে ভালোবাসে। বিশেষ করে ফিজিক্স তার অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে সে। নিজের সাফল্য প্রসঙ্গে অরিত্র জানায়, 'খুব ভালো লাগছে। এতটা ভালো ফল

হবে আশা করিনি। বাড়িতেই বেশিরভাগ সময় পড়াশোনা করেছি।' অন্যদিকে, ছেলের এই সাফল্যে মা পুষ্পিতা চক্রবর্তী বলেন, 'ছেলে খুব ভালো ফল করেছে, সত্যিই খুব আনন্দ হচ্ছে। মাধ্যমিকে দু'নম্বরের জন্য র‍্যাঙ্ক করতে পারেনি। ছোটবেলা থেকেই আমরা ওকে সঠিকভাবে গাইড করেছি। ও ফিজিক্স পড়তে ভালোবাসে এবং ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়।' আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগের উদ্যোগে একটি প্রতিনিধি দল অরিত্রের বাড়িতে পৌঁছে তাকে সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জানান। উপস্থিত ছিলেন সুমন তেওয়ারি, সুশীতল রায়-সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

ঝাড়গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়ল দলছুট দাঁতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বৃহস্পতিবার সকালে ঝাড়গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়লো দলছুট দাঁতাল। বুধবার সন্ধ্যা থেকে জিতুশোল এলাকায় তাণ্ডব চালাচ্ছে দলমার দাঁতালটি। এদিন সন্ধ্যায় কলাবনি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দলছুট হাতিটি ঝাড়গ্রাম-লোধাশুলি পাঁচ নম্বর রাজ্য সড়কে দাপিয়ে বেড়ায়। কলাবনি, জিতুশোল এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রাজ্য সড়কে যাতায়াতকারী সমস্ত যানবাহন দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। প্রায় দু'ঘণ্টা পর বনদপ্তরে কর্মীরা এসে হাতিটিকে লোধাশুলির জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে দলছুট ওই দাঁতালটি ফের জিতুশোল এলাকায় ফিরে আসে। ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট খোলা থাকায় সোজা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকে যায়। ভেতরে বেশ কিছু ফলের গাছ খেয়ে ফেলে। বনদপ্তরের কর্মীরা ফের সেখানে পৌঁছে হাতিটিকে জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে দেয়।

সীমান্ত সুরক্ষার্থে জমি অধিগ্রহণ বিষয়ক প্রশাসনিক বৈঠক মালদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্যে সরকারের পালাবদল হতেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর ৪৫ দিনের মধ্যে জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পূর্ণ করবে প্রশাসন। বৃহস্পতিবার জেলাশাসকের উপস্থিতিতেই মালদার বিএসএফের বিভিন্ন কোম্পানির কমান্ডেন্টেদের সঙ্গে একটি বৈঠকও হয়। সেই বৈঠকে জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর, কেন্দ্রীয় পূর্তসড়ক বিভাগ সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা উপস্থিত হয়েছিলেন। এই বৈঠকের পর বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি'র সঙ্গে সুসংহত সম্পর্ক বজায় রেখেই ভারতের সীমানায় থ্রি ফেজ কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ করা হবে। যাতে আগামীতে এই কাজের ক্ষেত্রে নতুন করে কোনও সংঘাত না তৈরি হয়। ইতিমধ্যে বিএসএফের পক্ষ থেকে কেন্দ্র সরকারের কাছে এই সংক্রান্ত বিষয়ে একটি চিঠিও পাঠানো হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলায় হবিবপুর, বামনগোলা, পুরাতন মালদা, ইংরেজবাজার, কালিয়াচক এবং বৈষ্ণবনগর এই ছয়টি থানার অন্তর্গত প্রায় ১৭২ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। যার মধ্যে নদীপথ রয়েছে প্রায় ৩২ কিলোমিটার। এর বাইরে এখনো পর্যন্ত প্রায় ৩৩ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা কাঁটাতার বিহীন রয়েছে। এইসব জায়গায় থ্রিফেজের সীমানা দেওয়ার কাজে তৎপর হয়েছে জেলা প্রশাসন এবং বিএসএফ। মালদার জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর জানিয়েছেন, 'আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে জেলার উন্মুক্ত সীমান্তের কাঁটাতার দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করে ফেলা হবে। এরপর সেই জমির সমস্ত নথি প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিএসএফকে তুলে দেওয়া হবে।'

ফুচকা বিক্রেতার মেয়ের উচ্চমাধ্যমিকে ৪৪৬

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব বর্ধমান: প্রতিবারের মতো এবারও শতবর্ষ প্রাচীন কাঞ্চননগর ডিএন দাস হাই স্কুলে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩৪ জন ছাত্রছাত্রী প্রথম বিভাগে এবং ১৩ জন ছাত্রছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। যেভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকার ছাত্রছাত্রীরা নিজেদেরকে তুলে ধরেছে তা প্রশংসার দাবি রাখে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড সুভাষচন্দ্র দত্ত সকল ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক অভিভাবিকা সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীদের কৃতজ্ঞতা জানান। এই এলাকার বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীদের কারও বাবা মাঠে দিনমজুরির কাজ করে কেউ রিক্সা চালান, কেউ ভ্যান টানে, কেউ বালিঘাটে কাজ করে, কেউ রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, বিড়ি শ্রমিক, কেউ সাধারণ শ্রমিক অর্থাৎ প্রত্যেকেই কোনও না কোনওভাবে উপার্জন করার চেষ্টা করে। এদের মধ্যে এক ফুচকা বিক্রেতার আদরের মেয়ে রিমঝিম কর্মকার উচ্চমাধ্যমিকে ৪৪৬ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সে বড় হয়ে রেলের পাইলট হয়ে দ্রুতগামী ট্রেন চালাতে চায়। এখন থেকেই তার প্রস্তুতি নিচ্ছে, শুনে খুব ভালো লাগলো। কাঠমিস্ত্রির সুসন্তান তুফান ধারা ও চাষির ছেলে প্রীতম ওম, উভয়েই উচ্চ মাধ্যমিকে যুগ্মভাবে ৯০ শতাংশেরও বেশি ৪৫৪ নম্বর পেয়ে নিজেদের যোগ্যতাকে তুলে ধরেছে। তাঁরা দু'জনেই ভবিষ্যতে নতুন শিক্ষানীতিকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে নিজেরাই 'এগ্রিকালচার ফার্ম এবং কার্পেন্টারি শিল্প' করতে চায়। যেখানে অনেককে তারা কাজ দিতে পারে। শুধু তাই নয় তিনজনেই জানায়, ভবিষ্যতে মা বাবার ও সমাজের জন্য বিশেষ কিছু করে যেতে চায়। যাতে গরিব ছাত্রছাত্রীরা আদর্শ মানুষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও জীবিকার দিশা দেখাতে পারে। তারা তিনজনেই জানাই উদ্ভাবনী শক্তি, দক্ষতা, ও নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে আদর্শ মানুষ হয়ে সমাজ ও দেশ গঠনের কাজে লাগতে চায়। তারা আরো জানায়, এই রেজাল্ট করার মূলে মা বাবার স্নেহ আন্তরিক ভালবাসা আশীর্বাদ এবং বিদ্যালয়ের আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষক শিক্ষিকার শিক্ষা সহযোগী কর্মীর একান্ত সহযোগিতা তাদেরকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। তারা এটা বুঝেছে আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে যেকোনও কাজকে তারা অতিক্রম করতে পারবে বলেই দৃঢ় বিশ্বাস।

এমকে কনসালট্যান্টস লিমিটেড

CIN NO: L74140WB1990PLC050229
রেজিস্টার্ড অফিস: ইউজি-২ ভূতল, ভিক্টোরিয়া প্লাজা, হিন্দুস্থান মোড়, হোল্ডিং নং ৩৮৫, কলকাতা-৭০০০৮৪
ইমেল : support@emkayconsultant.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত চতুর্থ ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
চলতি কার্যাদি থেকে মোট আয়	১১২.৫৫	৪৪.১৪	১১২.৫৫	২৩৮.০৫	৫১.৭৯
ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব কার্যাদি থেকে লাভ [+] /ক্ষতি [-]	(৪১.৩৮)	৫৩.৯৪	(০.৬০)	৯২.১৫	(১৭.২২)
চলতি কার্যাদি থেকে কর পূর্ব কার্যাদি থেকে লাভ [+] /ক্ষতি [-]	(৪১.৩৮)	৫৩.৯৪	(০.৬০)	৯২.১৫	(১৭.২২)
চলতি কার্যাদি থেকে সময়কালের জন্য লাভ [+] /ক্ষতি [-]	(৪১.৩৮)	৫৩.৯৪	(০.৬০)	৯২.১৫	(১৪.৯৭)
মোট আনুপুঙ্খিক আয়	(৪১.৩৮)	৫৩.৯৪	(০.৬০)	৯২.১৫	(১৪.৯৭)
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকার)	৩০০.০৪	৩০০.০৪	৩০০.০৪	৩০০.০৪	৩০০.০৪
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় ১০ টাকা প্রতিটি (বার্ষিকীকৃত নয়)	(১.৩৮)	১.৮০	(০.০২)	৩.০৭	(০.৫০)
চলতি এবং অচলতি কার্যাদি থেকে মূল (টা.)	(১.৩৮)	১.৮০	(০.০২)	৩.০৭	(০.৫০)
মিশ্রিত (টা.)	(১.৩৮)	১.৮০	(০.০২)	৩.০৭	(০.৫০)

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটির অনুমোদনের পর ১৪.০৫.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত এবং রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে।
২. কোম্পানির নিরীক্ষকরা এসইবিআই এলওডিআর (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) এর প্রবিধান ৩৩ অনুসারে ৩১ মার্চ ২০২৬ -এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।
৩. সংস্থাটি কেবলমাত্র একটি বিভাগেই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
৪. উপরের সময়কালগুলোর জন্য কোম্পানির রিপোর্ট করার মতো কোনো ব্যতিক্রমী বা অসাধারণ দফা নেই।
৫. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সংশোধিত তফসিল III অনুসারে সেবি দ্বারা সংশোধিত ফর্ম্যাট অনুসারে পূর্ববর্তী সময়কালের পরিসংখ্যানগুলি পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ / পুনরায় সাজানো / পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন সেখানে।
৬. অ্যাকাউন্টগুলি পূর্ববর্তী বছরের মতোই একই হিসাব বিধি এবং মানদণ্ড অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্বিন্যাস, পুনঃবর্ণনা এবং পুনর্গঠন করা হয়েছে।

বোর্ডের পক্ষে
রামচন্দ্র মঙ্গেশ কুলকার্নি
হোল টাইম ডিরেক্টর
DIN: 07541770

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪ মে, ২০২৬

৩য় পর্যায়ের এসআইআরের ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১৪ মে: ১৬টি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। বৃহস্পতিবার একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কমিশন জানিয়েছে, তৃতীয় পর্যায়ে দেশের ১৬টি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে (ইউটি) এসআইআর পরিচালনা করা হবে। এসআইআরের তৃতীয় পর্বের সূচনা উপলক্ষে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, 'আমি সকল নাগরিকদের বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) তৃতীয় পর্বে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে এবং তাদের গণনা (এনুমারেশন) ফর্ম পূরণ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। এসআইআর পরিচালনা করার উদ্দেশ্য হল, ভোটার তালিকায় যেন শুধুমাত্র যোগ্য ভোটারদেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং কোনও অযোগ্য নাম যেন অন্তর্ভুক্ত না-হয়।'

উল্লেখ্য, তৃতীয় পর্যায়ে বাকি ১৬টি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকার এসআইআরের কাজ শুরু হবে শীঘ্রই। যে ১৬ রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআরের তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হবে, সেগুলো হল অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচলপ্রদেশ, চণ্ডীগড়, দমন ও দিউ, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, দিল্লি, ওড়িশা, পঞ্জাব, সিকিম, ত্রিপুরা, তেলেঙ্গানা ও উত্তরাখণ্ড।

প্রসঙ্গত, এখনও পর্যন্ত ১০টি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) কাজ শেষ হয়েছে। সেগুলো হল পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, কেরল, পুদুচেরি, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লক্ষদ্বীপ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, গোয়া এবং বিহার।

২ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের

চেন্নাই, ১৪ মে: রাজ্য সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ভাতা দুই শতাংশ বৃদ্ধি করার ঘোষণা করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী থলপতি বিজয়। এর ফলে ওই রাজ্যে মহার্ঘ ভাতার হার ৫৮ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬০ শতাংশ করা হল। এই বৃদ্ধির ফলে রাজ্যের অতিরিক্ত ১ হাজার ২৩০ কোটি টাকা খরচ হবে। এই পদক্ষেপের ফলে রাজ্য জুড়ে অন্তত ১৬ লক্ষ সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, পেনশনভোগী উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

তামিলনাড়ু সরকার জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি তাদের কর্মীদের ডিএ ২ শতাংশ বাড়ানোর পর রাজ্য সরকারও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির মধ্যে এই ঘোষণা সাধারণ কর্মচারীদের জন্য স্বস্তি এনে দেবে বলে মনে করছে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও পেনশনভোগী সংগঠন।

জ্বালানি সাশ্রয়ে বাইকে বিধান ভবনে দেবেন্দ্র
গাড়ির সংখ্যা কমালেন রাজনাথও

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ১৪ মে: জ্বালানি সাশ্রয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা কমালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বৃহস্পতিবার সকালে ছোট আকারের কনভয় নিয়ে যোধপুরের উদ্দেশে রওনা হন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিজের কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা কমিয়েছেন।

পশ্চিম এশিয়ায় উদ্ভুত অস্থিরতার আবহে কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা কমিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা কমিয়েছেন। জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবার কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা কমালেন রাজনাথ সিংও।

জ্বালানি সাশ্রয়ে বাইক নিয়ে বিধান ভবন পৌঁছলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীর কাছে জ্বালানি সাশ্রয়ের আবেদন জানিয়েছেন, সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ বৃহস্পতিবার বাইক চালিয়ে বিধান ভবন পৌঁছন। মহারাষ্ট্র তথা সমগ্র দেশবাসীর কাছে জ্বালানি সাশ্রয়ের আবেদন জানিয়েছেন দেবেন্দ্র ফড়নবীশ।

বিধান ভবনে পৌঁছনোর পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি বাইকে ভ্রমণ করছি। এটি করা হয়েছে যাতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর আহ্বান একেবারে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে যায়। আমরা আমাদের কনভয়ের গাড়ি ছোট করে ফেলেছি। আগামী ৬ মাস সরকার কোনও বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে না।'

কেরলমের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা কংগ্রেসের

তিরুঅনন্তপুরম, ১৪ মে: দীর্ঘ জল্পনা ও টানাপোড়েনের অবসান, অবশেষে কেরলমের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করল কংগ্রেস। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ভিডি সতীশনকে বেছে নিয়েছে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে সতীশনের নাম ঘোষণা করেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা কেরলের দায়িত্বপ্রাপ্ত দীপা দাশমুন্সি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেস নেতা অজয় মাকেন, মুকুল ওয়াসনিক এবং জয়রাম রমেশ। সতীশন বিধায়ক হিসাবে একাধিক বার নির্বাচিত হয়েছেন। কেরলমের এর্নাকুলাম জেলার পারাভুর কেন্দ্রের বিধায়ক তিনি। দলের নিচুতলার কর্মীদের কাছে জনপ্রিয় সতীশন। কেরলমে ১০২টি আসনে জয়ী হয়েছে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জোট ইউডিএফ। অথচ ভোটগণনার পর থেকে ১০ দিন কেটে গেলেও এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা স্থির করতে পারছিলেন না কংগ্রেস নেতৃত্ব। গত বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সতীশন ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে ছিলেন কংগ্রেস সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল এবং বর্ষীয়ান নেতা রমেশ চেন্নিতালা। অবশেষে কেরলমের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেব সতীশনের নাম ঘোষণা করল কংগ্রেস। কেরলমের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত হওয়ার পর ভি ডি সতীশন বলেন, 'এক নতুন যুগের সূচনা হবে, গড়ে উঠবে এক নতুন কেরলম। আমরা অবগত আছি, কেরলমের আর্থিক পরিস্থিতি বেশ কঠিন। তবে আমরা আশাবাদী যে, আমরা সবকিছু বদলে দিতে পারব। এআইসিসির সকল নেতাই আমাকে ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছেন।' এদিনই তিনি রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে সতীশন বলেন, 'আমাকে আমার দল এবং জোটের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।'

বেজিংয়ে ট্রাম্পকে গার্ড অফ অনার, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক জিনপিংয়ের সঙ্গে

বেজিং, ১৪ মে: তিন দিনের সফরে বুধবার চিনে পৌঁছেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০১৭ সালের পর এই প্রথম কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্ট চিন সফরে গেলেন। ২০১৭ সালেও গিয়েছিলেন ট্রাম্পই। তাঁর এ বারের সফর ওয়াশিংটন এবং বেজিং উভয়ের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্যে স্থায়ী বোঝাপড়া থেকে শুরু করে বিরল খনিজ নিয়ে দরকষাকষির প্রসঙ্গ উঠে আসতে পারে আলোচনায়। পাশাপাশি, ইরান পরিস্থিতি এবং তাইওয়ানের প্রসঙ্গও উঠে আসতে পারে ট্রাম্প এবং শি জিনপিংয়ের আলোচনায়।

ট্রাম্পকে বৃহস্পতিবার গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। পরে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন ট্রাম্প ও জিনপিং। ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে শি জিনপিং 'সংঘাত' নয়, 'সহযোগিতার' আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, অংশীদার হওয়া উচিত।' আবার ট্রাম্প বলেন, 'চিন ও আমেরিকার সম্পর্ক আগের চেয়েও ভালো হতে চলেছে।'

জিনপিংয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, 'আপনার এবং আমার পরিচয় এখন অনেক দিনের। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের দুই দেশের যে কোনও প্রেসিডেন্টের মধ্যে এটিই দীর্ঘতম সম্পর্ক। আর এটা আমার কাছে একটি সম্মানের বিষয়। আমাদের সম্পর্কটি চমৎকার। আমাদের মধ্যে খুব ভালো বোঝাপড়া ছিল। যখনই কোনও অসুবিধা হয়েছে, আমরা তার সমাধান করে নিয়েছি। আমি আপনাকে ফোন করতাম, আর আপনি আমাকে ফোন করতেন। যখনই আমাদের কোনও সমস্যা হয়েছে, আমরা খুব দ্রুত তার সমাধান করে ফেলেছি এবং আমরা একসঙ্গে একটি চমৎকার ভবিষ্যৎ গড়তে চলেছি।'

দিল্লিতে বাসে মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগে ধৃত ২

নয়াদিল্লি, ১৪ মে: দিল্লিতে বাসের মধ্যে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক মহিলাকে। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে বাসচালক এবং কন্ডাক্টরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাসটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। দিল্লির রানি বাগ থানা এলাকায় এই গণধর্ষণের ঘটনা প্রসঙ্গে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, '১২ মে রানি বাগ থানায় বিএনএসের ৬৪(১)/৭০(১)/৩(৫) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই মামলায় অভিযুক্তদেরও গ্রেফতার করা হয়েছে। আরও তদন্ত চলছে।'

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসইআর-পি-কেজিপি- ক্যান্টিন-মে-২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (পি), খড়গপুর, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** দুই বছরের মেয়াদের জন্য ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/খড়গপুরের অফিস চত্বরে বিএনআর অন্নপূর্ণা স্টাফ ক্যান্টিনে রান্না করা, জলখাবার, মিল, স্ন্যাক্স ও চা পরিবেশন/বিক্রি তৎসহ বাসন, সরঞ্জাম, আনুষঙ্গিকসমূহ ও ক্যান্টিন পরিষ্কার করা সম্পর্কিত কাজের জন্য লোক আউটসোর্সিং করার কাজ। **কাজের মূল্য ঃ** ৭৫,৯৬,০২৫.৬৮ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৫১,৯০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০৬.২০২৬ তারিখ, বিকেল ৩টেয়। **বিশদ টেন্ডার যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে ঃ https://www.ireps.gov.in**
(PR-171)

ময়দান

ফুটবল বিশ্বকাপে ভারতের ছোঁয়া!
২০২৬-এ নজরে থাকবে ৩ ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফুটবল বিশ্বকাপ ভারতের কাছে বরাবরই আবেগের নাম। কোটি কোটি সমর্থক রাত জেগে প্রিয় দল ও ফুটবলারদের খেলা দেখেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভারতীয় দল কখনও বিশ্বকাপের মূলপর্বে জায়গা করে নিতে পারেনি। তাই বিশ্বমঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব দেখা দেশের ফুটবলপ্রেমীদের কাছে স্বপ্নের মতো। সেই কারণেই এবার এক বিশেষ খবর উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে ভারতীয় সমর্থকদের। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে হয়তো দেখা যেতে পারে ভারতীয় বংশোদ্ভূত তিন ফুটবলারকে।

নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে ইতিমধ্যেই সুযোগ পেয়েছেন সরপ্রীত সিং। অকল্যান্ডে জন্ম হলেও তাঁর পরিবারের শিকড় ভারতে। ২৭ বছরের এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার বহুদিন ধরেই নিউজিল্যান্ড দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেকের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফরম্যান্স করে তিনি জায়গা পাকা করেছেন 'অল হোয়াইটস'-এ। দেশের হয়ে ইতিমধ্যেই ২৬টি ম্যাচ খেলেছেন সরপ্রীত। গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে গোল করানোর ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত হওয়ায় চাইলে ভারতের হয়েও খেলতে পারতেন তিনি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডের জার্সিতেই নিজের কেরিয়ার গড়ার সিদ্ধান্ত নেন।

অন্যদিকে, কাতারের প্রাথমিক বিশ্বকাপ দলে জায়গা পেয়েছেন আরও দুই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলার নাইল মেসন এবং তাহসিন মহম্মদ। নাইলের মা ভারতীয়। ছোটবেলা থেকেই তিনি ইউরোপের বিখ্যাত ক্লাবগুলির যুব দলে খেলেছেন। রিয়াল মাদ্রিদ, সাউদাম্পটন ও অ্যাস্টন ভিলার মতো ক্লাবে প্রশিক্ষণ নেওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর ফুটবলজীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। যদিও এখনও কাতারের সিনিয়র দলের হয়ে অভিষেক হয়নি, তবুও জাতীয় দলের ভাবনায় জায়গা করে নেওয়াই তাঁর প্রতিভার বড় প্রমাণ।

সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছেন তরুণ তাহসিন মহম্মদ। মাত্র ১৯ বছর বয়সেই তিনি কাতারের ফুটবলে নিজের প্রতিভার ছাপ ফেলেছেন। তাঁর বাবা-মায়ের শিকড় কেরলে। অল্প বয়সেই কাতার স্টারস লিগে খেলার সুযোগ পেয়ে নজর কাড়েন তাহসিন।

ইতিমধ্যেই কাতারের সিনিয়র দলের হয়ে দুটি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বেও মাঠে নেমেছেন এই তরুণ মিডফিল্ডার। ফলে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দলে তাঁর সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

ভারত এখনও বিশ্বকাপের মঞ্চে পৌঁছতে না পারলেও ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলারদের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে দেশের সমর্থকদের জন্য গর্বের বিষয়। হয়তো এবার অনেক ভারতীয় সমর্থক নিউজিল্যান্ড বা কাতারের খেলাতেও বাড়তি আবেগ খুঁজে পাবেন। বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে ভারতীয় শিকড়ের ফুটবলারদের দেখা, দেশের ফুটবলপ্রেমীদের কাছে এক অন্যরকম আনন্দ ও আশার বার্তা হয়ে উঠতে পারে।

ফাইনালে জয়ের গন্ধ টাউন ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম ডিভিশন চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে তৃতীয় দিনের শেষে ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতেই রাখল টাউন ক্লাব। বৃহস্পতিবার সল্টলেকের জেইউ দ্বিতীয় ক্যাম্পাস মাঠে মোহনবাগানকে প্রথম ইনিংসে ৭ উইকেটে ২৯০ রানে আটকে দেয় তারা। ফলে এখনও ১১৩ রানে পিছিয়ে রয়েছে সবুজ মেরুন। মোহনবাগানের হয়ে সর্বোচ্চ ৭৫ রান করেন বিবেক সিং। এছাড়া শাকির হাবিব গান্ধী ৫১ এবং অভিমন্যু ঈশ্বরণ ৪০ রান করেন। টাউনের হয়ে দীপাংশ চৌহান ও রাহুল প্রসাদ দুটি করে উইকেট নেন। এর আগে প্রথম ইনিংসে টাউন ক্লাব ৪০৩ রান তোলে। সচিন যাদব ১১৪ ও অভিলিন ঘোষ ১০৬ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন। শুভম সরকার অপরাজিত ৬৬ এবং রাহুল প্রসাদ ৫৪ রান করেন। মোহনবাগানের হয়ে রবি কুমার ৬ উইকেট নেন।

ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন:. বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফে ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ও ফুটবল সচিব সৈকত গঙ্গোপাধ্যায়। এদিকে এই মরশুমে আইএসএলের পর বিনিয়োগকারী সংস্থা ইমামিও থাকবে না ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে। ইমামি না-থাকলে নতুন বিনিয়োগকারীর সন্ধান করতে হবে লাল-হলুদ শিবিরকে। ইস্টবেঙ্গলের পাশাপাশি এদিন সিএবি কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাসও ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

হাওড়া-আনন্দ বিহার (টি)-হাওড়া স্পেশাল ট্রেন

গ্রীষ্মকালীন মরসুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, **০৩০১১/০৩০১২ হাওড়া - আনন্দ বিহার টার্মিনাল - হাওড়া স্পেশাল** ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের দিন এবং গঠন অনুযায়ী চলবেঃ

হাওড়া - আনন্দ বিহার (টি)			(০৩০১১) (০৩০১২)	আনন্দ বিহার (টি) - হাওড়া		
তারিখ	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	তারিখ
২২.০৫.২০২৬	–	১১.১০	↓ হাওড়া	০৯.২০	–	২৬.০৫.২০২৬
	১৩.১০	১৩.১২	বর্দ্ধমান জং	০৫.৫১	০৫.৫৩	
	১৫.২৭	১৫.৩২	রামপুরহাট জং	০৩.০০	০৩.০৫	
	১৮.০০	১৮.০৩	জসিডি জং	০০.৩০	০০.৩৩	
২৩.০৫.২০২৬	২২.১০	–	আনন্দ বিহার (টি) ↑	–	০২.১৫	২৫.০৫.২০২৬

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে দুমকা, পাটনা জং, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জং, প্রয়াগরাজ জং ও গোবিন্দপুরী স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ/দিন ঃ হাওড়া থেকে ০৩০১১ ঃ** ২২.০৫.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ০১টি ট্রিপ এবং **আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ০৩০১২ ঃ** ২৫.০৫.২০২৬ তারিখ (সোমবার) = ০১টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** স্লিপার শ্রেণী – ১৮টি, সাধারণ ২য় শ্রেণী (জিএস) – ০২টি এবং এসএলআরডি – ০২টি = ২২টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বরঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭৫২৭২৭০, তারিখঃ ১২.০৫.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এলএইচবি, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া–৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার ভিত্তিতে ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **বিড বিবরণঃ আইটেম ক্যাটেগরিঃ** সার্ভিসের জন্য কাস্টম বিড–সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, লিলুয়া–তে পরিস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **সমরূপ ক্যাটেগরিঃ** পরিস্কার করা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা–ফলাফলের ভিত্তিতে। **অনুমিত বিড মূল্য (সকল কর সহ)ঃ** ১১,০৬,৯৭,৮৩০.৬০ টাকা। **ইএমডি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইএমডি রাশিঃ** ৭,০৩,৪৯০ টাকা। **ইপিবিজি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইপিবিজি শতকরা (%)ঃ** ৫.০০। **চুক্তির সময়সীমাঃ** ২ বছর। **বিড প্রস্তাব বৈধতা (বন্ধের তারিখ থেকে)ঃ** ১২০ দিন। **বিড বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ০২.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা। **বিড খোলার তারিখ/সময়ঃ** ০২.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫.৩০ মিনিট। **বিডদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ** ৫৫৪ লাখ টাকা। **একই/সমতুল পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব অভিজ্ঞতার বছরঃ** ১ বছর। **সমতুল পরিষেবার পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজনঃ** হ্যাঁ। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড়ঃ** না। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে স্টার্টআপ ছাড়ঃ** না। **বিডে অংশগ্রহণকারী সকল বিডদাতাদের বিডদাতা কর্তৃক আপলোড করা নথিপত্র আপনি কি দেখাতে চানঃ** হ্যাঁ (টেন্ডার/বিড প্রক্রিয়ার সময় স্পষ্টীকরণ বা প্রতিনিধিত্বের অংশ হিসাবে জমা দেওয়া নথিপত্রাদি লগ ইন করার পরে অন্যান্য বিডদাতাদের কাছেও প্রদর্শিত হবে)। **অটোমেটিক বিড এক্সটেনশন অকার্যকর করতে ন্যূনতম বিডের সংখ্যা প্রয়োজনঃ** ১। **দিনের সংখ্যা যার জন্য বিডের অটোএক্সটেনশন হবেঃ** ৩। **অটোএক্সটেনশনের গণনার সংখ্যা ঃ** ১। **বিড থেকে আরএ সক্রিয়ঃ** না। **বিক্রেতার থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিতে হবেঃ** অভিজ্ঞতার যোগ্যতামান, বিডদাতার টার্নওভার, সার্টিফিকেট (এটিসি–তে অনুরোধ করা হয়েছে)। * কোনও বিডদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার যোগ্যতায় ছাড় চাইলে সেক্ষেত্রে ছাড়ের জন্য তাঁর যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ সমর্থিত নথিপত্র ক্রেতা কর্তৃক মূল্যায়নের জন্য অবশ্যই আপলোড করতে হবে। **বিডের ধরণঃ** টু প্যাকেট বিড। **মূল্যায়ণ পদ্ধতিঃ** মোট মূল্য অনুযায়ী মূল্যায়ণ। **দর বিন্যাস উল্লেখে আর্থিক নথিপত্র প্রয়োজনঃ** হ্যাঁ। **কারিগরী মূল্যায়ণ চলাকালীন কারিগরী স্পষ্টীকরণের জন্য অনুমোদিত সময়ঃ** ২ দিন। **আরবিট্রেশন ক্লজঃ** না। **মিডিয়েশন ক্লজঃ** না।

MISC-40/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Principal
Diamond Harbour Govt. Medical College & Hospital
Diamond Harbour, South 24 Pgs.
TENDER NOTICE
Principal, DHGMCH, Diamond Harbour, invites 'E-TENDER NOTICE 2nd call (NIT No.: 11/2026-27) FOR PROVIDING CANTEEN SERVICE" AT ACADEMIC BUILDING OF DIAMOND HARBOUR GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, DIAMOND HARBOUR, SOUTH 24 PGS, PIN-743331.' (Bid Ref No. 2026_HFW_1023942_1), Memo No.: DHGMC/2026/E-tender-Canteen/774, dated 11.05.2026. Interested bidders may visit the website: www.wbtenders.gov.in, www.wbhealth.gov.in for further details. Sd/- Principal, DHGMCH, Diamond Harbour ICA- T7694(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIQ is invited by the Assistant Engineer P.W.D.Dhanadhanya Electrical Sub-Division. eNIQ No. 28 Q of AE/DDESD 2026-27 Memo No: 340 Date: 13/05/2026. Tender ID: 2026_WBPWD_5013997_1. Name of Work: Supply and installation of Split type Air conditioning machine at C.S's Residential Office under Dhanadhanya Electrical Sub - Division. Last Date of bid submission: 25/05/2026 Intending bidder may download the Quotation documents from the website: www.pwd.wb.in, http://wbtenders.gov.in Sd/-S.K.Das. Assistant Engineer, PWD Dhana Dhanya Electrical Sub-Division. ICA- T7803(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting electronic bids for the procurement of chemical larvicide as per details indicated in below: **Sl. No.** 1. **Item (Qty.):** Chemical larvicide - temephos 50% EC (62360 L). **Bid Ref. No.:** WBMSCL/NIT-323/2026; dated- 12.05.2026. **Remarks:** 2nd call of bid ref. no. WBMSCL/NIT-234/2026 dated 27.02.2026). Interested Bidders may see the last date of submission of bid and download the tender document and submit their bids online at the website www.wbtenders.gov.in The tender document may also be downloaded from the websites www.wbhealth.gov.in and www.wbmsc.gov.in Sd/- General Manager, WBMSCL & Additional Secretary, H&FW Dept. ICA- T7699(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tender is invited by The Executive Engineer, New Town Kolkata W/S Divn.-II, P. H. E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. PHE/NTKD-II/e-11 OF 2026- 2027 ID: 2026_PHED_1024094_1 for Sl No. 1 (i) Last date of submission: 25.05.2026 Upto 12:00 p.m. (ii) Date of Opening: 28.05.2026 After 12:00 p.m. (iii) Intending Bidders are requested to visit the website: http://wbtenders.gov.in Sd/- for Executive Engineer, New Town Kolkata W/S Divn.-II, P.H.E. Dte. ICA-T7731(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Office of the Assistant Engineer, South 24 Pgs. Mechanical Sub Division, P.W. (Roads) Directorate invites quotations for the Supply of AC Motor Cab / Maxi Cab with Engine capacity equal or less than 2000 C.C. with air condition on hire basis. Ref : NIQ No. 02 of 2026-2027 of AE, SOUTH 24PGS MSD, PWR and Tender Id: 2026_WBPWD_5014000_1 Date: 13.05.2026. Bid submission start date 18.05.2026 at 11:00 A.M. Bid submission Last date up to 25.05.2026 at 03:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, South 24 Pgs. Mech. Sub Division, P.W. (Roads) Directorate ICA- T7776(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Online tender is invited by the undersigned for the works: "Retrofitting of Electrical Distribution System by replacing Bus Trunking with Supply & laying of different size of Cabling arrangement & double feeder arrangement for DG source to Boys' Hostel at WBJA Campus, Rajarhat, New Town, Kolkata-700156." Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-47/2026-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5013985_1. Document Download Closing Date: 12.06.2026 up to 15:00 Hrs. Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, PWD, Bidhannagar Electrical Division ICA- T7771(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-N.I. T No- WBIW/EE/MDMD/e-NIT-02/2026-27 (Sl. No. 01)
E-tenders are invited on behalf of the Governor of West Bengal for 01 (one) No. works under the Metropolitan Drainage Mechanical Division, I&W Directorate, Govt. of West Bengal. Bid Submission Deadline: 29.05.2026, 17:00 Hrs. For detailed information, refer to the office notice board or visit www.wbiwd.gov.in & wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Metropolitan Drainage Mechanical Division, I&W Dte., Govt. of West Bengal. ICA- T7715(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
N.I.T NO- WBIW/EE/BNKID/eNIT-01/2026-27
On behalf of the Governor of West Bengal, e-Tender is invited by the undersigned for 6(six) nos. of work below Rs. 30 Lakh under Bankura Irrigation Division , I&W Dte., Online bid submission closing date:- 29.05.2026 till 13:30 Hours IST. Other details may be seen in the website www.wbtenders.gov.in and www.wbiwd.gov.in Sd/- Executive Engineer, Bankura Irrigation Division, Bankura. ICA- T7718(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
On behalf of the Governor of West Bengal, E-Tenderis invited by the Chief Medical Officer of Health, Diamond Harbour Health District, South 24 Parganas, Pin-743331 for supply of "Stationery Articles 3rd Call" from resourceful, eligible agency having experience in Govt. Sectors. Technical & Financial Bid Submission Closing Date: For e-Tender 29/05/2026 at 12 PM. For Detail, Please visit the website www. wb-tenders.gov.in/www.wbhealth.gov.in or the Office of the Undersigned. Sd/-CMOH, DHHD. ICA- T7704(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Online bids are invited by the undersigned for the following work as details given below : NIQ No. WBPWD/AE-HCESD/NIQ-01/2026-27; Tender ID: 2026_WBPWD_5013975_1. Name of Work: Supply and Delivery of different types electrical maintenance materials at Court Room no-4, 5, 8, 14, 19, 23, front of 24, 25 Chamber no-3 Hon'ble Judges Corridor western side and in front of Chamber no-1, Junior Bar library club, Front corridor of BAR no 3, 6, Photocopy Section Office of the Ld. Master & Refree and Computer Section [AS] at Main Building of Hon'ble High Court at Kolkata. Bid Submission End Date: 22/05/2026 upto 15-00 hrs. Website : https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., High Court Elecl Sub-Divn. ICA- T7782(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. invites online e-tender for the work of "Installation of Lightning Conductor, UPS and Battery, Air Conditioner and some high voltage street light for the building of District Registration Establishment, Purulia in the District of Purulia under the Directorate of Registration and Stamp Revenue, West Bengal, Project ID:-FD252650188S000." e-NIQ No. 07 of 2026-2027, Tender Id:- 2026_WBPWD_5014017_1. Bid submission start date [online]:-18-05-2026 from 10:00 a.m. Bid submission closing date [online]:-02-06-2026 upto 02:00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.D. ICA- T7795(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
BIENNIAL RATE CONTRACT FOR DIFFERENT CABLE LAYING AND ASSOCIATED WORK INSIDE KTPS PLANT PREMISES
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-5337, Dtd: 12/05/26
NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E3915/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for: **"Biennial Rate contract for different cable laying and associated work inside KTPS plant premises." Tender Document Download Start Date:** 20.05.2026 at 11.00 AM., **Bid Submission End Date:** 08.06.2026 at 14.00 PM. **Contact Person:** Mr. Utpal Chakraborty. **Contact No.:** 9874189135. **E-mail:** cc_ktps@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T7742(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
SERVICE CONTRACT FOR VARIOUS PULLEY REPAIRING RELATED JOBS AT BKTPS FOR TWO YEARS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5307, Dtd: 11/05/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4162/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER-BKTPS, WBPDCL from eligible Agencies / Companies in 2-part bid system for the job **"SERVICE CONTRACT FOR VARIOUS PULLEY REPAIRING RELATED JOBS AT BKTPS FOR TWO YEARS." Tender Document Download Start Date:** 15.05.2026, 09:00 AM., **Bid Submission End Date:** 06.06.2026, 05:00 PM. **Contact Person:** Mr. Pinaki Mukherjee, Sr. Manager (PS) & HoD, CC/BkTPS/WBPDCL. **Contact No.:** 8373055604 / 8336907014. **E-mail:** cc_bktps@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T7746(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
BIENNIAL MAINTENANCE OF RADIAL GATES AND ITS ALLIED STRUCTURES ALONG WITH PENSTOCK GATES INCLUDING OPERATION OF RADIAL GATES AND SUBMERSIBLE PUMPS AT BAKRESWAR DAM
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5319, Dtd: 11/05/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4176/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER-BKTPS, WBPDCL from eligible Agencies / Companies in 2-part bid system for the job **"Biennial maintenance of radial gates and its allied structures along with penstock gates including operation of radial gates and submersible pumps at Bakreswar Dam." Tender Document Download Start Date:** 15.05.2026, 09:00 AM., **Bid Submission End Date:** 28.05.2026, 04:00 PM. **Contact Person:** Mr. Pinaki Mukherjee, Sr. Manager (PS) & HoD, CC/ BkTPS/ WBPDCL. **Contact No.:** 8373055604/ 8336907014. **E-mail:** cc_bktps@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T7749(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
SERVICE CONTRACT FOR REPLACEMENT OF DAMAGED LA, EARTHING FLAT, WELDING RECEPTACLES, JBS, REMOVAL OF OLD/UNUSED LIGHT SETS, CONDUITS, CABLES, WELDING RECEPTACLES, JBS ETC. FROM THE ROOF-TOP OF COOLING TOWER-4 OF BKTPS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5309, Dtd: 11/05/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4184/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER-BKTPS, WBPDCL from eligible Agencies / Companies in 2-part bid system for the job **"SERVICE CONTRACT FOR REPLACEMENT OF DAMAGED LA, EARTHING FLAT, WELDING RECEPTACLES, JBS, REMOVAL OF OLD/UNUSED LIGHT SETS, CONDUITS, CABLES, WELDING RECEPTACLES, JBS ETC. FROM THE ROOF-TOP OF COOLING TOWER-4 OF BKTPS." Tender Document Download Start Date:** 15.05.2026, 09:00 AM., **Bid Submission End Date:** 06.06.2026, 05:00 PM. **Contact Person:** Mr. Pinaki Mukherjee, Sr. Manager (PS) & HoD, CC/BkTPS/WBPDCL. **Contact No.:** 8373055604/8336907014. **E-mail:** cc_bktps@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA-T7768(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
BIENNIAL RC FOR THE SERVICING OF ENTIRE DYNO DRIVE INSTALLED UNDER CHP E/M, KTPS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-5336, Dtd: 12/05/26
NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E3912/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"Biennial RC for the servicing of entire Dyno Drive installed under CHP E/M, KTPS." Tender Document Download Start Date:** 20/05/2026 at 14.00 Hrs., **Bid Submission End Date:** 30/05/2026 at 14.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Krisanu Gupta, Sr. Manager (PS) (Contract Cell), KTPS. **Contact No.:** 8336909047. **E-mail:** kgupta@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA-T7769(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
PROCUREMENT OF CW TREATMENT CHEMICAL (ACID FREE) FOR I TO V UNIT OF BKTPS WITH MONITORING CHARGE FOR TWO YEARS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5327, Dtd: 11/05/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4153/25-26
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the GENERAL MANAGER-BKTPP, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"Procurement of CW Treatment Chemical (Acid Free) for I to V Unit of BkTPS with Monitoring charge for Two years." Tender Document Download Start Date:** 20.05.26 at 12:00 Hrs. **Bid Submission End Date:** 15.06.26 at 15:00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Sumit Dasgupta, DGM/HOD (Purchase Deptt.), BkTPS/WBPDCL & Mr. Subhro Sen, Sr. Mgr (P.S)-Purchase, WBPDCL. **Contact No.:** 8336903911 / 9830534969. **E-mail:** s.dasgupta@wbpdcl.co.in / s.sen01@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T7751(2)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

অপশক্তি ও সাম্প্রতিক বাস্তবতা এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই নির্মিত

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

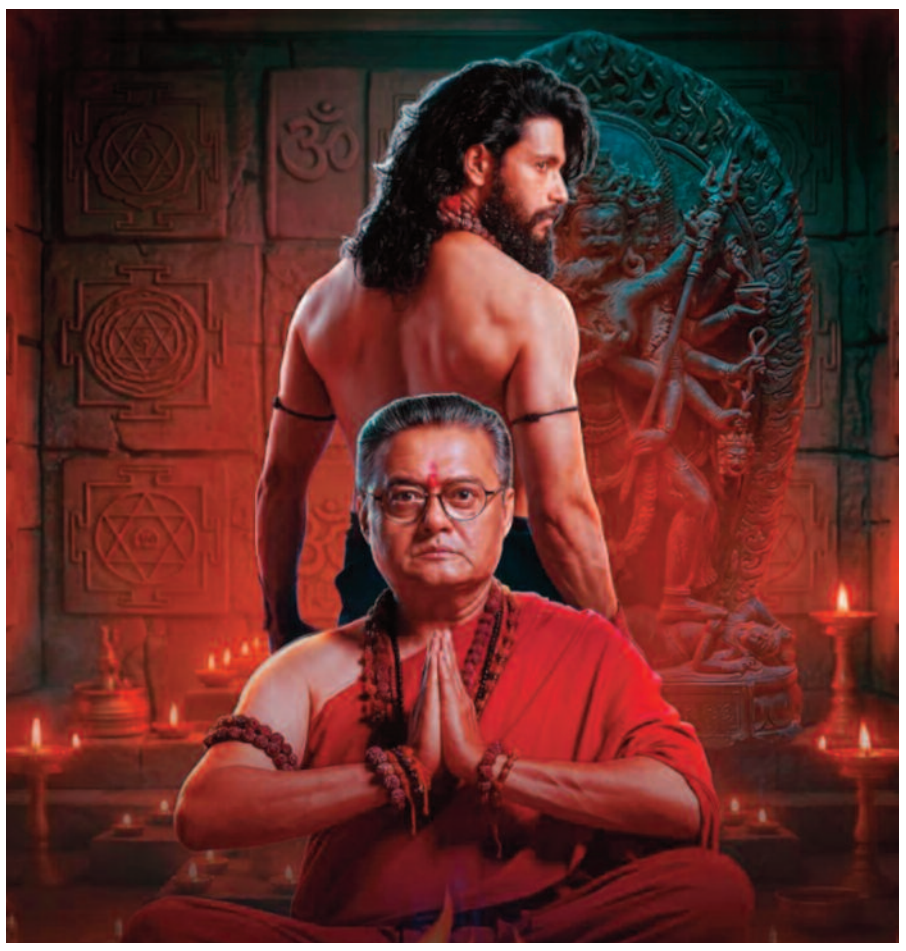

সম্প্রতি হইচই প্লাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে লেখক অভীক সরকারের লেখা উপন্যাসকে ভিত্তি করে নির্মিত ওয়েব সিরিজ 'রক্ত ফলক'। মাইথোলজিক্যাল হরর ঘরানার এই ওয়েব সিরিজটি দুর্দান্ত হয়েছে এবং দর্শকদের মন জয় করেছে। সিরিজের সবথেকে সুন্দর এবং আকর্ষণীয় দিক হলো টানটান সিনেমাটোগ্রাফি সুন্দর চিত্রনাট্য এবং আকর্ষণীয় নেপথ্য সংগীত যা ওই সিরিজের সমস্ত ঘটনাগুলির সাথে সামঞ্জস্যটা রেখে সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছে। এই ওয়েব সিরিজটি পরিচালনা করেছেন অভিনেতা তথা পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। অভীক সরকারের 'ভোগ' এর পর 'রক্তফলক' তার পরিচালনায় দ্বিতীয় ওয়েব সিরিজ। প্রথম ওয়েব সিরিজের মতই চমক রেখেছেন এবং তার পরিচালনার নিজস্বতা বজায় রেখেছেন। এখানে ভয় কে অতিক্রম করে উঠে এসেছে এক অশুভ অনন্তচক্রের গ্রাস যে গ্রাস প্রতিটা মানুষের ওপরে নিয়ে এসেছে অশুভ ছায়া। ছবির গল্পের প্রাসঙ্গিকতার বাস্তবতা ধারণ করেছে আধুনিকতার ছোঁয়ায়।। ছবিতে ছিন্নমস্তা এবং হেরুক এই দুটি দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এই দুটি দেবতার করাল অভিশাপ কে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে এই ওয়েব সিরিজটি। এই দেবীর ছায়া ঘিরে এসেছে সহস্র বছর পরে। সিরিজটিতে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগিসের পথচলা রয়েছে যে চরিত্রটিতে অভিনয় করেছে অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। তন্ত্রসিদ্ধ এই জ্ঞানী সিদ্ধ পুরুষের বেশ কিছু ক্ষমতা রয়েছে তার মধ্যে একটি হলো ভবিষ্যৎ দর্শনের ক্ষমতা। না চাইতেই তিনি বেশ কিছু দৃশ্য দেখে ফেলেন যা তাকে ভাবিয়ে তোলে। একটি ঘটনার সাথে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন যে ঘটনার সমাধান সূত্র তিনি খুঁজতে গিয়ে বুঝতে পারেন যে পুরনো কর্মফল থেকেই এই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এবং কর্মফল কাউকে রেহাই দেয় না। অন্তরদৃষ্টি দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে এই ঘটনার সাথে জড়িত মেয়েদের ভাগ্য সহিংসতার ইতিহাসের সাথে জড়িত যা পদে পদে তুলে আনে বিস্ময়। বলাই বাহুল্য গল্পটি আগমবাগিস কে কেন্দ্র করেই নির্মিত হয়েছে। সম্প্রতি ঘটে চলা ঘৃণ্য অপরাধগুরির সাথে বহু পুরনো আচারের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন তিনি যেটা তিনটি নিরীহ প্রাণীর প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। সুদর্শন এবং আকর্ষণীয় পুরুষের চরিত্রে এই সিরিজের গল্পে ধরা দিয়েছে অর্জুন চক্রবর্তী। এই কাহিনীতে তার পরিচয় কখনও টেনিয়া কখনো শ্যাম কখনো বা বজ্রকেতু। সে এক শক্তির অধিকারী তার মন ভুলানো চেহারা যেকোনো নারীকেই তার প্রতি বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে সক্ষম। তারা মানুষ সত্যিকারের অন্তরালে রয়েছে এক ভয়াবহ রূপ। যখনই তার কোন শিকার আয়ত্তের মধ্যে চলে আসে তখনই সে হয়ে ওঠে দানবীয়। নিজের গল্প যতই অগ্রসর হয় ততই বোধগম্য হবে যে টেনিয়া আসলে মানুষ নয় তিনি প্রাচীন এক অভিশাপ বহনকারী শক্তি। টেনিয়ার দিব্য দর্শন থেকে উঠে আসে যে তিনি সেই প্রাচীন অপশক্তি যা নৃশংসতার জন্ম দেয়। তার অস্তিত্ব বহন করে চলেছে ভয়াবহ পাপ।

তিতলি নামে এক বয়সন্ধি বালিকার চরিত্রে দেখা গিয়েছে মোহনা মাইতি কে। চরিত্রটি টেনিয়া বা বজ্রকেতুর শিকার। শুধু তিতলি নয়, সঙ্গে সঙ্গে তার বোনেরাও বজ্রকেতুর ফাঁদে পড়ে। এই গল্পে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তিতলির সঙ্গে আলাপ হয় শ্যাম ওরফে টেনিয়ার। আস্তে আস্তে শ্যামের প্রতি মুগ্ধ হয়ে পড়ে তিতলি এবং সে তার দুই বোনকে নিয়ে দেখা করতে যায় তখনই ঘটে সমস্ত বিপদের সূত্রপাত। টেনিয়ার কবল থেকে তাদেরকে উদ্ধার করতে ছুটে আসে আগমবাগিস। আগমবাগিসের পথ চলা তখন কেবলমাত্র অপশক্তির বিনাশ করে শুভ শক্তির জয়ের উদ্দেশ্যেই চালিত হয়েছে।কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে মায়াারাণীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। মায়াারাণী চরিত্রটি একটি রহস্যময় চরিত্র। মায়া রানী অতীতের এক শুভ শক্তি তথা বজ্রকেতুর মা। সন্তান কু পথে চালিত হওয়ার জন্য তিনি বেশ উদ্বিগ্ন এবং আতঙ্কিত। টেনিয়ার শৈশব থেকেই মায়া রানী বুঝতে পারে যে তার ছেলে অসুস্থ এবং অস্বাভাবিক। প্রাণীদের প্রতি তার বিচার নিষ্ঠুর এবং নির্মম। তিনি সন্তানকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন। তবুও তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন নিজের ছেলের অশুভ শক্তির কাছ থেকে সমগ্র ধরণীকে রক্ষা করার ।তার চরিত্রটি এখানে যথেষ্ট ভাবে উন্মুক্ত হয়েছে এবং সুন্দরভাবে প্লটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রূপায়িত হয়েছে। তিনি ও বেশ কিছু শুভ শক্তির অধিকারিনী যা তার চরিত্রটিকে এইখানে অনেকটা পরিপূর্ণ করে তুলতেছে। বলাই বাহুল্য আগামবাগিস এবং মায়ারানী দেবীর মনোভাব সম্পূর্ণ এক। তাদের কেবল একটাই উদ্দেশ্য টেনিয়ার অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করা। আগমবাগিশের চরিত্রে অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় যথেষ্ট সাবলীল এবং স্বতঃস্ফূর্ত। বজ্রকেতুর অভিনয় বা টেনিয়ার চরিত্রে অর্জুন চক্রবর্তীর অভিনয় সবচেয়ে নজরকাড়া হয়েছে এই সিরিজে। বলাই বাহুল্য তার অভিনয়ে বোঝা যায় তিনি তার সবটুকু উজাড় করে দিয়ে নিজের অভিনয়গুনে সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন। মায়ারানীর চরিত্রে কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় বাস্তবচিত । সাধারণ মিষ্টি মেয়ে পৃথিবীর চরিত্রে মোহনা মাইতি ও খুব ভালো অভিনয় করেছেন। এটি তার ক্যারিয়ারের প্রথম ওয়েব সিরিজ এর আগে তাকে বিভিন্ন সিরিয়াল অর্থাৎ ছোট পর্দায় মুখ্য চরিত্র হিসেবে দেখা গিয়েছে। এই মুখ্য চরিত্র গুলি ছাড়াও গল্পের অন্যান্য চরিত্রগুলিতে অভিনয়কারী অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কৌশিক চট্টোপাধ্যায় এবং সঞ্জীব সরকার।

এই ওয়েব সিরিজটি ছটি পর্বে বিভক্ত হয়েছে এবং চার নম্বর পর্ব থেকে ছয় নম্বর পর্বে অগ্রসর হওয়ার দিকে ওয়েব সিরিজটি খুব তীক্ষ্ণ এবং নিখুঁতভাবে অগ্রসর হয়েছে যা দর্শকদের মনে এক গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। গল্পের ছটি পর্বের নাম হলো আগন্তুক, মায়াজাল, অন্ধকার, অভিশাপ, চক্রব্যূহ এবং যবনিকা। চক্রব্যূহ এবং যবনিকা পর্বটি টানটান উত্তেজনায় ভরপুর যা প্রতিটি মুহূর্তে দর্শকে রোমাঞ্চিত করবে।

মোচর যুক্ত এই গল্পের প্রতিটি মোড়ে রয়েছে রহস্য এবং ভয়। এখানে দ এমন কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে যেগুলোর সাথে প্রাচীনকালের কোন অভিশাপের সংযোগ রয়েছে। সংযোগ রয়েছে প্রাচীন অশুভ শক্তির। পৌরাণিক এবং সমসাময়িক ঘটনাচক্রের মেলবন্ধনে গঠিত এই গল্পটি দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছে। অতীতের অশুভ শক্তির ধারাবাহিকতা কিভাবে বজায় থাকে তা এই গল্পের মাধ্যমে বেশ ভালোভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। লেখকের গল্প অনুসারে এই সিরিজে দেখানো গুপ্ত বিদ্যা এবং অকাল্ট চর্চার ঘনঘটা দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে। পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় অভীক সরকারের গল্পটির প্রত্যেকটি চরিত্রকেই অসাধারণ ভাবে বাস্তবায়িত করেছেন এবং তার জন্য পরিচালকের প্রশংসা প্রাপ্তি অবশ্যই কাম্য। গল্পটি যে রোমাঞ্চকর আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে তা নিঃসন্দেহে দর্শকের মনোসংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে দেবে না।গল্পটির অসাধারণ চিত্রনাট্য বুনন করেছেন শান্তনু মিত্র নিয়োগী। সংলাপ অসাধারণ যা কোন প্রশ্ন তোলার দাবি রাখে না। তবে বাস্তব গল্প থেকে সংলাপ গুলি অনেকটাই পরিবর্তত এবং নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপনা করা হয়েছে। এই ব্যাপারটি বেশ চমকপ্রদ এবং মনোমুগ্ধকর। নেপথ্য সংগীত প্লটের সাথে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। সবমিলিয়ে বলা চলে অভীক সরকারের ভোগের পর পরমব্রতর পরিচালনায় 'রক্তফলক' আরও একটি চমকপ্রদ ওয়েব সিরিজ যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে রোমাঞ্চ এবং অপশক্তির ভয়। সবশেষে জয় কার হবে শুভশক্তি না অশুভ পাপের সেটা জানতে গেলে অবশ্যই দেখে ফেলুন এই ওয়েব সিরিজটি। তবে ওয়েব সিরিজটি দেখার আগে অভীক সরকারের মূল গল্পটি পড়ে নেওয়ার পরামর্শ রইলো। গল্পটি পড়ার পর ওয়েব সিরিজটি দেখলে ভালোভাবে সমস্ত বিষয়টি বোধগম্য হবে।

নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য ও তাঁর নাট্যকলা

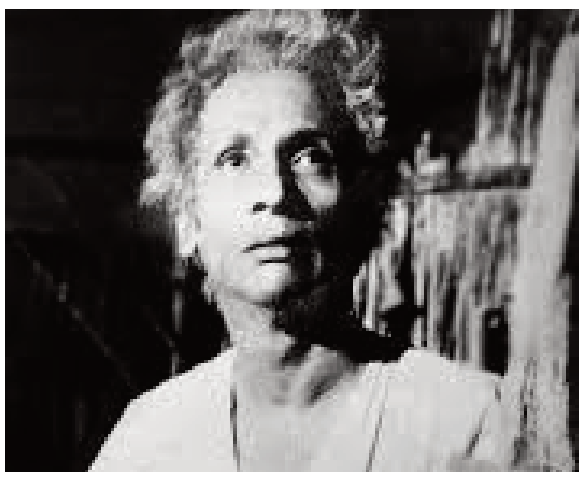

ডাঃ শামসুল হক

বিগত শতাব্দীর চারেক দশক থেকে শুরু করে সাতের দশক পর্যন্ত বাংলা নাট্য জগতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। তারই কলম থেকে সৃষ্ট নতুন নতুন নাটক তখন কলকাতার বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে দেখিয়েছিল নিত্যনতুন পথের ঠিকানাও। একাধারে তিনি ছিলেন নাট্যকার, নির্দেশক আবার প্রধান অভিনেতাও। বাংলায় জন্ম নেওয়া সেই প্রতিভাবান স্রষ্টার বহুবিধ সৃষ্টিতে বিস্মিত হয়েছিলেন দর্শক থেকে শুরু করে সমালোচকরাও পর্যন্ত। তিনি নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য। প্রখ্যাত সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী তাঁর সহধর্মিণী। পরে অবশ্য তাঁদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু সেই মানবাধিকার আন্দোলন ধর্মী সুলেখিকার সান্নিধ্যই সারাজীবন ধরে তাঁর অনুপ্রেরণার মূল উৎস হয়েও উঠেছিল। সাহিত্য একাডেমী, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার সহ আরও অনেক পুরস্কারের অধিকারিণীর স্ত্রীর সব সম্মাননা তাঁকে অনেক বাস্তববাদীও করে তুলেছিল। তবে গল্প অথবা উপন্যাস নয়, মনপ্রাণ ঢেলে নাটক রচনার মাধ্যমেই নিজস্ব প্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়েছিলেন তিনি। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের নাটক রচনায় সফল হয়েছিলেন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য। সেইসঙ্গে আবার প্রবল অভিনয় দক্ষতা এবং নির্দেশনার গুণে সেইসব নাটককে তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন খ্যাতির একেবারে শীর্ষাদেশেও। ১৯০৬ সালের ১৭ই জুলাই জন্ম তাঁর ফরিদপুরে। ১৯৪০ সালে প্রবেশ করেন নাট্য জগতে। একসময় তিনি আবার হয়ে উঠেছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা ইণ্ডিয়ান রিপাবলিক থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম শ্রেণীর নাট্যকর্মীও। চিন্তা , চেতনা সহ হরেক সংগ্রামের বাস্তবধর্মী চিন্তাভাবনা নিয়েই সদা ব্যস্ত থাকতেন সেই সংস্থার সকলেই। সেইসময় ভারতীয় গণনাট্য সংস্থার ব্যবস্থাপনায় মঞ্চস্থ হত যে সমস্ত নাটক সেটা লেখার দায়িত্ব ছিল তাঁরই উপর। নাটকের নাট্য নির্দেশকও ছিলেন তিনি। আবার সব নাটকের মুখ্য চরিত্রাভিনেতার দায়িত্বটাও পালন করতে হত তাঁকেই। অতএব সবদিক সামলে কিভাবে যে তাঁকে এগিয়ে যেতে হত সেটাও বোধহয় তিনি একাই বুঝতেন। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক আগুন। ১৯৪৩ সালে মঞ্চস্থ হয়েছিল সেই নাটক। আবার ঠিক একবছর পরই মঞ্চস্থ হয় তাঁর লেখা আরও দুটি নাটক নবান্ন এবং জবানবন্দী। আর সেখানেও তিনি ছিলেন নাট্য নির্দেশক এবং প্রধান অভিনেতাও। শ্রীরঙ্গম মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল সেই নাটক। সবকটা নাটক ভীষণ প্রশংসিতও হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে লিখিত হয়েছিল সেইসব নাটক। তাই সব নাটকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল নতুনত্বের আস্বাদও। ভারতীয় গণনাট্য সংস্থার সঙ্গে জুটি বেঁধেই তারপর সুন্দরভাবেই কেটে যাচ্ছিল প্রতিভাবান নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের দিনগুলো। কিন্তু হঠাৎই ছন্দপতন ঘটে। ১৯৪৮ সালে সেই সংস্থার সঙ্গে মতবিরোধ হয় তাঁর। ফলে দল ছাড়েন তিনি। ছাড়েন তাঁর নিজস্ব তীর্থভূমি কলকাতাও। তারপর পাড়ি জমান মুম্বাই শহরে। সেখানে কিছুদিন ঘোরাঘুরির পর যোগ দেন হিন্দী সিনেমার এক পরিচালকের দপ্তরে। শুরু করেন অভিনয়ও। কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ সুনাম অর্জন ও করেন। কিন্তু তা হলে কি হবে, কলকাতার জন্য যখন তখনই মন কাঁদত তাঁর। প্রায়ই মনে হতে, অনেক হয়েছে আর নয়। এবার কলকাতায় ফিরে যেতেই হবে তাঁকে।মুম্বাই থেকে আবার পুরাতন শহরে ফিরে আসেন তিনি। মাত্র তিনটে বছর সেখানে কাটানোর পর ১৯৫৩ সালে কলকাতায় ফিরে আসেন বিজনবাবু। তারপর তিনি নিজেই গঠন করেন একটা নাট্যগোষ্ঠী। শুরু করেন নতুন নতুন নাটক লেখার কাজ। ব্যবস্থা করেন মঞ্চস্থ করাও। তখন দেবী গর্জন, গর্ভবতী জননী, কলঙ্ক, গোত্রান্তর ইত্যাদি নাটকের মধ্যে নিজেকে নতুনভাবে চেনাবার চেষ্টাও করেন। সেখানেই কিন্তু থেমে থাকেনি তাঁর রথের চাকা। ১৯৭০ সালে গঠন করেন কবচকুণ্ডল নামক আরও একটা নাট্যগোষ্ঠী । তখন অবশ্য নাটক রচনার গতিপথ অনেকটাই বদলে ফেলেন তিনি। তাঁর নিজস্ব নাট্য জীবনের একেবারে প্রথম পর্বে মার্কসীয় দর্শনের যে ছবিগুলো দৃশ্যমান হত পরবর্তী সময়ে সেইসব চিন্তাধারা থেকে সরে আসেন তিনি। তখন তাঁর নাটকের মধ্যে প্রতিফলিত হত ধর্ম, দর্শন, সব ধরণের জনহিতকর কাজকর্ম ইত্যাদির ছবি। নাট্য জগতের মধ্যে থাকতে থাকতে একসময় ভীষণ আবেগপ্রবণ ও হয়ে উঠেছিলেন বিজনবাবু। তবে নিজ আদর্শ থেকে সরে আসেননি একচুলও। তাই আজও তিনি অনন্য। নাট্যসেবা করতে করতেই ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসের ১৯ তারিখে এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চির বিদায় নেন তিনি।

দোল ভালোবাসলেও ছেলে ঝিনুকের সঙ্গে হুল্লোড় করে রং খেলেননি শ্রাবন্তী

পর্দার মতো বাস্তবেও রঙিন মানুষ অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। ছোটবেলা থেকেই রং খেলতে দারুণ ভালবাসেন। সময় সুযোগ পেলে খেলেনও চুটিয়ে। কিন্তু ছেলে অভিমন্যু চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ ঝিনুকের সঙ্গে সেভাবে রং খেলা হয় না শ্রাবন্তীর। কেন? কারণটা এবার নিজেই জানালেন অভিনেত্রী।

উইন্ডোজ প্রযোজনা সংস্থা আয়োজিত দোল উৎসবে হাজির হয়েছিলেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। এই প্রযোজনা সংস্থার আগামী ছবি 'আমার বস'-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র দেখা যাবে তাঁকে। বলাই বাহুল্য, এই বিশেষ দিনে রঙিন মেজাজে ধরা দিলেন শ্রাবন্তী। নাচে-গানে, আবির খেলায় মেতে উঠলেন তিনি। আর এর মাঝেই জানালেন ছোটবেলায় ঠিক কীভাবে রং খেলতেন তিনি। শ্রাবন্তীর কথায়, তছোটবেলায় আমি ভয়ঙ্কর রং খেলতাম। ওই যে রূপোলি, সোনালি রং পাওয়া যায় না... সেই রংও মাখতাম, মাখতাম। আমি নিজেই সবাইকে ধরে ধরে বলতাম, বেশি করে রং মাখাও আমাকে! দিদি বা বন্ধুরা যেখানে রং থেকে দূরে পালাতো, আমি সেখানে নিজেকে রং মাখানোর জন্য সবাইকে জোর দিতাম। রং খেলতে আমি ভীষণ ভালবাসি।

তা অভিনেত্রীর ছেলে ঝিনুকও কি তাঁর মায়ের মত এভাবে রং খেলে? খানিক থমকে শ্রাবন্তীর জবাব, তঝিনুকের সঙ্গে আমার সেভাবে রং খেলা হয় না। ও আবির দিয়েই রং খেলতে ভালোবাসে। আমার মত এরকম দুষ্টু নয় ঝিনুক। তবে এখন নানান কাজ এবং শুটিংয়ের জন্য রং খেলতে পারেন না শ্রাবন্তী, সেই কারণে ছোটবেলার কাটানো দোলের দিনগুলোতে ওরকমভাবে রং খেলাকে খুব মিস করেন অভিনেত্রী। সুযোগ পেলে তাই রং খেলা ছাড়েন না। এই দোল উৎসবেও তাই হাসিমুখে আবির মাখলেন এবং হুল্লোড়ে মেতে সবাইকে রং মাখিয়ে দিলেন শ্রাবন্তী। প্রসঙ্গত, শ্রাবন্তী অথবা ঝিনুক কোনও ধরনের নেতিবাচক মন্তব্যেরই কর্ণপাত করেন না। সোশ্যাল মিডিয়ার মিম-ট্রোল আর ভাবায় না তাঁদের। নিজেদের মতো করে ভাল থাকতে ভালবাসেন তাঁরা।